বেতারবাংলা

অগ্নিঝরা মার্চ বিশেষ সংখ্যা ২০২৩

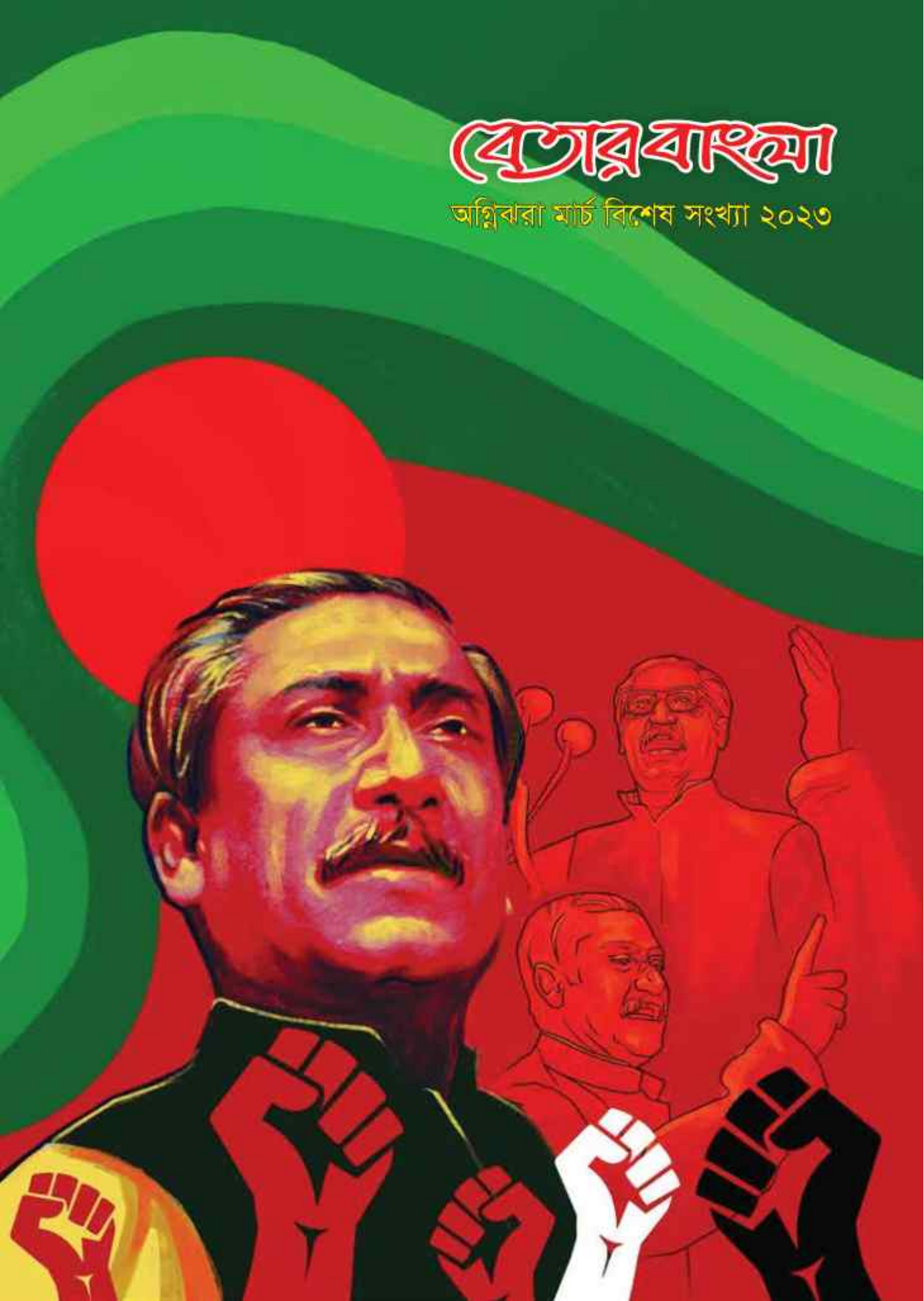

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রণীত 'আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি' ও 'স্বপ্ন জয়ের ইচ্ছা' বই দুটির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৌঁছলে তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে বঙ্গভবনে বেলজিয়ামের রানি Mathilde সাক্ষাৎ করেন

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসাইনের নেতৃত্বে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ পেশ করেন। কমিশনের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

অগ্নিঝরা মার্চ বিশেষ সংখ্যা ২০২৩

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারুফুর ইলাহি

প্রচ্ছদ
জামান পুলক

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন:০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সম্পাদকীয়

১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী। স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের নিভৃত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় দুইশ' বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে স্বাধীনতার জন্য উত্তাল ভারতের অগ্নিগর্ভে জন্ম নেন শেখ মুজিব।

ব্রিটিশ শাসন-শোষণের হাত থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ মুক্ত হলেও বাঙালির ওপর জেঁকে বসে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন। ভ্রান্ত দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র শুরু থেকেই বাঙালির ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাতে থাকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তখন থেকেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে বাঙালি। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ পেরিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন।

বাঙালির মুক্তির আন্দোলনের ধারাবাহিক পথ পেরিয়ে শেখ মুজিব বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। একাত্তরের ৭ মার্চ তিনি ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" বঙ্গবন্ধুর এই চূড়ান্ত নির্দেশই জাতিকে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে শক্তি ও সাহস জোগায়।

একাত্তরের ২৫ মার্চ দিবাগত মধ্যরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাঙালিদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় ও বঙ্গবন্ধুকেও গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। তৎকালীন ইপিআর-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা। পরে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ ও ২৭ মার্চ বেশ কয়েকজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার মূল্যবান দলিলটি লিপিবদ্ধ হয়েছে এভাবে, 'ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও'- শেখ মুজিবুর রহমান। ২৬ মার্চ, ১৯৭১। এরপর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৩

সাহসী, পরোপকারী এবং নিবেদিত 'শেখ মুজিব' খোকা থেকে জাতির পিতা
ড. সুলতান মাহমুদ ৪

বাংলাদেশে গণহত্যা
মূল: অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস
অনুবাদ: মুস্তাফা মাসুদ ৮

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা
জায়েদুল আলম ২২

আমার একাত্তর এবং আরো কিছু কথা
মোহাম্মদ শাহজাহান ৩০

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র
মোঃ শাহাদত হোসেন ৩৫

ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে মেট্রোরেলের ভূমিকা
এম. এ. এন. ছিদ্দিক ৪০

গল্প

চিরকুট
রফিকুর রশীদ ১৬

ছবির অ্যালবাম

"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম..." ৫০

সচিত্র প্রতিবেদন

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন ৮৩

কবিতা

স্বীকৃতি
অসীম সাহা ২১

তোমার কীর্তিগাথা
অঞ্জনা সাহা ২১

বঙ্গবন্ধু
শাহজাদী আঞ্জুমান আরা ২৯

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা
নীহার মোশারফ ২৯

মুজিবনামা
প্রত্যয় জসীম ৩৮

আমাদের কিংবদন্তী বঙ্গবন্ধু
মিলন সব্যসাচী ৪৫

২৬শে মার্চ
ফজলুল হক সিদ্দিকী ৪৫

তরুপল্লব

লাল সবুজের দেশ
আরিফুর রহমান সেলিম ৪৭

সবুজে মুড়ানো গাঁয়ে
পারভেজ হুসেন তালুকদার ৪৮

স্বাধীন দেশে
কাজল আক্তার নিশি ৪৮

প্রিয় স্বদেশ
শাহিন স্বপন ৪৮

স্বাধীন, একটি মেয়ের গল্প
সিদ্ধান্ত খুকু ৪৯

বেতার সংবাদ ৯১

৯৭

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৫৮

বেতার পর্ব

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৭০

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি আব্বাকে ঢাকা জেলখানা থেকে বন্দি করে নিয়ে যায়। ১৮ জানুয়ারি আমরা জেলগেটে গিয়ে আব্বার দেখা পাই না, কোথায় নিয়ে গেছে (বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না।) ছোট্ট রাসেল, অবুঝ রাসেল কিছুই বোঝে না। আব্বা আব্বা বলে কেবল কাঁদে। জেল গেট থেকে ফিরে এসে এই বাড়ির মেঝেতে গড়িয়ে আমরা অনেক কেঁদেছি। এরপর শুরু হল মিথ্যা মামলা, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, আব্বাকে ফাঁসি দেবার ষড়যন্ত্র। গর্জে উঠল বাংলার মানুষ। শুরু হল আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের চাপে আব্বাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। সেদিন এই বাড়ির সামনে মানুষের ঢল নেমেছিল। সমস্ত বাড়িই যেন জনতার দখলে চলে যায়, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন মিছিলের পর মিছিল আসতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এসে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে যেত। আব্বা কখনও গেটের পাশে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে, কখনও বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন। আমরা আব্বার পাশে এসে দাঁড়াতাম, হাজার হাজার মানুষের ঢল নামত তখন এই বাড়ির সামনে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়েছিল এই বাড়িটি। রাত ১২.৩০ মিনিটে আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেওয়া হল পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতারা তা প্রচার শুরু করলেন। এই খবর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে পৌঁছল। তারা আক্রমণ করল এই বাড়িটিকে। রাত ১.৩০ মিনিটে তারা আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আজও মনে পড়ে সে স্মৃতি। লাইব্রেরি ঘরের দক্ষিণের যে দরজা তারই পাশে টেলিফোন সেটটি ছিল ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছেন। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২৬ মার্চ পুনরায় এই বাড়ি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। মা, রাসেল, জামাল ও কামাল কোনোমতে দেয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ শুরু করে। প্রতিটি ঘর তারা লুট করে, ভাংচুর করে, বাথরুমের বেসিন কমোড আয়না সব ভেঙে ফেলে। কয়েকজন সেনা বাড়িতে থেকে যায়- দীর্ঘ নয় মাস ধরে এই বাড়ি লুট হতে থাকে। পাকসেনারা এক গ্রুপ লুট করে যাবার পর আর এক গ্রুপ আসত। সোনাদানা জিনিসপত্র সবই নিয়েছে। আমরা এক কাপড়ে সব বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমার আর মার যে গহনা লকারে ছিল সেগুলি বেঁচে যায় কিন্তু চাবি হারিয়ে যায়।

সাহসী, পরোপকারী এবং নিবেদিত 'শেখ মুজিব' খোকা থেকে জাতির পিতা

ড. সুলতান মাহমুদ

১৯২৭ সালে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ মুজিবের প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র জীবনের সূচনা হয়। নয় বছর বয়সে ১৯২৯ সালে তাঁকে ভর্তি করা হয় গোপালগঞ্জ সীতানাথ একাডেমির (বা পাবলিক স্কুলে) তৃতীয় শ্রেণিতে। গ্রামের স্কুলে এবং পিতার অনুপস্থিতিতে ঠিকমতো লেখাপড়া হবে না বিবেচনা করে শেখ লুৎফর রহমান মুজিবকে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াশোনার জন্য নিজের কর্মস্থল মাদারীপুরে নিয়ে যান এবং ১৯৩৪ সালে তাঁকে ভর্তি করেন মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে। চোখের অসুখে আক্রান্ত হওয়ায় মুজিবের শিক্ষা জীবন যথেষ্ট ব্যাহত হয়। প্রায় চার বছর পরে ১৯৩৭ সালে তিনি আবার পড়ালেখা শুরু করেন গোপালগঞ্জেই। গোপালগঞ্জের অপেক্ষাকৃত ভালো স্কুলটি ছিলো মিশন হাই স্কুল। খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত এই স্কুলেই মুজিব পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান অবশ্য ১৯৩৪ সালে মাদারীপুর থেকে বদলি হয়ে গোপালগঞ্জেই নিরোপ লাভ করেছিলেন একই পদে এবং সেখানেই অবস্থান করছিলেন তখন।

গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুলের তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন গিরিশ বাবু। তিনি গোপালগঞ্জের ডাকসাইটে প্রধান শিক্ষক বলে খ্যাত ছিলেন। রাশভারী ও গম্ভীর প্রকৃতির এই প্রধান শিক্ষকের মুখের উপর কথা বলার সাহস স্কুলের শিক্ষকদেরই কারও হতো না, ছাত্ররা তো দূরের কথা। অথচ নবাগত ছাত্র মুজিব ছিলেন ব্যতিক্রম। শিশুকাল থেকেই তাঁর ভয়-ভীতি আদৌ ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, সত্য ও উচিত কথা বলার অভ্যাস থাকায় কারও সামনেই তিনি কথা বলতে ভয় পেতেন না- সে খেলার সাথী, সহপাঠী অথবা মিশন স্কুলের ডাকসাইটে প্রধান শিক্ষক গিরিশ বাবু বা তাঁর বাবা, যিনিই হোন না কেন। প্রধান শিক্ষক গিরিশ বাবু কিশোর মুজিবের সাহসিকতা ও স্পষ্টবাদিতার গুণেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রথম দিকে তাঁর আচরণে কিছুটা অবাক হলেও তাঁর অন্য গুণের সঙ্গে সাহসিকতা, স্পষ্টবাদিতা ও দৃপ্ত-বলিষ্ঠতার জন্যই তাঁকে কাছে টেনে

নিয়েছিলেন তিনি। মিশন স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শুধু প্রধান শিক্ষককেই নয়, সবাইকেই জয় করে নিলেন। পরিচিত হয়ে উঠলেন সহপাঠী ও বয়ঃকনিষ্ঠদের 'মুজিব ভাই' রূপে। স্কুলে পড়া অবস্থায় তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে।

১৯৩৮ সালে আঠারো বছর বয়সে কিশোর শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো তখনকার সমাজে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উপলব্ধি করেন এবং দুঃখজনকভাবে নিজেই সাম্প্রদায়িকতার শিকার হন। শের-ই-বাংলা ফজলুল হক তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। বাংলা তথা ভারতের এই দুই বড়ো নেতা আসবেন গোপালগঞ্জে। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য ছাত্রদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের দায়িত্ব পড়ল তাঁর ওপর। ছোটোবেলা থেকেই শেখ মুজিব পারিবারিক আবহে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা নিয়ে বড়ো হয়েছিলেন। তাঁর ভেতর হিন্দু-মুসলমান বলে আলাদা কিছু ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। গানবাজনা, খেলাধুলা, বেড়ানো- সবই চলত।

তিনি হিন্দু-মুসলমান সব ছাত্রকে নিয়েই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করলেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, কয়দিন পরে হিন্দু ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবক থেকে সরে যাচ্ছে। খবর নিয়ে জানলেন শহরের অভিজাত হিন্দু যারা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা করতেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর আগমনকে তাঁরা স্বাগত জানাবেন না বরং প্রতিহত করবেন।। এই ঘটনা শেখ মুজিবকে আরো জেদি করে তুলল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যেকরেই হোক, তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নেতাদের অভ্যর্থনা জানাবেন। মূলত মুসলমান এবং কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে নির্ধারিত দিনে তিনি নেতাদের অভ্যর্থনা জানালেন। শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই সভা হলো। এদিনই সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরিচয় হয়, সোহরাওয়ার্দী তাঁর নেতৃত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে কলকাতা গিয়ে তাঁকে চিঠি লেখেন। মূলত সাম্প্রদায়িকতাকে চ্যালেঞ্জ করে কাজ শুরু করার মাধ্যমেই আঠারো বছর বয়সে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক পদযাত্রা শুরু হয়।

> বঙ্গবন্ধুকে যে কাজ দেওয়া হতো সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। কোনো দিন কাজে ফাঁকি দিতেন না। ভীষণভাবে পরিশ্রম করতে পারতেন। সেজন্য কড়া কথা বললেও কেউ রাগ করত না। কলকাতায় হোস্টেলে থাকাকালীন ছাত্রদের আপদ-বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। কোন ছাত্রের কী অসুবিধা হচ্ছে, কোন ছাত্র হোস্টেলে জায়গা পায় না, কার ফ্রি সিট দরকার, তাঁকে বললেই তিনি দাবি নিয়ে প্রিন্সিপালের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। অন্য ছাত্রদের এই সাহস হতো না। তিনি অন্যায় আবদার করতেন না বলেই শিক্ষকেরা তাঁর কথা শুনতেন। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট সাইদুর রহমান সাহেব জানতেন, তাঁর অনেক অতিথি আসত। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ছাত্রনেতারা ছাড়াও সাধারণ ছাত্ররাও তাঁর রুমেই থাকত নিজেদের সিট না পাওয়া পর্যন্ত।

কয়দিন পর তুচ্ছ ঘটনায় তাঁদের এক বন্ধুকে সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিন্দু মহাসভার নেতার বাড়িতে ধরে নিয়ে আটকে রাখা হয়। শেখ মুজিব সেখানে তাঁর দলবল নিয়ে হাজির হয়ে প্রতিবাদ করেন। সাহসী মুজিব হুংকার দেন, "ওকে ছেড়ে দিতে হবে, নাহলে কেড়ে নেব।" অপরপক্ষ থেকে উলটো তাঁকে গালিগালাজ করা হলে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি লেগে যায় এবং ঘরের দরজা ভেঙে তাঁরা আটক বন্ধুটিকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাবশালী সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা ঠুকে দেন। প্রশাসনে জোর খাটিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করা হয়। এক সপ্তাহ পর শেখ মুজিব জামিনে বেরিয়ে আসেন।

এই প্রথম তাঁর কারাগার-জীবনের সূচনা সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে। এরপর জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বারবার- বহুবার তাঁকে জেলবন্দি হতে হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার শিকার হবার প্রতিক্রিয়ায় অনেকে পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেন। কিন্তু শেখ মুজিবের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করেছেন, সম্প্রদায়কে নয়। বরং এরপর থেকে তিনি আজীবন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। মুজিব একেবারে শৈশব থেকেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী ছিলেন বলে তিনি বহু যত্ন ও চেষ্টায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও হক সমর্থকদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে সমর্থ হন। কিছুকাল পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম দলের এক জনসভায় যোগ দিতে গোপালগঞ্জে আসেন। ওয়াহিদুজ্জামানের পিতা কাদের মোল্লা ছাত্র নামধারী কয়েকজন ভাড়াটে যুবককে দিয়ে জনসভায় গোলমাল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিকটস্থ একটি সিনেমা হলে আগুন ধরিয়ে দেবার চক্রান্ত কার্যকর করতে উদ্যোগী হন। মুজিব

তাঁর নিজের লোকজন নিয়ে সেই ভাড়াটেদের মোকাবিলা করেন এবং ওদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। মুজিব তাঁর প্রথম কারাজীবন সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন: "আমার যেদিন প্রথম জেল হয়, সেদিন হতেই আমার নাবালকত্ব ঘুচেছে বোধ হয়।" এভাবেই শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখেন।

হাস্যোজ্জ্বল মুখের মিষ্টি কথা, অন্তরঙ্গ ব্যবহার এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের কারণে অল্পদিনেই স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র সবারই প্রিয় হয়ে উঠলেন মুজিব। স্কুলের যেকোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁর থাকতো সক্রিয় ভূমিকা, এমনকি অনেক সামাজিক কাজেও মুজিব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। যেকোনো ধরনের কাজেই মুজিব এগিয়ে গেলে অন্য ছাত্ররাও তাঁর সঙ্গে এগিয়ে যেত সেই কাজে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের কোনো আবদার-আবেদন বা দাবি অথবা কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রেও মুজিবই এগিয়ে যেতেন। ছাত্রজীবনে অর্থাৎ শৈশব-কৈশোরেই মুজিবের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি দেখা দিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে প্রমাণিত হয়েছে। শৈশবকাল থেকেই মুজিবের খেলাধুলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। ফুটবল খেলায় তিনি বেশ পারদর্শী হয়ে ওঠেন, ভলিবল খেলাতেও তাঁর বেশ আগ্রহ দেখা যেত। গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী নৃত্যের প্রতি তিনি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সে সময় এই ব্রতচারী নৃত্য কিশোর-তরুণদেরকে দেশপ্রেমের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। শেখ মুজিবও এ সূত্রেই শৈশব-কৈশোরে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। শেখ মুজিব ১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষা পাশ করেন একটু বেশি বয়সে। পরবর্তী শিক্ষাজীবন শুরু করেন তিনি কলকাতা নগরে।

১৯৪৩ সালে, তেইশ বছরের তরুণ শেখ মুজিব যখন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য হন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, ব্রিটিশ শাসকদের যুদ্ধের দায় মেটাতে সারা বাংলায় শুরু হয়েছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। গ্রাম থেকে লাখ লাখ মানুষ ছুটে আসছে রাজধানী শহর কলকাতার দিকে। খাবার নাই কোথাও। শত্রুপক্ষের যোগাযোগ বন্ধের অজুহাতে ইংরেজ সরকার সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছে। সৈন্যদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ধান, চাল বাজেয়াপ্ত করে গুদামজাত করে রেখেছে অথচ রাস্তায় রাস্তায় নিরন্ন মানুষের লাশ। বেঁচে থাকা মানুষেরা কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছে উচ্ছিষ্ট খাবারের জন্য। এ সময় খাজা নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হন। মন্ত্রী হয়েই তিনি বিরাট সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট গঠন করে 'কন্ট্রোল' দোকান খোলার ব্যবস্থা করেন। দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বাদানুবাদ করে চাল, আটা, গম বজরায় করে আনতে শুরু করেন। ইংরেজ সরকার খাদ্য পরিবহনে চরম অসহযোগিতা করলেও সোহরাওয়ার্দী সর্বোচ্চ আন্তরিকতায় চেষ্টা চালিয়ে যান।

বঙ্গবন্ধুকে যে কাজ দেওয়া হতো সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। কোনো দিন কাজে ফাঁকি দিতেন না। ভীষণভাবে পরিশ্রম করতে পারতেন। সেজন্য কড়া কথা বললেও কেউ রাগ করত না। কলকাতায় হোস্টেলে থাকাকালীন ছাত্রদের আপদ-বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। কোন ছাত্রের কী অসুবিধা হচ্ছে, কোন ছাত্র হোস্টেলে জায়গা পায় না, কার ফ্রি সিট দরকার, তাঁকে বললেই তিনি দাবি নিয়ে প্রিন্সিপালের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। অন্য ছাত্রদের এই সাহস হতো না। তিনি অন্যায় আবদার করতেন না বলেই শিক্ষকেরা তাঁর কথা শুনতেন। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট সাইদুর রহমান সাহেব জানতেন, তাঁর অনেক অতিথি আসত। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ছাত্রনেতারা ছাড়াও সাধারণ ছাত্ররাও তাঁর রুমেই থাকত নিজেদের সিট না পাওয়া পর্যন্ত। একদিন মুজিব সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবকে বললেন, "স্যার কোনো ছাত্র রোগাক্রান্ত হলে যে কামরায় থাকে, সেই কামরাটা আমাকে দিয়ে দিন। সেটা অনেক বড়ো কামরা, দশ-পনেরো জন লোক থাকতে পারে।" তিনি বললেন, "ঠিক আছে, দখল করে নাও। কোনো ছাত্র যেন নালিশ না করে।" কেউ তার বিরুদ্ধে নালিশ করেনি, কারণ নিজের স্বার্থে নয় সকলের প্রয়োজনে মুজিব তাঁর দাবি আদায় করে নিতেন। তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন উদার, কোনো সংকীর্ণতার স্থান ছিল না তাঁর কাছে। তাঁর উদারতার সুযোগে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী খাজা নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে প্রায়ই অপদস্থ করত। একবার নির্বাচনী মনোনয়ন সভায় খাজা নাজিমউদ্দীন এরকম অপমান করেন, এ নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলে মওলানা আকরাম খাঁ আপস করার চেষ্টা করলেন। কলকাতা অ্যাসেম্বলি পার্টি রুমে এমএলএ, এমএলসি ও লীগ নেতাদের বৈঠক হবে, সেখানে আপস হবে। খবর পেয়ে বেকার হোস্টেল ও অন্যান্য হোস্টেল থেকে দু-তিনশ ছাত্র নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানও উপস্থিত হলেন। দরজা বন্ধ করে সভা হচ্ছিল। তিনি দরজার সামনে গিয়ে বললেন, "আমাদের কথা আছে, শুনতে হবে।"

নেতারা রাজি হলেন। দরজাগুলো খুলে দেওয়া হলো। ছাত্ররা ভেতরে বসল। ছাত্রদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান আধাঘণ্টা বক্তৃতা করলেন এবং সোহরাওয়ার্দীকে বললেন, "আপস করার অধিকার আপনার নাই। আমরা খাজাদের সাথে আপস করব না। কারণ ১৯৪২ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজের ভাইকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। আবার তার বংশের থেকে এগারো জনকে এমএলএ বানিয়েছিলেন। এ দেশে তারা ছাড়া আর লোক ছিল না? মুসলিম লীগে কোটারি করতে আমরা দিব না। আমরাই হক সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি, দরকার হয় আপনাদেরও বিরুদ্ধে আন্দোলন করব।" সোহরাওয়ার্দীকে বাধ্য করে সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে এসেছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর মতো উদার, নীতিমান মানুষকে বারবার অপমানিত ও উপদলীয় কোন্দলের শিকার হতে দেখে তরুণ বয়সেই শেখ মুজিবুর রহমানের উপলব্ধি হয়েছিল, "উদারতা দরকার। কিন্তু নীচ অন্তঃকরণের ব্যক্তিদের সাথে উদারতা দেখালে ভবিষ্যতে ভালোর থেকে মন্দই বেশি হয়, দেশের ও জনগণের ক্ষতি হয়।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির কাণ্ডারি, অবিসংবাদিত নেতা, অত্যন্ত সফল রাষ্ট্রনায়ক এবং শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত। জনগণই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের অন্তপ্রাণ। মানুষের দুঃখে তাঁর মন কাঁদতো। কখনো পদ-পদবি বা ক্ষমতার লোভ বঙ্গবন্ধুকে তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, মানবিকতা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা কখনো শেষ হবে না। বঙ্গবন্ধুর একটি ব্যক্তিগত নোটবুকে লেখা তাঁর একটি উক্তিই স্পষ্ট করে দেয় মানুষের প্রতি তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা ও মানবতা। তিনি লিখেছিলেন, "একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি ও অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।"

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ফিলিস্তিনের নেতা ইয়াসির আরাফাত বলেছিলেন, "আপসহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব এবং কুসুম কোমল হৃদয় ছিল মুজিবের চরিত্রের বিশেষত্ব।" তিনি বাল্যকালে নিজের পড়ার বইও মাঝে মাঝে গরিব বন্ধুদের দিয়ে দিতেন। গরিব ছেলেদের ছিন্নকাপড় দেখলে নিজের পরনের পোশাক পর্যন্ত দিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনের দুটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১. শেখ মুজিবুর রহমান তখন কিশোর। পড়াশোনার জন্য থাকেন গোপালগঞ্জ শহরে। তিনি গ্রামে গেলেন কয়েক দিনের ছুটিতে। সে বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভালো ফসল হয়নি। গ্রামে দুর্ভিক্ষাবস্থা। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। তিনি দরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট পুরো গ্রাম ঘুরে দেখলেন, যা কিশোর মুজিবের কোমল হৃদয়কে আলোড়িত করল। বাড়ি ফিরে গোলা থেকে ধান-চাল নিয়ে তিনি গরিব মানুষের মাঝে বিতরণ করলেন। অভাবগ্রস্ত মানুষের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজেদের গোলার বাড়তি ধান তাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন, তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন। এ থেকে কিশোর বয়সেই মুজিবের সংবেদনশীল হৃদয় ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ২. অন্য একদিনের একটি ঘটনা বঙ্গবন্ধুর পিতাকে হতবিহ্বল করেছিল। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ার সময় তিনি স্কুলের শিক্ষক বসুরঞ্জন সেনগুপ্তের বাসায় প্রাইভেট পড়তেন। একদিন সকালে তাঁর বাড়ি থেকে পড়া শেষ করে আসার পথে খালি গায়ে থাকা এক বালককে দেখলেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটি বলল, তার গায়ে পরার মতো কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে মুজিব নিজের গায়ের গেঞ্জি খুলে ওই ছেলেকে দিয়ে দেন। বাড়ি ফিরে আসেন চাদর গায়ে। বালকের কষ্ট সেদিন মুজিব সহ্য করতে পারেননি। বাল্যকালে পারিবারিক আবহের কারণেই শেখ মুজিব মানবপ্রেমী হয়ে ওঠেন।

জাতির পিতা সবসময় বিশ্বাস করতেন মানুষকে ব্যবহার, ভালোবাসা ও প্রীতি দিয়ে জয়লাভ করা যায়; অত্যাচার, জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে নয়। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে বেশিরভাগ বক্তৃতায় নির্যাতিত মানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন। ১৯৭১ সালে ১১ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'দেশকে এবং দেশের মাটিকে ভালোবাসি বলেই আমি রাজনীতিতে আছি।' আর সে কারণে জীবনের ভয়ভীতি উপেক্ষা করে নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে ১৩ বছরের অধিক সময় জেল খেটেছেন। অদম্য সাহস আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি সংগ্রাম করেছেন মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও ভালোবাসা তাঁকে ত্যাগের প্রেরণা দিয়েছে।

তিনি চেয়েছিলেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য- এ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তাঁর রাজনীতির মূলমন্ত্র। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এদেশের জনগণকে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করত, যা বঙ্গবন্ধুকে ভীষণ পীড়া দিত। জীবনের সুখ, স্বস্তি, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে পেরেছেন মানুষের প্রতি ভালোবাসার জন্য।

জনসাধারণের সাথে তিনি কখনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেননি। তাঁর প্রতি সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। মানবিক গুণাবলির পাশাপাশি তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সাহসিকতার জন্য এদেশের আপামর জনসাধারণ তাঁকে সহজে আপন করে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কর্ম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সহনশীলতার পরিচয় বহন করে। সরকারপ্রধান হওয়ার পরও অহমিকা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি ১৯৭১ সালের ১১ই জানুয়ারি বলেছিলেন, 'দুঃখী বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে প্রয়োজনবোধে জীবনদান করতে আমি প্রস্তুত আছি।'

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই অসংখ্য জনকল্যাণধর্মী কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে চরম দারিদ্র্য এবং অর্থ ঘাটতি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন, খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা, সমাজ ও প্রশাসনকে আবার সচল করাসহ অসংখ্য চ্যালেঞ্জিং কাজ বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী ও মানবিক নেতৃত্বের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগুলো মেরামত করে পুনরায় চালু করাসহ দেশ পরিচালনার এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না, যেখানে বঙ্গবন্ধুর মানবিক হাতের ছোঁয়া লাগেনি। স্বাধীনতা অর্জনের পর যখন দেশের পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তি প্রায় নিশ্চিত করেছিলেন তখনই এই মহান ব্যক্তিকে বুলেটের আঘাতে তাঁর প্রিয় জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব ভালোবাসি।' বঙ্গবন্ধুর উদার মানসিকতা ও জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসাই তাঁকে মহান নেতায় পরিণত করেছে। আর এই উদারতার সুযোগ নিয়ে দুর্বৃত্তরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে গণহত্যা

মূল: অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস

অনুবাদ: মুস্তাফা মাসুদ

['জেনোসাইড' শিরোনামে লন্ডনের সানডে টাইমসে ১৩ জুন, ১৯৭১-এ প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের লেখাটি অনেক দীর্ঘ এবং খুটিনাটি নানা বিবরণ ও বিশ্লেষণ-পর্যালোচনায় ভরা; উনিশ শ 'একাত্তর সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর অত্যাচার-নির্যাতনের এক জীবন্ত চিত্র। সেই সাথে আছে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের চরম বৈষম্য, ঘৃণা, অবজ্ঞা-অবহেলার বিস্তৃত বিবরণ। অবশ্য এখানে এমন কিছু কিছু প্রসঙ্গ আছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে যা তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। সেইসব বিষয় এবং লেখাটির কলেবর যথাসম্ভব সীমিত রাখার স্বার্থে এর অন্যান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশের অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হলো; তাতে মূল প্রতিবেদনের আবহ, বস্তুনিষ্ঠতা ও ধারাবাহিক পারম্পর্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এপ্রিল, ১৯৭১-এর শেষদিকে করাচির মর্নিং নিউজ পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে অ্যান্থনির বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে বিধায় যুদ্ধকালীন পুরো সময়ের সার্বিক গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী হত্যা, নারী নির্যাতন, এ দেশীয় স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা ইত্যাদির নানামুখি বিবরণ এখানে স্বাভাবিকভাবেই থাকার কথা নয়। তবুও সরেজমিন পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতার আলোকে একান্ত আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে- অনেকটা গল্পের ঢঙে তিনি পাকি হানাদারদের হত্যা-নির্যাতনের যেসব লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন, তা যেন পুরো নয় মাসেরই প্রতিচিত্র- সমগ্রের নিটোল উপক্রমণিকা যেন। বস্তুত, অ্যান্থনির এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর বহির্বিশ্ব বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি জান্তার বর্বরতা, নৃশংসতা ও সুদূরপ্রসারী ধ্বংসাত্মক নীলনকশা সম্পর্কে প্রকৃত ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়; বিশ্ববিবেক বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপারে অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নানামুখি অপপ্রচার ও তথাকথিত আদর্শের মুখোশ বিশ্ববাসীর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। বলা যায়, এ প্রতিবেদনটি মুক্তিযুদ্ধের গতিধারাকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে সে সময় বিপুলভাবে সহায়তা করে। বিবিসি'র দিপ্লিহু প্রতিনিধি মার্ক ডামেট এক মূল্যায়নে লিখেছেন: **"The article that changed history"**– অর্থাৎ এমন একটি প্রবন্ধ, যা ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিল- অনুবাদক]

আবদুল বারি ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বেরিয়ে পড়েছিল। পূর্ববঙ্গের অন্য হাজার হাজার মানুষের মতো সেও একটি ভুল- গুরুতর ভুল করেছিল- সে দৌড়াচ্ছিল প্রহরারত এক পাকিস্তানি সৈনিকের দৃষ্টিসীমার মধ্য দিয়ে। আবদুল বারির বয়স ২৪ বছর, হালকা-পাতলা একজন মানুষ, তার চারদিকে সেনাসদস্যরা ঘিরে আছে। সে থর থর করে কাঁপছিল; কারণ সে প্রায় গুলির মুখে। ''যেভাবে সে দৌড়াচ্ছিল, তাতে সাধারণভাবে আমরা তাকে হত্যা করতাম''– খোশমেজাজে আমাকে জানাল নবম ডিভিশনের সামরিক অফিসার মেজর রাঠোর। এসময় আমরা কুমিল্লার ২০ মাইল দক্ষিণে মুজাফফরগঞ্জের কাছে এক ছোট্ট

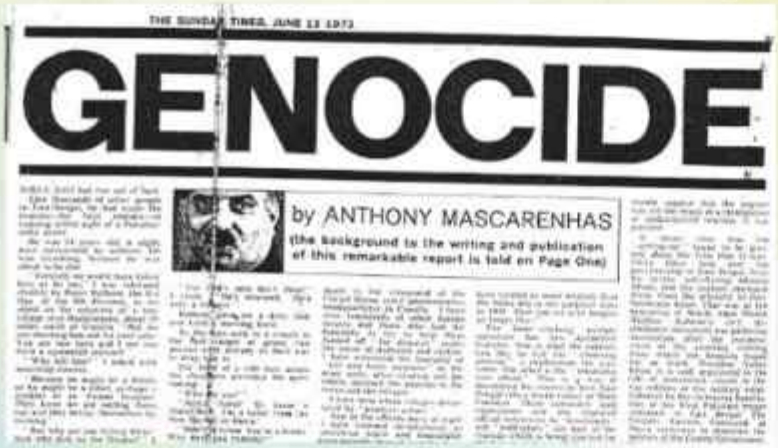

THE SUNDAY TIMES, JUNE 13 1971

GENOCIDE

by ANTHONY MASCARENHAS

(the background to the writing and publication of this remarkable report is told on Page One)

সানডে টাইমসে প্রকাশিত প্রতিবেদনের শুরুর অংশবিশেষের প্রতিলিপি

গ্রামের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে আবার বলে: ''কিন্তু আমরা তাকে থামাচ্ছি তোমার জন্য। তুমি এখানে নতুন এসেছো; এবং আমি জানি তুমি খুব নরম-দিলের মানুষ।''

''কেন তাকে মারবে?''- আমি প্রচণ্ড উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলাম।

''কারণ সে হতে পারে একজন হিন্দু অথবা একজন বিদ্রোহী; সম্ভবত একজন ছাত্র কিংবা একজন আওয়ামী লীগার। তারা জানে যে, আমরা তাদেরকে বেছে বেছে আলাদা করছি এবং তারা দৌড়ে প্রমাণ করছে যে, তারা বেইমান।'' আমি নাছোড়বান্দার মতো জিগ্যেস করি: ''কিন্তু তোমরা তাদেরকে কেন মারছ? আর হিন্দুদেরকেই বা বাছাই করছ কেন?'' রাঠোর কঠিন-গলায় বলে: ''আমি কি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবো- কীভাবে তারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে? এখন যুদ্ধের ছত্রছায়ায় তাদেরকে খতম করার একটা চমৎকার সুযোগ আমরা পেয়েছি।'' রাঠোর দ্রুত ফের যোগ করে: ''আমরা শুধু হিন্দুদেরকেই হত্যা করছি। আমরা সৈনিক, বিদ্রোহীদের মতো কাপুরুষ নই। তারা আমাদের মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করছে।''

এই প্রথম আমি এক ঝলক রক্তের আভাস পাচ্ছিলাম, যা ভিন্ন পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গের সবুজ-শ্যামল জমিনে বিস্তৃত হয়েছিল। প্রথমে তা ছিলো বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের দ্বারা অবাঙালি হত্যা। এখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তা করছে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা। এই সংঘবদ্ধ আক্রমণের শিকার শুধু পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা নয়, যারা সাড়ে সাত কোটি জনগোষ্ঠীর প্রায় দশ ভাগ- তাদের মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানও। এরমধ্যে আছে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, আওয়ামী লীগ ও বাম ঘরানার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার বাঙালি সৈনিক ও পুলিশ, যারা ২৬ মার্চ ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ করেছিল- তাদের সকলকেই পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করতে পারে।

এপ্রিলের শেষদিকে পূর্ববঙ্গে আমার দশ দিনের অবস্থানকালে অবিশ্বাস্যভাবে আমি যা দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম তাতে আমার কাছে ভয়াবহভাবে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, হত্যাকাণ্ডসমূহ মিলিটারি কমান্ডারদের বিচ্ছিন্ন কোনো কর্মকাণ্ড নয়, সমন্বিত ও পরিকল্পিত অ্যাকশন।

''আমরা চিরদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের হুমকি দূর করতে সংকল্পবদ্ধ। এমনকি এই প্রদেশকে ত্রিশ বছরের জন্য উপনিবেশ হিসেবে শাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে বিশ লাখ মানুষ হত্যা করা হবে''- ঢাকা ও কুমিল্লায় এমন কথা আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন সিনিয়র সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা। পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা ঠিক তেমনটিই করছে ভয়াবহ ব্যাপকতা সহকারে।

চাঁদপুর সফরের পর আমাদের গাড়ি ছুটছিল অস্তায়মান সূর্যের বিপরীত দিকে (পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ববঙ্গে রাতে সতর্কভাবে ঘরের মধ্যেই অবস্থান করে), তখন আমাদের বহনকারী ল্যান্ড ক্রুজারের পেছনে বসে-থাকা ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী জওয়ানদের একজন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে: ''সাহেব, একটা লোক দৌড়ে যাচ্ছে।'' মেজর রাঠোর আচমকা এক ঝটকায় গাড়ি থামিয়ে দিল: একই সাথে চাইনিজ লাইট মেশিনগানটির দিকে তার হাত বাড়াল। দু' শ' গজেরও কম দূরত্বে একটি লোককে হাঁটু-সমান ধানখেতের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে দেখা গেল। আমি চিৎকার করে উঠলাম: ''ঈশ্বরের দোহাই! সে নিরস্ত্র, স্রেফ একজন সাধারণ গ্রামবাসী।'' রাঠোর আমার দিকে কদর্যদৃষ্টিতে একঝলক তাকিয়ে সতর্কতামূলক গুলি ছুঁড়লো।

লোকটি মাঠের ঘন-সবুজের মাঝে গুটিসুটি মেরে পড়ে ছিল। ইতোমধ্যেই দুই জওয়ান তাকে ধরে আনার জন্য সেদিকে রওনা দিয়েছে।

তার কাঁধে রাইফেলের বাট দিয়ে গুঁতো মেরে জিগ্যেস করা হল: ''কে তুই?''

''দয়া করুন সাহেব! আমার নাম আবদুল বারি। আমি ঢাকা নিউমার্কেটে দর্জির কাজ করি।''

''আমার কাছে মিথ্যা বলবি না, তুই একজন হিন্দু। তুই কেন দৌড়াচ্ছিলি?''

''সাহেব, কারফিউ'র সময় প্রায় এসে গেছে এবং আমি আমার গ্রামে যাচ্ছিলাম।''

''আমার কাছে সত্য কথা বল্, কেন দৌড়াচ্ছিলি?''

লোকটা জবাব দেয়ার আগেই দ্রুত তার (মেজর রাঠোর) হাতে এক সৈনিক অস্ত্র তুলে দিল- তার হাত যেন নিশপিশ করছে গুলি চালানোর জন্য; অন্যদিকে আরেক সৈনিক এক ঝটকায় আবদুল বারির লুঙ্গি টেনে খুলে ফেলল। চর্মময় নগ্ন-শরীর দৃশ্যমান হলে দেখা গেল তার খতনা হয়েছে- যা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক। এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, লোকটি হিন্দু নয়।

তবুও জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে।

''আমাকে বল্, কেন তুই দৌড়ে পালাচ্ছিলি?''

ভীত-সন্ত্রস্ত জান্তব চোখ, প্রাণভয়ে থর থর করে কাঁপছে লোকটি; কোনো জবাব দিতে পারে না। সে হাঁটুর ওপর ঝুঁকে বসে আছে। তা দেখে এক জওয়ান বলে ওঠে: ''স্যার,

তাকে একজন ফৌজির মতো দেখাচ্ছে ('ফৌজি' একটি উর্দু শব্দ: পাকআর্মি তাদের দুশমন বাঙালি বিদ্রোহীদের (মুক্তিযোদ্ধা- অনুবাদক) বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।)

আমি শুনতে পেলাম, রাঠোর কঠোর কণ্ঠে উচ্চারণ করে- ''হতে পারে।''

আবদুল বারিকে কয়েক দফা রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করা হলো। অতঃপর তাকে নির্দয়ভাবে ধাক্কা দিয়ে একটি দেয়ালের সাথে ঠুকে দেয়া হলো।

ভাগ্য ভালো আবদুল বারির। তার চিৎকার কাছাকাছি একটি বাড়ির এক যুবকের কানে যায়, যে কিনা তার ঘরের আড়াল থেকে এদিকে উঁকি দিচ্ছিল। বারি বাংলাভাষায় চিৎকার করে কিছু বলছিল। তা শুনে ঐ যুবক কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। অল্প কিছুক্ষণ পর সেই ঘর থেকে ইতস্তত-কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধ। রাঠোর তার ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে: ''এই লোককে কি তুমি চেনো?''

''জি সাহেব, তার নাম আবদুল বারি।''

''সে কি একজন ফৌজি?''

''না সাহেব, সে ঢাকায় দর্জির কাজ করে।''

''আমার কাছে সত্য কথা বলো।''

''খোদার কসম সাহেব, সে একজন দর্জি।''

অকস্মাৎ নীরবতা নেমে এলো। রাঠোরকে অপ্রস্তুত দেখালো যখন আমি বললাম: "ঈশ্বরের দোহাই, তাকে ছেড়ে দাও। তার নির্দোষিতার এর বেশি আর কী প্রমাণ তুমি চাও?"

কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা গেল জওয়ানরা বিষয়টি মেনে নিতে চাইছে না, তারা বারির চারপাশ ঘিরে থাকে। তার পক্ষ থেকে আমি তাকে পুনরায় ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানালে তখনই কেবল রাঠোর বারিকে মুক্তির নির্দেশ দিলো। ঐ সময় সে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, বাকহীন এক আতঙ্কের স্তূপ যেন। কিন্তু তার জীবনটা বেঁচে গেল।

তবে অন্যরা এমন সৌভাগ্যবান ছিলো না। কুমিল্লার নবম ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের সেনা কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আমার ছয়দিনের সফরকালে আমি অত্যন্ত কাছে থেকে গণহত্যার ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ করি।

আমি দেখেছি বিভিন্ন গ্রাম, বিভিন্ন বাড়ি থেকে ধরে-আনা হিন্দুদের কাপড় খুলে চটজলদি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, তারা খতনাবিহীন। কুমিল্লা সার্কিট হাউজের (বেসামরিক প্রশাসনের হেডকোয়ার্টার) আঙিনায় পিটিয়ে হত্যা-করা মানুষদের আর্তচিৎকার আমি শুনেছি। আমি দেখেছি হত্যার জন্য বাছাই-করা ট্রাকভর্তি অন্যান্য মানুষকে। আমি 'হত্যা এবং জ্বালাও-পোড়াও' মিশনের বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছি। বিদ্রোহীমুক্ত করার পর সেনা ইউনিটগুলো যেভাবে শহর ও গ্রামগুলোতে নির্যাতন চালিয়েছে, তাও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের 'শাস্তিমূলক অ্যাকশনে'র দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলো আমি দেখেছি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও আমি জেনেছি, রাতে অফিসার্স মেসে এই তথাকথিত সাহসী বীর ও সম্মানীয় ব্যক্তিরা সারাদিনে কে কতটা মানুষ হত্যা করেছে তা গর্বের সাথে আলোচনা করে।

''তুমি আজ ক'টি শিকার পেয়েছো?''

এর উত্তরগুলো আমার স্মৃতিতে স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

এই সবকিছু করার পরও যে কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার আপনাকে 'পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি এবং আদর্শ রক্ষা'র জন্য বলবে। অবশ্যই তা অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। ভারত দ্বারা বিভক্ত হাজার মাইল দূরত্বের দুটি আলাদা ভূখণ্ডকে একীভূত রাখার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এই বিশেষ সামরিক অভিযান আদর্শিক ও আবেগগত ভাঙনকে নিশ্চিত করেছে। শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর কঠোর হস্তক্ষেপের দ্বারা পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের মধ্যে রাখা যেতে পারে।

এবং সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি সেনাদের কর্তৃত্ব প্রবল, যারা ঐতিহ্যগতভাবে বাঙালিদের অবজ্ঞা ও অপছন্দ করে।

আদর্শিক ও আবেগগত ভাঙন আজ এতটাই ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানি কোনো কোম্পানিতে খুব কম সংখ্যক বাঙালিকে স্বেচ্ছায় কর্মরত দেখা যায়।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সর্বনাশা সেনা অভিযানের স্পষ্টত দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। তার একটি হলো, কর্তৃপক্ষ যাকে 'শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া' বলতে পছন্দ করে- যার অন্য নাম গণহত্যা। অন্যটি হলো 'পুনর্বাসন প্রচেষ্টা'। এটি হলো আন্দোলন-সংগ্রামরত পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের বশংবদ উপনিবেশে রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়া। সাধারণভাবে অভিব্যক্ত ও সরকারিভাবে বারংবার উল্লেখিত 'দুষ্কৃতকারী' এবং 'অনুপ্রবেশকারী' এই শব্দ দুটি আসলে একধরনের ভণিতার অংশ, যা বহির্বিশ্বের আনুকূল্য লাভের জন্য বিধিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। নগ্নভাবে প্রচার-প্রচারণা, এবং প্রকৃত ব্যাপার হলো উপনিবেশীকরণ ও হত্যা। এক রেডিও সম্প্রচারে হিন্দুদের নির্মূলের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর লে. জে. টিক্কা খান, ১৮ এপ্রিল আমি তা শুনি। তিনি বলেন: ''পাকিস্তান সৃষ্টিতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনকারী পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা পাকিস্তানকে জিন্দা রাখতে বদ্ধপরিকর। তবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বরকে একটি উচ্চকণ্ঠ, সহিংস ও আগ্রাসী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী দ্বারা দমন-পীড়ন, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হুমকির মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছিল; এই গোষ্ঠী আওয়ামী

লীগকে ধ্বংসাত্মক পথ বেছে নিতে বাধ্য করে।"

ব্যক্তিগত আলোচনায় অন্যরা যৌক্তিকতা অন্বেষণে আরও খোলামেলা।

"টাকার গরমে হিন্দুরা সর্বোতভাবেই মুসলিম জনসাধারণকে অবজ্ঞা করে এসেছে"- নবম ডিভিশন হেড কোয়ার্টারের কর্নেল নায়িম কুমিল্লায় সেনাবাহিনীর অফিসার্স মেসে এ কথা আমাকে বলে। "তারা প্রদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) দফারফা করে ছেড়েছে। অর্থ, খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচার হয়ে যেত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কলেজ ও স্কুলসমূহে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষক-কর্মচারী তাদের মধ্য থেকে নেয়া হতো এবং তাদের নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো কোলকাতায়। বিষয়টি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যাতে বাঙালি সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল; এবং পূর্ব পাকিস্তান কার্যত কোলকাতার মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। দেশকে জনগণের হাতে এবং জনগণকে তাদের বিশ্বাসের জায়গায় পুনঃস্থাপিত করার লক্ষ্যে সেই দুশমনদের আমরা বাছাই করছি।"

কিংবা মেজর বশিরের কথাই ধরুন। সে কুমিল্লা নবম ডিভিশনের এসএসও। যা ঘটেছে, সে বিষয়ে তার একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে। চা পানের সময় সে আমাকে জানায়: "এই যুদ্ধ খাঁটি ও ভেজালের মধ্যকার লড়াই। এখানকার লোকজন নামে মুসলমান হতে পারে এবং তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে। কিন্তু মনেপ্রাণে তারা হিন্দু। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না- ক্যান্টনমেন্ট মসজিদের মৌলভী (মোল্লা) এখানে শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় এক ফতোয়া জারি করেছে যে, জনগণ যদি পশ্চিম পাকিস্তানিদের হত্যা করে তাহলে তারা বেহেশতে যাবে। আমরা এই বেজন্মাটির বিষয় ফায়সালা করেছি। এখন অন্যদের ব্যাপারেও ব্যবস্থা নিচ্ছি। এমনকি আমরা তাদেরকে উর্দুও শেখাবো।"

আমি সর্বত্রই কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈনিকদের এমন সব নিজস্ব ধ্যান-ধারণার কাল্পনিক সূতোয় বোনা পোশাকে সজ্জিত দেখেছি। এমনকি তাদের নিজস্ব যুক্তিতে নিজেদের অপরাধ- রাজনৈতিক সমস্যার ভয়াবহ 'সমাধান'কেও আইনসিদ্ধ করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে: যার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সমস্যার মূল কারণ নিহিত। তা হলো: বাঙালিরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশ শাসন করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে পাঞ্জাবিরা, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা থেকেই যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতিকে পরিচালিত করেছে, তারা তাদের ক্ষমতা খর্ব হোক তা বরদাশত করেনি। সেনাবাহিনী তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় এসেছেন। এটা পরিষ্কার যে, সজ্জন ও আত্মপ্রচারবিমুখ অ্যাডমিরাল আহসানের কাছ থেকে লে. জে. টিক্কা খান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের দায়িত্ব এবং পণ্ডিতজনোচিত লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের কাছ থেকে সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণের মাধ্যমে 'শুদ্ধিকরণ' প্রক্রিয়া পরিকল্পিতভাবে শুরু হতে যাচ্ছে। সেটি ছিলো মার্চের শুরুর দিকের ঘটনা, যখন বাঙালিদের বহুপ্রত্যাশিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানের গণ-অসহযোগ আন্দোলন উত্তুঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছে।

ঢাকায় পাঞ্জাবি ইস্টার্ন কমান্ড কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-কৌশলের ওপর প্রভাব খাটাতে শুরু করে। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় সেনা ইউনিটগুলো পরের দিন সকালে অল্প কয়েক ঘন্টার জন্য পরিকল্পিত বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ চালানোর জন্য যখন ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের অনেকেই এমন সব মানুষের নামের তালিকা বহন করছিল যাদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো হিন্দু এবং এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান- ছাত্র, আওয়ামী লীগার, অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং শেখ মুজিবের আন্দোলনে যারা অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন, তারা। এ অভিযোগ এখন প্রকাশ্যে তোলা হচ্ছে যে, সেনাবাহিনীকে পরাভূত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্র-অধ্যুষিত জগন্নাথ হল থেকে তাদের ওপর মর্টার হামলা করা হয়েছিল; এই হামলা সেনাবাহিনী কর্তৃক রেসকোর্সে অবস্থিত রমনা কালী মন্দিরের পাশে নির্মিত দুটি এবং পুরনো ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাঁখারিপট্টির একটি হিন্দু কলোনি ধ্বংসের ঘটনাকে যথার্থ যৌক্তিকতা দিতে পারে না। এ ব্যাখ্যাও দিতে পারে না যে, কেন ২৬ ও ২৭ মার্চ কারফিউ'র মধ্যে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পশহর নারায়ণগঞ্জের নিরীহ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে পুরোপুরি শেষ করে দেয়া হলো। অনুরূপভাবে কারফিউ'র সময় যেসব মুসলমান টহলরত ছিলো তাদেরও কোনো খোঁজ মেলেনি। এই মানুষগুলোকে এক পরিকল্পিত অপারেশনের মাধ্যমে নির্মূল করা হয়েছে।

১৫ এপ্রিল ঢাকা সফরকালে আমি ইকবাল হলের হোস্টেলের ছাদে চার ছাত্রের পচা-গলা মাথা পড়ে থাকতে দেখি। কেয়ারটেকার জানায় যে, ২৫ মার্চের রাতে তাদেরকে হত্যা করা হয়। আমি সিঁড়ির দুটি ধাপে এবং চারটি কক্ষে প্রচুর রক্তের দাগও দেখতে পাই। ইকবাল হলের পেছনদিকে একটি বড় আবাসিক ভবন সেনাবাহিনীর বিশেষ নজরদারির কারণে আলাদা মনে হচ্ছে। ভবনের দেয়ালগুলোয় বুলেটের আঘাতে আঘাতে গর্ত তৈরি হয়েছে এবং তখনও বিভিন্ন সিঁড়ির ধাপ থেকে পচাগন্ধ বেরুচ্ছে: যদিও দুর্গন্ধ নিরসনের জন্য সেখানে প্রচুর পরিমাণে ডিডিটি পাউডার ছিটানো হয়েছে। আশপাশের লোকেরা জানায়, ২৩ জন মহিলা ও শিশুর মৃতদেহ মাত্র ঘন্টাখানেক আগে গাড়ি ভরে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২৫ মার্চ থেকে তারা ভবনের ছাদে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটকে ছিলো। বারবার প্রশ্ন করার পর আমি নিশ্চিত হই যে, বিপর্যয়ের শিকার এই হতভাগ্য মানুষগুলো ছিলো আশপাশের বস্তিবাসী হিন্দু। সেনাবাহিনী চারদিক ঘিরে ফেললে তারা পাশের ভবনে আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়।

এটাই গণহত্যা, যা পরিচালিত হয়েছিল অভাবিতপূর্ব রীতি-বিবর্জিতভাবে। ১৯ এপ্রিল সকালে কুমিল্লা শহরের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর আগা'র অফিসে বসে আমি দেখতে পাই, পুলিশের এক বিহারি সাব-ইন্সপেক্টর পুলিশের লক-আপে আটক ব্যক্তিদের একটি তালিকা নিয়ে ভেতরে এলো। মেজর আগা তালিকাটির ওপর চোখ

ঝোলালো। অতঃপর, সে ঝটিতে তার পেন্সিল দিয়ে তালিকার চারটি নামের পাশে 'টিক' চিহ্ন দিলো। বলল: ''চিরবিদায়ের জন্য আজ সন্ধ্যায় এদের চারজনকে আমার এখানে নিয়ে আসবে।'' সে আবার তালিকাটি দেখল। আরেকবার তার পেন্সিল সক্রিয় হলো– ''...আর, এই চোরকেও আনবে এদের সাথে।''

একগ্লাস নারকেলের দুধ পান করতে করতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হলো। আমাকে জানানো হলো, বন্দিদের দুইজন ছিলো হিন্দু, তৃতীয়জন ছাত্র এবং চতুর্থজন আওয়ামী লীগের একজন সংগঠক।

সেই সন্ধ্যার পর আমি হতভাগ্য সেই লোকগুলোকে দেখলাম, তাদের হাত-পা একটি রশি দিয়ে ঢিলেভাবে বাঁধা; তাদেরকে সার্কিট হাউজের আঙ্গিনার রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। কারফিউ'র সামান্য পরে, সন্ধ্যা ছ'টায়, কাঠের মুগুরের আঘাতের থপ্ থপ্ শব্দে কলকাকলি-মুখরিত একঝাঁক ময়না পাখির ক্রীড়ানন্দ বাধাগ্রস্ত হলো!

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ জনবহুল শহরগুলোর মধ্যে কুমিল্লা অন্যতম, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজার ৯০০ জন। তবে কোথাও কোনো মানুষ দেখা যাবে না। কয়েকদিন পর ঢাকার আশ্চর্য জনমানবহীন এক ফাঁকা রাস্তায় আমি আমার নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে জানতে চাই: ''বাঙালিরা কোথায়?'' রক্ষীদের তাৎক্ষণিক জবাব ছিলো- তারা গ্রামে চলে গেছে। ঢাকার মতো কুমিল্লা শহরও ছিলো ব্যাপকভাবে অবরুদ্ধ। এবং লাকসাম-অভিমুখী রাস্তার দশ মাইলের মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম নীরব-নিস্তব্ধ। শুধু হাতে গোনা গুটিকয়েক কৃষককে আমি দেখলাম। তবে সেখানে ছিলো অটোমেটিক রাইফেল-হাতে শত শত খাকি পোশাক-পরা বিমর্ষ সৈনিক। নির্দেশ অনুযায়ী হাত থেকে রাইফেল কখনো কোথাও রাখা যাবে না। রাস্তাগুলোয় সার্বক্ষণিকভাবে প্যাট্রোল বসানো হয়েছে। সর্বত্রই আর্মির লোক; কোথাও আপনি বাঙালিদের দেখতে পাবেন না।

বারবার রেডিও এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে সামরিক ফরমান প্রচার করা হচ্ছে। তাতে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের জন্য কেউ ধরা পড়লে তার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। যদি কোনো একটি রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, কিংবা একটি সেতু ভাঙা বা ধ্বংস করা হয়- তাহলে ঘটনাস্থলের দশ গজের মধ্যে অবস্থিত সকল বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়া হবে এবং সেসব বাড়ির বাসিন্দাদের শাস্তি দেয়া হবে। এই ঘোষণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, ১৭ এপ্রিল সকালে আমরা যখন হাজিগঞ্জের নিকটবর্তী হচ্ছিলাম। হাজিগঞ্জের কয়েক মাইল আগে, আগের রাতে ঐ এলাকায় তখনও সক্রিয় বিদ্রোহীদের (মুক্তিযোদ্ধা- অনুবাদক) দ্বারা ১৫ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি সেতু ধ্বংস হয়েছে। মেজর রাঠোরের ভাষ্য অনুযায়ী, নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে একদল সৈন্য অকুস্থলে পাঠানো হয়েছে। বিধ্বস্ত সেতু থেকে কোয়ার্টার মাইলের মধ্যে চারদিকে লম্বা ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা যেতে থাকে। গ্রামের পেছনদিকে কয়েকজন সৈনিক শুকনো নারকেলপাতা দিয়ে আগুনের শিখাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। পাতাগুলো তীব্রভাবে অগ্নিশিখা তৈরি করছে, এগুলো সাধারণভাবে রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা আরও দেখতে পেলাম, গ্রামে প্রবেশের মুখে নারকেল গাছগুলোর মধ্যে একটি লাশ এলোমেলোভাবে পড়ে আছে।

রাস্তার অন্যদিকে ধানখেত-ঘেরা অন্য একটি গ্রাম গোলাগুলির সাক্ষ্য দিচ্ছে- যার ফলে এক ডজনেরও বেশি বাঁশ ও মাদুরে ছাওয়া কুঁড়েঘর ধ্বংস হয়েছে। শত শত গ্রামবাসী সৈন্যরা আসার আগেই পালিয়ে গেছে। নারকেল-বনে পড়ে-থাকা হতভাগ্য লোকটির মতো অন্যরা ধীরগতির কারণে পালাতে পারেনি। আমাদের গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, তখন মেজর রাঠোর বলল: ''তারা নিজেরাই এ বিপদ ডেকে এনেছিল।'' আমি বললাম, গুটিকয়েক বিদ্রোহীর তৎপরতার জন্য নির্দোষ মানুষগুলোর ওপর এই প্রতিশোধ বাস্তবিকই নির্মম। সে আমার কথার কোনো জবাব দিলো না।

কয়েক ঘণ্টা পর, আমরা যখন চাঁদপুর থেকে ফেরার পথে পুনরায় হাজিগঞ্জ অতিক্রম করছিলাম, তখন 'হত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও' মিশনের নৃশংসতার বিষয়টি প্রথম আমার দৃষ্টিগোচর হয়।

বিকেলে শুরু-হওয়া গ্রীষ্মকালীন ঝড়-বৃষ্টি তখনও শেষ হয়নি। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন; তা শহরের মসজিদের সুউচ্চ চূড়ায় ভৌতিক ছায়া তৈরি করেছে।

আমরা রাস্তার একটা মোড় ঘুরলাম এবং মসজিদের বাইরে একটা ট্রাকবহর পার্ক-করা অবস্থায় দেখলাম। আমি গুনে দেখলাম সাতটি ট্রাক; সবগুলো ট্রাক যুদ্ধের পোশাক-পরা সৈনিকে ভর্তি। বহরের সর্বাগ্রে একটা জিপ। রাস্তার উভয় পাশে শতাধিক দোকান, সবগুলোই বন্ধ। দু'জন লোক তৃতীয় আরেকজনের তত্ত্বাবধানে একটি দোকানের দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। মেজর রাঠোর তা দেখে সেখানে গাড়ি থামায়, বলে: ''কী আকাম করছ তোমরা?''

তিন জনের মধ্যে যে সবচেয়ে লম্বা এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করছে, সে চিৎকার করে বলে: ''মোটকু, বলোতো কী আকাম আমরা করছি?'' কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে ঠোঁটে তরমুজ-রাঙা স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে রাঠোর আমাকে জানায় যে, এ তার পুরনো বন্ধু 'ইফতি'- দ্বাদশ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেলের মেজর ইফতিখার।

রাঠোর: ''আমি ভেবেছিলাম কেউ দোকান লুট করছে।''

ইফতিখার: ''লুট? আমরাতো 'হত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও' মিশনে আছি।''

রাঠোর: ''আজ ক'টা পেয়েছো?''

ইফতিখার সলজ্জভাবে মিটিমিটি হাসে।

রাঠোর: ''আসল কথা বলো, আজ ক'টা পেয়েছো?''

ইফতিখার: ''মাত্র বারোটা। খোদার কসম, ভাগ্য ভালো যে, আমরা তাদেরকে পেয়েছি। আমরা তাদেরকে হারাতে পারতাম, যদি পেছন থেকে আমি আমার লোকদের না পাঠাতাম।''

মেজর রাঠোরের চাপাচাপিতে ইফতিখার বিস্তারিত খুলে বলে- কীভাবে হাজিগঞ্জে অনেক খোঁজাখুঁজির পর শহরের প্রান্তসীমার একটি বাড়িতে লুকিয়ে-থাকা বারোজন হিন্দুকে সে খুঁজে পেয়েছিল। তাদের সবাইকে খতম করে দেয়া হয়েছে। এখন মেজর ইফতিখার তার দ্বিতীয় মিশন-

'জ্বালাও-পোড়াও' কর্মসূচিতে আছে।

ইতোমধ্যে সবগুলো দোকানের দরজা ভাঙ্গা শেষ হয়েছে এবং আমরা দেখলাম একটি ছোট্ট দোকান, সাইনবোর্ডে যার নাম বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা: 'অশোক মেডিক্যাল এন্ড স্টোরস'। সাইনবোর্ডের নিচের দিকে লেখা: মালিক- এ. এম. বোস। হাজিগঞ্জের বাকি সব মানুষের মতো মি. বোসও তার দোকান বন্ধ করে পালিয়ে গেছেন।

দোকানের সামনের দিকে একটি ছোট্ট শেল্ফ। তাতে প্যাটেন্ট ওষুধ, কাশির সিরাপ, কয়েক বোতল ম্যাঙ্গো স্কোয়াশ, ইমিটেশনের অলঙ্কার, রঙিন কটন রিল, সুতো এবং ইলাস্টিক লাগানো প্যান্টের প্যাকেট। ইফতিখার হালকা কাঠের শেল্ফটি ঠেলা দিয়ে ভেঙ্গেচুরে ফেলে। এরপর সে অন্য একটি শেল্ফে রাখা পাটের শপিং ব্যাগের জন্য যায়। অন্য আরেকটি শেল্ফ থেকে কয়েকটি প্লাস্টিকের পুতুল নেয়। এক বান্ডিল রুমাল ও লাল পাতলা কাপড়ের পুটুলি মেঝের ওপর রাখে। ইফতিখার এসব জিনিস একসাথে স্তূপীকৃত করে এবং আমাদের টয়োটায় বসে-থাকা সৈনিকদের একজনের কাছ থেকে একটি দিয়াশলাই চেয়ে নেয়। ঐ সৈনিকের নিজস্ব কিছু মতলব ছিলো। সে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে দোকানে যায় এবং নিচের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে-রাখা ছাতাগুলোর মধ্য থেকে একটি ছাতা টেনে নামানোর চেষ্টা করতে থাকে। ইফতিখার তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়; তীব্রকণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দেয়- লুটপাট বেআইনি কাজ।

জড়ো-করা জিনিসগুলোর স্তূপে ইফতিখার দিয়াশলাই জ্বালিয়ে দ্রুত আগুন ধরিয়ে দেয়। সে জ্বলন্ত চটের ব্যাগগুলো দোকানের এক কোনায় ছুড়ে মারে, কাপড়ের পুটুলি অন্য কোনায়। দোকান দাউ দাউ অগ্নিশিখায় জ্বলতে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা লেলিহান আগুনের পটপট আওয়াজ শুনতে পেলাম। আগুন একের পর এক অন্যান্য দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় রাঠোর ঘনায়মান অন্ধকারের বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে; সুতরাং আমাদের গাড়ি গন্তব্যে রওনা দিলো।

পরের দিন ইফতিখারের সাথে যখন সাক্ষাতের সুযোগ হলো তখন সে বলল:

''মাত্র ৬০টি দোকান পোড়াতে পেরেছিলাম। যদি বৃষ্টি না হতো তাহলে বেজন্মাদের সবগুলো ঘর আমি ছাই করে দিতাম।''

মুজাফফরগঞ্জ থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামের কাছাকাছি গেলে সেখানে আমাদেরকে থামতে হলো, একটি মাটির দেয়ালের পাশে কে যেন গুটিসুটি মেরে বসে আছে তা দেখার জন্য। একজন সৈনিক সাবধান করে দিয়ে বলে, এ কোনো খুনি ফৌজি (মুক্তিযোদ্ধা- অনুবাদক) হতে পারে। কিন্তু লোক পাঠিয়ে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেলো, সে সুদর্শনা এক হিন্দু বালিকা। স্বজনদের হারিয়ে মূর্তিবৎ বসে আছে। ঈশ্বর জানেন, কার জন্য সে অপেক্ষা করছে। এক সৈনিক পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসে দশ বছর যাবত কাজ করছে এবং সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলতে পারে। তাকে বলা হলো মেয়েটিকে গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে। নির্দেশ পেয়ে মেয়েটি বিড়বিড় করে কিছু বলল, কিন্তু সে তার জায়গাতেই বসে থাকল। দ্বিতীয়বার একই আদেশ দেয়া হলো, তবুও সে সেখানেই বসে রইল। তখন আমরা গাড়ি ছেড়ে দিলাম। আমাকে জানানো হলো- ''তার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই- ঘর নেই, স্বজন-পরিজন নেই।''

হত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন অফিসারের মধ্যে মেজর ইফতিখার একজন। সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেয়ার পর 'জ্বালাও-পোড়াও' মিশনের বাহিনী অ্যাকশনে বেরিয়ে পড়ত। যেসব এলাকা আর্মিরা মুক্ত করেছে, সেসব এলাকায় 'চিরুনি-বাছাই', হিন্দু ও 'দুষ্কৃতকারী'দের (আর্মিদের অফিসিয়াল পরিভাষায় বিদ্রোহী) নির্মূল এবং সবকিছু পুড়িয়ে দেয়ার স্বাধীনতা তাদের ছিলো।

এই ঢ্যাঙ্গা পাঞ্জাবি অফিসার (ইফতিখার) তার কাজকর্ম সম্পর্কে বলতে পছন্দ করত। কুমিল্লা সার্কিট হাউজে সে তার সর্বসাম্প্রতিক অন্য একটি বীরত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা আমার কাছে দিয়েছিল। ইফতিখারের ভাষায়: ''আমরা এক বুড়ো হাবড়াকে পেয়েছিলাম। ঐ বেজন্মার মুখে আবার দাড়ি। ভাবখানা এই, যেন সে একজন ধার্মিক মুসলমান; এমনকি নামটাও বলছে আবদুল মান্নান।''

ইফতিখার বলতে থাকে: ''আমি তাকে তৎক্ষণাৎ সেখানেই শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার লোকেরা বলল- এমন বেজন্মার পাওনা তিনটি গুলি। সুতরাং একটা গুলি করলাম তার অণ্ডকোষে, অতঃপর একটি তার পাকস্থলীতে; এরপর তার মাথায় তৃতীয় গুলিটি মেরে তাকে খতম করে দিলাম।''

১৮ এপ্রিল চাঁদপুর ছিলো এক বিরানভূমি। কোনো মানুষ নেই, নদীতে নৌকা নেই। মাত্র এক শতাংশ মানুষজন রয়ে গেছে। বাকিরা, বিশেষ করে হিন্দুরা- যাদের সংখ্যা এখানকার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, তারা সবাই পালিয়ে গেছে।

যতদিন দমন-পীড়ন-নির্যাতন চলবে, ততদিন পূর্ব বাংলায় অর্থপূর্ণ ও টেকসই

রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: এই হত্যাযজ্ঞ কি বন্ধ করা হবে? আর্মির পক্ষে নবম ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল শওকত রাজার কাছ থেকে এ প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছিলাম ১৬ এপ্রিল কুমিল্লা সার্কিট হাউজে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময়। তিনি বলেছিলেন- ''তুমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত থেকো যে, আমরা নিরর্থক কঠোর ও ব্যয়বহুল- মানুষ ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই- তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি। আমরা একটা দায়িত্ব হাতে নিয়েছি, আমরা তা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় আমরা তা রাজনীতিকদের হাতে ছেড়ে দেবো না যাতে তারা আবার তালগোল পাকিয়ে ফেলে। সেনাবাহিনী এভাবে প্রতি তিন বা চার বছর পর পর আসতে পারে না। তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি- আমরা কী করছি সে ব্যাপারে আমরা যখন নিশ্চিত, তখন পুনর্বার এ ধরনের অপারেশনের প্রয়োজন কখনও হবে না।''

পূর্ব বাংলায় আমার দশ দিনের সফরের সময় প্রত্যেক সামরিক অফিসারের সাথে আমি কথা বলে দেখেছি, সবার কথায় জেনারেল শওকত রাজার চিন্তা-ভাবনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ঢাকা, রাওয়ালপিণ্ডি ও করাচির সিনিয়র অফিসারবৃন্দের সাথে আলোচনায় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি যে, তারা পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযান দ্রুত সম্পন্ন করার মধ্যেই সমস্যার সমাধান দেখছে; কোনো শর্তেই সেনা প্রত্যাহারের মধ্যে নয়। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় খরচের বিষয়টি এখন সরকারের সমস্ত ব্যয়ের মধ্যে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এখন বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্যে পৌঁছতে একটি হিসেবি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং সেনাবাহিনী রণেভঙ্গ দিচ্ছে না। পূর্ব বাংলার জন্য সরকারি নীতির স্বরূপ আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল ঢাকায় ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে। এর তিনটি অনুষঙ্গ, সেগুলো হলো:

১. বাঙালিরা নিজেদেরকে 'বেইমান' প্রমাণ করেছে; এবং এজন্য অবশ্যই তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা শাসিত হবে;

২. বাঙালিদেরকে যথাযথ ইসলামি ধারায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 'তৃণমূলভিত্তিক ইসলামিকরণ'- এটা হলো দাপ্তরিক পরিভাষা- যার মূল উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা নিরসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একটি সুদৃঢ় ধর্মীয় বন্ধন গড়ে তোলা হবে;

৩. মৃত্যু কিংবা পালিয়ে যাওয়ার কারণে দেশ যখন হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে তখন তাদের সম্পদ-সম্পত্তি সুবিধাবঞ্চিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে মূল্যবান ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

এই নীতি ভবিষ্যতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবে।

এই নীতি এখন নির্লজ্জভাবে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। সরকারিভাবে আদেশ জারি করা হয়েছে যে, বিদ্রোহের কারণে এখন থেকে আর কোনো বাঙালিকে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে রিক্রুট করা হবে না। বিমান বাহিনী এবং নেভির যেসব সিনিয়র অফিসার শৃঙ্খলাপরিপন্থী কাজের সাথে কোনোভাবে জড়িত নয়, তাদেরকে 'সতর্কতামূলক পদক্ষেপ' হিসেবে, যেসব পদ স্পর্শকাতর নয় সেখানে বদলি করা হয়েছে। বাঙালি বিমানযোদ্ধা- যাদের মধ্যে কয়েকজন বিমানবাহিনীর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব অর্জনকারী, তাদের উড্ডয়ন বন্ধ এবং উড্ডয়ন-বহির্ভূত অন্য দায়িত্বে নিয়োগ করে অবদমিত করা হলো। এমনকি পিআইএ'র বিমান-ক্রুদের দ্বারা দেশের দুই অংশের মধ্যে বিমান পরিচালনার মাধ্যমে বাঙালি বিমানকর্মীদের স্পষ্টভাবে দমিয়ে রাখা হয়েছে।

একদা যে ইপিআর বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস প্যারামিলিটারি বাহিনী হিসেবে ছিলো প্রায় ক্ষেত্রেই অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী, বিদ্রোহের অপরাধে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। সিভিল ডিফেন্স ফোর্স নামে এক নতুন বাহিনী গঠন করা হয়েছে এবং তাতে বিহারি ও পশ্চিম পাকিস্তানি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পুলিশের জন্য বাঙালির পরিবর্তে বিহারিদের মূল শক্তি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সেনাবাহিনী থেকে আসা বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের (বাঙালি পুলিশ) তত্ত্বাবধান করছে। এপ্রিলের শেষদিকে চাঁদপুরের পুলিশ সুপার ছিলো

''কেন তাকে মারবে?''- আমি প্রচণ্ড উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলাম।
''কারণ সে হতে পারে একজন হিন্দু অথবা একজন বিদ্রোহী; সম্ভবত একজন ছাত্র কিংবা একজন আওয়ামী লীগার। তারা জানে যে, আমরা তাদেরকে বেছে বেছে আলাদা করছি এবং তারা দৌড়ে প্রমাণ করছে যে, তারা বেইমান।'' আমি নাছোড়বান্দার মতো জিগ্যেস করি:
''কিন্তু তোমরা তাদেরকে কেন মারছ?
আর হিন্দুদেরকেই বা বাছাই করছ কেন?''
রাঠোর কঠিন-গলায় বলে:
''আমি কি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবো- কীভাবে তারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে? এখন যুদ্ধের ছত্রছায়ায় তাদেরকে খতম করার একটা চমৎকার সুযোগ আমরা পেয়েছি।''

একজন মিলিটারি পুলিশ মেজর। পশ্চিম পাকিস্তানের শত শত বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, ডাক্তার এবং রেডিও, টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগের সকল টেকনিশিয়ানকে ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে; তাদের অনেককেই এক বা দুই ধাপ পদোন্নতির প্রতিশ্রুতিসহ পাঠানো হয়েছে। তবে বদলির আদেশ হলেই তা পালন করা বাধ্যতামূলক। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সম্প্রতি এই মর্মে এক আদেশ জারি করেছেন যে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের ইচ্ছার বিপরীতে পাকিস্তানের যে কোনো অংশে বদলি করা যাবে। আমাকে জানানো হয় যে, ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের সব বিভাগীয় কমিশনার ও জেলার ডেপুটি কমিশনার পদে বিহারিদের কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানি সিভিল অফিসারদের নিয়োগ দেয়া হবে। বলা হতো যে, জেলার ডেপুটি কমিশনাররা আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন কুমিল্লার ডেপুটি কমিশনার- তাদেরকে গ্রেফতার ও গুলি করে হত্যা করা হয়। কুমিল্লার ঐ ডেপুটি কমিশনার ২০ মার্চ আর্মির তীব্র রোষানলে পড়েছিলেন; যখন তিনি 'শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশপত্র ব্যতীত' পেট্রোল ও খাদ্য সরবরাহ দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

সরকার পূর্ব বাংলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোকে ষড়যন্ত্রের উক্ত পীঠস্থান হিসেবে গণ্য এবং সেগুলোতে 'বাছাই' প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অনেক প্রফেসর পালিয়ে গেছেন। অনেককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তাদের জায়গায় নতুন করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়োগ দেয়া হবে। সিভিল ও ফরেন সার্ভিসের স্পর্শকাতর পদ থেকেও বাঙালি অফিসারদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এই উপনিবেশীকরণ নীতি অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে না; এমনকি যেমন দক্ষভাবে সম্পন্ন হবে বলে প্রশাসন আশা করছে তার অর্ধেকও অর্জিত হবে না। এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম কুমিল্লার মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেজর আগা'র কাছ থেকে।

সে বিদ্রোহীদের ভেঙে-ফেলা বা ধ্বংস-করা রাস্তা ও সেতু মেরামতের ব্যাপারে বাঙালি নির্বাহী প্রকৌশলীদের নিয়ে সমস্যায় ভুগছে। এই কাজ লাল-ফিতার অভ্যন্তরে জট পাকিয়ে যাচ্ছে; এর ফলে রাস্তা ও সেতু মেরামতের কাজ আটকে আছে। মেজর আগা অবশ্যই এর কারণ জানতো। সে আমাকে বলেছিল: "তুমি তাদের কাছ থেকে কাজ আশা করতে পারো না, যখন তুমি তাদেরকে হত্যা করছো এবং তাদের দেশকে ধ্বংস করছো।..."

বাপুচ রেজিমেন্ট থেকে আগত ক্যাপ্টেন দুররানি, যে কুমিল্লা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা রক্ষা কাজের দায়িত্বে ছিলো, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তার ছিলো নিজস্ব পদ্ধতি। এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে-থাকা বাঙালি কর্মীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দুররানি বলে: "আমি তাদেরকে সাফ বলে দিয়েছি যে, আমি যে কাউকেই গুলি করব; এমনকি, কেউ সন্দেহজনক কিছু করছে- এমনটা মনে হলেও।" দুররানি ভালোভাবেই তার কথা রেখেছে। আমাকে জানানো হয়, কয়েক রাত আগে একজন বাঙালি বিমানবন্দরের কাছাকাছি যেতেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল; তাকে বিদ্রোহী বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। আরও একটি বিষয়ে দুররানির 'সুনাম' ছিলো। বিমানবন্দরের চারপাশের গ্রামগুলো 'সাফ' করার সময় সে নিজহাতে ৬০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে।

পূর্ববাংলায় উপনিবেশীকরণের নিষ্ঠুর বাস্তবতা নির্লজ্জ বহিরাবরণের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে তারা যা করছেন, সে বিষয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও লে. জে. টিক্কা খান রাজনৈতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু ফলাফল যথার্থ অর্থে সন্তোষজনক নয়। যতদূর জানা যায়, ঢাকার এক বাঙালি আইনজীবী মৌলবী ফরিদ আহমেদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযমের মতো ব্যক্তিরা সম্প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন- যাদের প্রত্যেকেই ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

দর্জি আবদুল বারি সৌভাগ্যবশত তার চব্বিশ বছর বয়সী জীবনকে রক্ষা করতে পেরেছিল। তার এই বয়স পাকিস্তানের বয়সেরই সমান।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শক্তির জোরে অবশ্য দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখতে পারে। কিন্তু পূর্ববাংলায় যা করা হয়েছে তার অর্থ এই যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় তার স্থপতিরা দুটি ভূখণ্ডের সমন্বয়ে যে সাম্যপূর্ণ একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আশা করেছিলেন, তা এখন ম্লান হয়ে গেছে। এখন এই সম্ভাবনা সুদূরপরাহত যে, পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবিরা এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের ভ্রাতৃপ্রতিম নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে ভাবতে পারবে।

[সংক্ষেপিত]

লেখক: বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক। ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত এই সাংবাদিকের জন্ম ভারতের গোয়ায়। বাবা ব্রিটিশ, মা ভারতীয়। জন্ম: ১৯২৮ সাল। 'BANGLADESH: A LEGACY OF BLOOD' তাঁর বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো বই।

চিরকুট

রফিকুর রশীদ

"চায়ের দোকান থেকে ছুটে গিয়ে বাস ধরার সময় সেই অমূল্য সম্পদটি তার নেয়া হয়নি, সেটি তখন মজিদ মাস্টারের হাতের মুঠোয়। চিরকুটই তো, দুতিন বাক্যের ছোট্ট চিঠি। পুত্র লিখেছে পিতাকে 'বাবা এভাবে যুদ্ধে না এলে এত মানুষের আত্মত্যাগ, এত মা বোনের অশ্রুজল আমার কাছেও কেবল দুই কুকুরের লড়াইয়ের ফল বলে চিহ্নিত হতো, তুমিও একজন মুক্তিযোদ্ধার গর্বিত পিতা, এই পরিচয় থেকে বঞ্চিত হতে। আমাকে ক্ষমা করো।"

'মাটি কামড়ে পড়ে থাকুন কমরেড। সামনে অনেক কাজ। এ সময় নিজের এলাকা ছাড়লে চলবে না।' সেই কবেকার কথা। কমরেড হকের স্বহস্তে লেখা চিরকুটটি আজ আর নেই। গোপন সঞ্চয় লাল মলাটের বইগুলোর কোনো একটির ভাঁজে অতিযত্নে সেটি রক্ষিত ছিল। আন্দোলন-সংগ্রামে, আত্মগোপন কিম্বা শ্রেণিশত্রু খতমে জীবনের বহু চড়াই-উতরাইয়ে ভাঁজ খুলে সেই মহামূল্য চিরকুট পাঠ করেছেন মতিন মাস্টার, ওটি পাঠ করলেই বুকের ভেতর নবউদ্যম শক্তি সাহস খুঁজে পান। এভাবে পড়তে পড়তে বহু পাঠে চিরকুটের প্রতিটি বাক্য তার মুখস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেই চিরকুটটি আজ নেই। বেড়ালছানার আস্তানা বদলানোর মতো করে লাল বইগুলো শতেক টানাটানিতে যেমন হারিয়েছে কালের গহ্বরে, হক সাহেবের সেই ছোট্ট চিঠিও হয়েছে তার সঙ্গী। তবে মতিন মাস্টার যথার্থই মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন। রতনপুর হাইস্কুলের মাস্টারিকে জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য জ্ঞান করেছেন। হক সাহেবের পরামর্শও ছিল সেই রকম 'সরকারি চাকরি, মধ্যবিত্তের নিশ্চিত এবং নিস্তরঙ্গ জীবন আপনার

জন্যে নয়। একজন আমলা হয়ে জীবনযাপন করার চেয়ে বিপ্লবীর মর্যাদায় মৃত্যু শ্রেয়।' সুযোগ পাবার পরও সরকারি চাকরিতে ঢোকার মোহ ত্যাগ করে রতনপুরে পড়ে থাকতে সাহস যুগিয়েছে সেই ছোট্ট চিরকুট। দু'তিন দফার জেলখাটা ব্যতীত নিজের এলাকা ছেড়ে তিনি বিশেষ কোথাও যাননি। কৃষক আন্দোলনের জের হিসেবে রতনপুর হাইস্কুলের মাস্টারি চলে যাবার পর ঢাকার এক বন্ধু ডেকেছিল ঢাকায়। তার ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি দেবে। তিনি যাননি। বাম রাজনীতির সঙ্গী সেই বন্ধু। আইয়ুব খানের কাছে রাজনীতি বিক্রি করেই টাকাপয়সা কামিয়েছে। হক সাহেবের প্রত্যক্ষ শিষ্য মতিন মাস্টার। আদর্শ বিক্রির এই খেলায় তিনি নেই। চাকরি হারাবার পরও মনে হয়েছে ঢাকা নয়, রতনপুরই তার কর্মক্ষেত্রে। এই রতনপুরের মাটিই তার শেষ আশ্রয়। জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় তিনি চেয়ে চেয়ে দেখেছেন চারপাশের অনেকেই রতনপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দেশে নিরাপত্তা নেই। ভারতে গিয়ে শরণার্থী হচ্ছে। এই উল্টোস্রোতে মতিন মাস্টারের পা ওঠে না। একবার তাড়া খেয়ে ভারত থেকে এপারে এসেছেন সাতচল্লিশে। আবার আশ্রয়ের জন্যে সেই ভারতে যেতে হবে এ তিনি মানতে পারেন না।

রতনপুর সীমান্তবর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মাইল পাঁচেক পশ্চিমে হাঁটলেই ভারতের চন্দননগর। বর্ডার খুলে গিয়েছে। ইচ্ছে করলে যে কোনো সময় যাওয়া যায়। প্রতিদিন নিত্যনতুন খবর আর গুজব গলাগলি করে এসে ধাক্কা মারে তার চেতনার দরজায়। তিনি নড়েচড়ে ওঠেন। এতদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলো ফেলে সিদ্ধান্তের পথ কাটেন দেশে এই অস্থিরতা নিশ্চয় থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধ বললেই মুক্তিযুদ্ধ হয় নাকি? ভোটে জেতা এক কথা আর মুক্তির জন্যে লড়াই অন্য বিষয়। মানুষের সার্বিক মুক্তির ওরা কতটুকু বোঝে! আর সত্যিকারের মুক্তি বা স্বাধীনতাই কি চায় ওরা! ওদের দরকার নেতৃত্ব, ওরা চায় ক্ষমতা। দেশের মানুষকে নাচিয়ে-মাতিয়ে নেতা গেলেন উধাও হয়ে। যত সব পাতানো খেলা! হুজুগে বাঙালি এখন লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে ইন্ডিয়ায়। না, মতিন মাস্টার ওপারে যাবেন না। যাবেন না, কিন্তু এসব পুরানো কাসুন্দি নিয়ে বসেছেন কেন আজ! ভেতরে ভেতরে তার কী যেন ঘটে চলেছে। তবে কি শামীমের মায়ের কান্না তাকে অতি সংগোপনে আক্রমণ করল! ছেলে ফেরেনি ঢাকা থেকে, তুমুল গোলমালে ইউনিভার্সিটি বন্ধ, সে তো কাঁদছে গত দু'মাস থেকে। সকালে রাজু এসেছিল। শামীমের মামাতো ভাই। মেহেরপুর কলেজে পড়ে। এরই মধ্যে বেশ ক'বার ওপারে যাতায়াত করেছে। কে জানে মুক্তিটুক্তি হয়েছে কি না! এ সব নিয়ে মতিন মাস্টারের কাছে মুখ খোলে না রাজু। সে জানায়, তার বাপ-মাকে সে ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে। ওপারে সব ঠিকঠাক করে এসেছে একথা শোনার পর থেকে শামীমের মা কেঁদে আকুল। ভাই-ভাবীর জন্যে নাকি নিখোঁজ পুত্রের জন্যে তার এই বাঁধভাঙা কান্না, মতিন মাস্টার নির্ণয় করতে পারেন না। একমাত্র পুত্রের জন্যে তারও উদ্বেগ হয়। উৎকণ্ঠায় ভারি নিশ্বাস ফেলে রাত পার করেন। মার্চের প্রথম সপ্তাহে বাড়ি আসার কথা ছিল, এলো না। পহেলা মার্চ, দোসরা মার্চ, তেসরা মার্চ, সাতই মার্চ উত্তপ্ত সারাদেশ। অসহযোগ। পঁচিশের ভয়াল রাত নানারকম খবর আসে শামীম আসে না। উৎকণ্ঠায় দম বন্ধ হয়ে এলেও স্ত্রীর কাছে অত্যন্ত সতর্কতায় আড়াল করেন তার কপালের ভাঁজে প্রস্ফুটিত উদ্বেগের কৃষ্ণনরেখা। সান্ত্বনা দেন শামীম ফিরে আসবেই। খুব জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন কিন্তু অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসার কাঁটায় নিভৃতে রক্তাক্ত হয় তার হৃদয়- সত্যি আসবে তো? মার্চ পেরিয়ে এপ্রিল আসে, মে আসে, দুঃসংবাদের গা পেঁচিয়ে নানান রকম সংবাদ আসে, শামীম আসে না। এ দিগরের ছেলেরা মেহেরপুরের বাইরে পড়তে গেলে অধিকাংশই যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাইল বিশেক দূরে সাহারবাটি গ্রামের আমিরুদ্দীন নামে একটি মাত্র ছেলে পড়ে ঢাকায়। শামীমের মাকে না জানিয়ে মতিন মাস্টার একদিন সাইকেলে চেপে সেই সাহারবাটি থেকেও ঘুরে এসেছেন। আমিরুদ্দীন বাড়ি এসেছিল এবং বাপ মা ভাই বোনকে নিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে গেছে, কাজেই দেখা হয়নি কারো সঙ্গে। সেদিন সহসা ভেতরে ধস নামার শব্দ শুনতে পান তিনি। বিধ্বস্ত চেহারায় স্ত্রীর সামনে দাঁড়াতে পারবেন না বলে সারাদিন মেহেরপুরে এলোমেলো ঘুরে ঘুরে বেলা পড়ে গেলে এক খিলি মিষ্টি জর্দার পান মুখে দিয়ে ঠোঁট লাল করে রাস্তায় নামতেই রিফাতের আব্বার সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় রিফাতের কথা জিজ্ঞেস করতেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরিবিলি দেখে সে নিচুস্বরে জানায়,

রিফাত তো শামীম বাবাজির সঙ্গেই আছে!

শামীমের সঙ্গে মানে?

আকাশ থেকে পড়েন মতিন মাস্টার। পান চিবানো বন্ধ হয়ে যায়। শামীমের বন্ধু বটে রিফাত, কিন্তু সে পড়ে রাজশাহীতে। তারা একত্রিত হলো কোথায়! রিফাতের আব্বার কাছে জানা গেল, সতেরই এপ্রিল তাদের মুজিবনগরে দেখা গেছে। মতিন মাস্টারের বিশ্বাস হয় না মুজিবনগর মানে তো বৈদ্যনাথতলা, সেই মুজিবনগর আর রতনপুর কতই বা দূর, শামীম বাড়ি আসবে না? আর মুজিবনগরেই বা তার কিসের কাজ! মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণের কথা তিনিও শুনেছেন বটে, কিন্তু ওসব নাটক যাত্রা দেখতে যাবার রুচি হয়নি তাঁর। কিন্তু শামীম এসেছিল! কেন এসেছিল? সেও কি জয় বাংলায় নেমে গেল নাকি! তার তো মানস গঠন হয়েছে মার্কসিয় শিক্ষায়, সে এতটা বিভ্রান্ত হবে! কিন্তু বাড়ি আসবে না কেন? শামীম নয়, রিফাতের আব্বা অন্য কাউকে দেখেছে হয়তো, মতিন মাস্টার নিজেকে যখন এভাবে বুঝাতে চেষ্টা করছেন তখনই সে জানায় মুজিবনগর থেকে ফিরে শামীম রাত কাটিয়েছে রিফাতের সঙ্গে। সারারাত সে কী তর্ক! ৬-দফা, ১১-দফা, মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতা এবং দুর্বলতা, তারপরও যুদ্ধ, বামপন্থীদের অবস্থান এই সব নিয়ে তাদের তর্কের শেষ হয় না। কিন্তু রাত পোহাবার আগেই দু'জনে উধাও।

এতদূর জানার পর অবিশ্বাসের কালো ধোঁয়া মতিন মাস্টারের মনের আকাশ থেকে অপসৃত হয়, সেই সঙ্গে মিষ্টি পানের রসে ভেজা মুখে তিতকুটে বিস্বাদ ছড়িয়ে দিয়ে যায়। রিফাতের আব্বার দিকে একবার অসহায়ভাবে তাকিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখতেই সে জানায় গত পরশু খবর এসেছে, ওরা দেরাদুনে ট্রেনিংয়ে গেছে। এরপরও আকুল হয়ে প্রশ্ন করেন মতিন মাস্টার, ওরা মানে, দু'জনেই গেছে?

রিফাতের আব্বা অপ্রস্তুত বোধ করে,
না ভাই, ঠিক নাম ধরে তো খবর পাঠায়নি! তবে গেছে নিশ্চয়। কেন, শামীম কিছুই জানায়নি?

আর একটিও কথা বলতে ইচ্ছে করে না তার। অবসন্ন দেহটা সাইকেলের উপর চড়িয়ে তিনি পথে নেমে পড়েন। সন্ধ্যা তখনো নামেনি। কিন্তু আঁধার নামার আগে রতনপুরে পৌঁছুতে পারবেন এমনও মনে হয় না। উত্তর না মেলা এক অংক মগজের কোণে কোণে গেঁথে বসে- শামীম তাহলে সত্যি যুদ্ধে গেল! বাপকে কিছু না বলেই! মায়ের সঙ্গে দেখা না করেই! এ যুদ্ধের ভেতরে কলকাঠির খবর সে কতটুকু রাখে! এ যুদ্ধে কি জয়-পরাজয় আছে নাকি? গোটা ব্যাপারটিতে শোষিত নির্যাতিত সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে তুলতে পারলে সেই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন উঠতে পারে। যুদ্ধজনিত দুর্ভোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এদের আপত্তি নেই, কিন্তু কেন এই যুদ্ধ সেই অনিবার্য প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে জনসাধারণকে যুক্ত করবে না কিছুতেই। তাতে যে ক্ষমতার ভিত টলে উঠবে। হা পুত্র! কে তোকে এই বিভ্রান্তির চোরাগলিতে টেনে নামাল! তোর এতদিনের রাজনৈতিক শিক্ষা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা সব মিথ্যে হয়ে গেল! এই সব ভাবতে ভাবতে গ্রাম্য রাস্তায় গরুর গাড়ির নিচে সাইকেলের চাকা দেবে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন মতিন মাস্টার। কাৎ হয়ে সাইকেল থেকে পড়তে পড়তে অতিদ্রুত ঠ্যাং নামিয়ে ফেলায় সেযাত্রা রক্ষা পান। কোনো রকমে উঠে চলতে শুরু করলে চোখের পাতা জুড়ে আবার শামীমের মুখটা এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধে যাবি তুই, কার বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ! পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে পারবি? এশিয়ার বাঘ এক একটা। পঁয়ষট্টিতে ভারত বুঝেছে সেই বাঘের থাবা কাকে বলে। আজ আবার তারা নাচাচ্ছে, তোরা নাচছিস। নেচে দেখ, পায়ে কত জোর! কপালে নির্ঘাত দুঃখ আছে।

হঠাৎ এসময় একটি প্রশ্ন এসে মগজে হানা দেয় সকালে রাজু কেন এসেছিল? কী বলতে এসেছিল? মা বাবাকে নিয়ে ভারতে যাবার কথা বলতে? শুধুই এটুকু? তা হলে আর তাকে এড়িয়ে যাওয়া কেন? এটা তো তার ফুপুর বাড়ি, শামীম তার ভাই, পুতুল তার বোন সে বুঝি কেউ নয়! একটা কথাও তাকে বলা যায় না! ফুপুর কাছে ফুসুরফাসুর করে তাকে কাঁদিয়ে একশেষ করা হলে লাগল পুতুলের পেছনে। মজার ব্যাপার হচ্ছে ভ্রাতৃঅন্তপ্রাণ পুতুল কিন্তু কাঁদল না। রাজুর সঙ্গে তার কী কথা হলো কে জানে! ওর ভাইয়ের কথা কি একবারও জিজ্ঞেস করেনি? কী বলেছে রাজু? এতবার ওপারে গেল, শামীমের খবর কিছুই জানে না? এতটুকু মেয়ের সঙ্গে আবার আলাদা করে কিসের কথা? আধঘন্টা ধরে কথা বলেও শেষ হয় না! নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চেয়ে দেখেন, সদর দরজায় হেলান দিয়ে ওরা তখনো কথা বলছে। এপাশ থেকে দেখে মনে হয় পুতুল কি তবে বড় হয়ে গেল! এই তো সবে ক্লাস নাইনে পড়ে। শামীমের বড্ড আদরের ছোটবোন। এমনও তো হতে পারে রাজুকে দিয়ে সে পুতুলের কাছেই তার খবর জানিয়েছে। তাই বলে পুতুল চেপে রাখবে সেই কথা! ওরা সবাই মিলে তাকে ভেবেছে কী, সবাই এড়াতে চাইছে নাকি! কেন, সে কি বাঘ-ভালুক? ছেলে যুদ্ধে গেল, একটা কথা শুধানো দরকার মনে করল না। রাজু এসে ফিসফাস করে, তাকে কিছুই বলে না। অতক্ষণ ধরে কী যে বলে পুতুলের কাছে, পুতুল সে কথা পেটের মধ্যে হজম করে ফেলল। সমস্যা হয়েছে ওর মাকে নিয়ে। কারো কাছে তার প্রশ্ন নেই, কেবল দু'চোখ ভরা অশ্রু। সেই অশ্রুধারাতে ভাসে অব্যক্ত প্রশ্ন আমার শামীম কোথায়?

আরো দিন দশেক পরে এক নিশুতি রাতে শামীম কোথায় এ প্রশ্নের জবাব দিতে শামীম নিজেই হাজির হলো বাড়িতে। ততদিনে মেহেরপুরে মিলিটারি এসে গেছে, গ্রামে গ্রামে শান্তি কমিটি আর রাজাকার বাহিনী তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সেই আকাশভাঙা ঝুঁকি মাথায় নিয়েই সে বাড়ি এলো। গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে পায়ের পাতায় বেড়াল-থাবার নৈঃশব্দ আনতে শিখেছে। তবু মায়ের কান বলে কথা। পাশের ঘরে পুতুলের সঙ্গে গিয়ে শুয়েছে ওর মা। সবার আগে সে-ই টের পেয়েছে। হারিকেনের টিমটিমে আলোতে দাড়ি-গোঁফের অবাধ জঙ্গল থেকে নিমেষেই আবিষ্কার করে

মতিন মাস্টার সেই আগের মুডেই আছেন. দ্যাখ্ খোকা, আমাকে আর ক্ষ্যাপাসনে। তুই বরং তোর মতটা শুধরে নে। আমার এই তিপান্ন বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি, ঐ সব বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া দলগুলোর উপর ভরসা করা যায় না। তোর আর ইন্ডিয়ায় গিয়ে কাজ নেই। হুট করে উঠে দাঁড়ায় শামীম। যেন তার সামনেই ফাঁদ, এখন কোনো রকমে পালাতে হবে। সেটাই এখন জরুরি কর্তব্য। বাবার চোখের দিকে না তাকিয়ে সে মাকে বলে, আমি যাই মা, তোমরা সাবধানে থেকো। শামীমের মা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে। ভাতের থালা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ছেলের মুখটা আবার জড়িয়ে ধরে। মতিন মাস্টার ধমকে ওঠেন, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করো না তো! তুই তাহলে চলেই যাবি খোকা? সত্যি করে বলতো, তোর কি মনে হয় ওদের দিয়ে সামাজতন্ত্র হবে? না, হবে না হয়তো।

ফেলে পুত্রের মুখ জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। কথা নয়, আবার সেই অশ্রুবর্ষণে প্লাবিত হয় মাতৃবক্ষের আকুলতা। পুতুল জেগে উঠে হৈচৈ শুরু করে দেয়। শামীম হাত ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে কথা বলে, মা, তুমি থামো তো! শোনো মা, আমি তো বেঁচে আছি। এই যে আবার ফিরে এসেছি। তোমাদের দেখতে এসেছি।

শামীম মুখ খোলার পর বিপদ আরো বেড়ে গেল। পুতুল এসে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো। শামীম আকুল হয়ে মায়ের মাথায় হাত রাখে,

মাগো, শোনো, কথা শোনো। এভাবে কাঁদাকাটি করলে আমার বিপদ হবে। এই পুতুল, থামতো! অ মা, বাবা কি আমার উপর খুব রেগে আছে?

দরজার ওপারে দাঁড়ানো মতিন মাস্টার চোখ মুছতে মুছতে দু'পা পিছিয়ে আসেন। এতক্ষণ নিজেকে অপাংক্তেয় বিবেচনা করে মধ্যবর্তী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন বটে, শামীমের কথা শুনে সেখানে আর দাঁড়াতে পারেন না। পিছিয়ে এসে নিজের বিছানায় চুপচাপ বসে থাকেন। চোখ মুছে নিজেকে সম্বরণ করে ভেতরের লাগামটা টেনে ধরেন। তারপর তার মাস্টারি গলায় গাম্ভীর্য ঢেলে ডেকে ওঠেন।

খোকা, এ ঘরে আয়।

ও ঘরে কান্নার ফোঁপানি থেমে যায়। শামীম চলে আসে বাবার ঘরে। ছোট্ট খোকার মতোই সামনে এসে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। খোকা তার বাড়ির নাম। বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল বাবা মা ঐ নামে ডাকে। বহুদিন পর ঐ ছোট্ট ডাকের কাছে বন্দি হয়ে যায় শামীম। অবোধ বালকের মত ডেকে ওঠে অস্ফুটে,

বাবা!

এখানে এসে বস।

বিছানায় বাবার পাশে বসতে বসতে জানতে চায়,

তোমার শরীর কেমন আছে বাবা?

ভালো। আমাকে না জানিয়েই এত বড় সিদ্ধান্তটা নিতে পারলি!

তোমাকে না জানিয়ে যাবার জন্যে আমি দুঃখিত বাবা।

না না, কেবল দুঃখ প্রকাশ করেই সব কিছুর শেষ হয় না। এ যুদ্ধের শেষ কোথায়, কী পরিণাম সেটা তুই জানিস?

পরিণাম কী তা কেইবা জানে! তবে আমরা আশা করি স্বাধীনতা লাভই শেষ পরিণাম।

স্বাধীনতা?

মতিন মাস্টার ঈষৎ উষ্ণ হয়ে ওঠেন। এ যুদ্ধ চালাচ্ছে কারা, কেন চালাচ্ছে, তাদের শ্রেণি অবস্থান কি তুই চিনিস? তারা আনবে স্বাধীনতা?

বাবা, কিছু মনে করো না, ঠিক এই জন্যে যুদ্ধে যাবার আগে তোমাকে জানাতে পারিনি।

এই জন্যে মানে?

শোনো বাবা, তোমার কিম্বা মায়ের প্রতি আমার যে ভালোবাসা, তা কি কেবল যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে? দেশের ব্যাপারটাও তো ঐরকমই। ভালোবাসা কতটুকুইবা যুক্তি মানে বলো! অথচ যুদ্ধে যাবার আগে তোমার অনুমতি চাইলে এই যুক্তিতর্কের জালে ঠিকই আটকে যেতাম।

তার মানে আমাদের রাজনীতিতে দেশপ্রেম বলে কিছু নেই?

তা নিশ্চয় আছে। কিন্তু তুমি এখন আর রাজনীতি কর না বাবা, এই কথাটা ভুলে যাচ্ছ। তুমি রাজনীতি করতে, আমিও তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম। কিন্তু দেশের এই দুর্দিনে তাদের ভূমিকা দেখে সেই শ্রদ্ধা আর ধরে রাখতে পারছি না বাবা। আমাকে ক্ষমা কর।

হ্যাঁ বুঝতে পারছি, বুর্জোয়া রাজনীতির মেশিনে তোর মগজ ধোলাই হয়ে গেছে। ভাবছি, হলোটা কী করে!

বাবা, তুমি কি শুনলে খুব কষ্ট পাবে আমার মার্কসিস্ট বন্ধুরা আজ মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে! কোথাও কোথাও পাকিস্তানি সৈন্যদেরও সাহায্য করছে!

ভারতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কেউ কেউ এ রকম ভুল অবস্থান নিতে পারে। কিন্তু তুই...

ভারতের ভূতটা যে এবার মাথা থেকে নামাতে হয় বাবা! বন্ধুকে বন্ধু বলেই মানতে হবে। তুমি জানো না- ওরা আমাদের এক কোটি শরণার্থীর জন্যে কতটা করছে, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে কীই না করছে! শোনো বাবা, তোমাদেরও ভারতে যেতে হবে।

অসম্ভব! গর্জে ওঠেন মতিন মাস্টার।

ওসব পুরানো সেন্টিমেন্ট রাখো তো বাবা! এখানে আর মোটেই নিরাপদ নয়। অন্তত পুতুলের কথা ভেবেও তোমাদের সরে যেতে হবে। সেটাই এখন জরুরি।

এতক্ষণে থালায় ভাত তরকারি সাজিয়ে ঘরে ঢোকে শামীমের মা,

তোমাদের বকবকানি থামাও দেখি। বাতাসেরও কান আছে। নে বাবা, অল্প দুটো খেয়ে নে। দুধের বাটিটা নিয়ে আয় পুতুল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুধের বাটি হাতে ঘরে ঢোকে পুতুল। শামীমের কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে,

ভাইয়া, তুই কি এই রাতেই চলে যাবি?

হ্যাঁরে।

রাতটুকুও থাকা যাবে না? তোর খুব ক্ষতি হবে?

ক্ষতি তো হতেই পারে। পুতুলের হাত থেকে দুধের বাটি তুলে নিয়ে শামীম বলে, ভাত আমি খাব না মা। শুধু আমার কেন, সবারই ক্ষতি হতে পারে। বাবা, তুমি আর অমত করো না– ইন্ডিয়ায় যাবার দিন ঠিক করে ফেলো।

মতিন মাস্টার সেই আগের মুডেই আছেন, দ্যাখ্ খোকা, আমাকে আর ফ্যাপাসনে। তুই বরং তোর মতটা শুধরে নে। আমার এই তিপান্ন বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি, ঐ সব বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া দলগুলোর উপর ভরসা করা যায় না। তোর আর ইন্ডিয়ায় গিয়ে কাজ নেই।

হুট করে উঠে দাঁড়ায় শামীম। যেন তার সামনেই ফাঁদ, এখন কোনো রকমে পালাতে হবে। সেটাই এখন জরুরি কর্তব্য। বাবার চোখের দিকে না তাকিয়ে সে মাকে বলে,

আমি যাই মা, তোমরা সাবধানে থেকো।

শামীমের মা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে। ভাতের থালা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ছেলের মুখটা আবার জড়িয়ে ধরে। মতিন মাস্টার ধমকে ওঠেন, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করো না তো! তুই তাহলে চলেই যাবি খোকা? সত্যি করে বলতো, তোর কি মনে হয় ওদের দিয়ে সামাজতন্ত্র হবে?

না, হবে না হয়তো। কিন্তু বাবা, সমাজতন্ত্রের চেয়ে এখন জরুরি দরকার স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা? এর মধ্যে একটুখানি হেসে ওঠেন। ভারতের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে স্বাধীনতা

পাওয়া যাবে?

এ সময় শামীম তর্কে জড়াতে চায় না,

জানি না বাবা, জানি না। তবু সেই স্বাধীনতাটাই আগে চাই। আমরা সেই স্বাধীনতা নিয়ে আসি, তারপর কেউ সমাজতন্ত্রের কথা ভাববে। আমি যাই।

শোন খোকা। মতিন মাস্টার উঠে এসে ছেলের সামনে দাঁড়ান। শ্রেণি-সংগ্রাম ছাড়া মানুষের মুক্তির অন্য কোনো পথ খোলা নেই, এটুকু ভুলিসনে যেন!

সে না হয় স্বাধীনতার পর আবার শুরু করা যাবে বাবা। আমি এখন যাই। আবার কবে আসার সুযোগ পাবো জানি না। তোমরা সাবধান থেকো।

পুতুলের মাথায় হাত দিয়ে একবার চোখে চোখ রাখে, মায়ের দিকে মোটেই তাকায় না। তারপর ঘর থেকে ঝুপ করে নেমে পড়ে। বাইরে মিশমিশে অন্ধকার অতিদ্রুত শামীমকে ঢেকে নেয় নিরাপত্তার চাদরে। শামীমের মায়ের কান্নাধ্বনি তখন আছড়ে পড়ে গভীর রাতের ভারি বাতাসের গায়ে।

গল্পটি এখানে এভাবেই শেষ হতে পারত। পিতৃআদেশ এবং আদর্শ উপেক্ষা করে শামীম এবং শামীমের মতো বহু যুবক দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে জীবন বাজি রেখে নির্ভীকচিত্তে লড়ছে। জয় একদিন হবেই ওদের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার কারণে, ওদের নির্মল দেশপ্রেমের কারণে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রতনপুরের মতিন মাস্টারের জীবনের গল্প এভাবে শেষ হয়নি। মাত্র এক মাসের মাথায় তাকে আরো অনেক মূল্য দিয়ে দুঃখ সয়ে এ গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতি মেনে নিতে হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য সেই ট্র্যাজেডির কথা না বললে এ গল্প লিখে প্রকাশ করার কোনো মানেই হয় না।

'মাটি কামড়ে পড়ে থাকা' গুরুবাক্য শিরোধার্য করে রতনপুরে পড়ে থাকার যে গোঁয়ার্তুমিতে পেয়ে বসেছিল, আদরের কন্যা পুতুলকে হারিয়ে মতিন মাস্টার তার মূল্য দেয়া শুরু করেন। পুতুলকে যেভাবে ওরা নিয়ে গেল, তাকে হারানোই বলে। ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকের। তবু সাতদিন ধরে পাগলের মত মেহেরপুর- চুয়াডাঙ্গা- কুষ্টিয়ার মিলিটারি ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে কিছুতেই যখন পুতুলকে উদ্ধার করা গেল না, তখন সপ্তম দিনে পুনরায় মেহেরপুর ক্যাম্পে খোঁজ নিতে গিয়ে মতিন মাস্টার নিজেই আটকা পড়লেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বেশ কয়েকটি এবং প্রতিটি অভিযোগই রীতিমতো গুরুতর। যেমন ধরা যাক মতিন মাস্টার কম্যুনিস্ট। সেই গোড়া থেকেই কম্যুনিস্টরা সাংঘাতিক এক প্রজাতির প্রাণি বলে চিহ্নিত হয়ে আসছে পাকিস্তানে। কম্যু মানেই ভয়াবহ জুজু। তার উপরে মতিন মাস্টারের আরেক অপরাধ তার ছেলে একজন দুষ্কৃতকারী। তিনি ছেলেকে মুক্তিবাহিনীতে পাঠিয়ে এপারে বসে মজা দেখছেন। না, কেবল যে মজা দেখছেন তা-ই নয়, নিজের মেয়েকে কোথাও সরিয়ে রেখে দেশপ্রেমিক ঈমানদার সেনাবাহিনীর নামে মিথ্যে বদনাম রটাচ্ছেন এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান শমসের হাজী মতিন মাস্টারের বিরুদ্ধে এই সব গুরুতর অভিযোগ একে একে বুঝিয়েছেন আর্মি মেজর গুল মোহাম্মদ খানকে। তবু সেই মেজর সাহেবকে যথেষ্ট দয়ালু বলেই মানতে হয়। অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী সোজা মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য। অথচ সামান্য কিছু নির্যাতনের পর দু'দিনের মাথায় মেজর সাহেব মুক্তির আদেশ দিয়ে দিলেন। এ আদেশ না দিলেই বা কী করার ছিল তার! অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, হায়েনার খাঁচা থেকে মতিন মাস্টার সেইদিনই মুক্তি পেয়েছিলেন। অবশ্য মুক্তিলাভের পর ক্যাম্প থেকে নিজ পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসার শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল তার। তা সেটা শরীরের অক্ষমতা, বয়সের দোষ হবে হয়তো। কিন্তু দাঁতে দাঁত পিষে কষ্ট করে হলেও সেদিন তিনি মিলিটারি ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সন্ধ্যা তখনো নামেনি। অনেকেই সে দৃশ্য দেখেছে।

তারপরও অবাক করা খবর হচ্ছে মতিন মাস্টার বাড়ি ফেরেননি। সেই রাতেও না, পরদিনও না, আর কোনোদিনই তিনি তার রতনপুরের মাটিতে ফিরে আসেননি। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গেল, একদিন তাকে আমঝুপি বাজারে দেখা গেছে। দিন তারিখের হিসেব কষে এটুকু নির্ণয় করা গেল- মেহেরপুর মিলিটারি ক্যাম্প থেকে মুক্তি পাবার সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা। এই সাতদিন তার কোথায় কীভাবে কেটেছে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আমঝুপির বিবরণে জানা গেল- মলিন পাঞ্জাবির ভেতর-পকেট থেকে একটি ছোট্ট চিঠি বের করে তিনি অত্যন্ত গোপন ভঙ্গিতে জনে জনে দেখিয়েছেন, সেটি পাঠ করার জন্যে অনুরোধ করেছেন; কেউ পড়েছে, কেউ পাগলামি ভেবে এড়িয়ে গেছে। আমঝুপির মজিদ মাস্টার সেই চিঠি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। পড়ে চমকে উঠেছেন। তারপর তিনি মতিন মাস্টারকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে আসেন রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে। গরম সিঙ্গাড়া খাওয়ান। কিন্তু চা তৈরি হবার আগেই চুয়াডাঙ্গামুখী একটি বাস এসে রাস্তায় থামলে তিনি দৌড়ে এসে সেই বাসে উঠে পড়েন। তারপর আর তার নাগাল পাওয়া যায়নি, পরবর্তী খোঁজ কেউ জানে না।

কিন্তু কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে? কোত্থেকে কীভাবে এলো মতিন মাস্টারের হাতে? কবে কখন? এসব প্রশ্নের উত্তর আপাতত উদ্ধার করার উপায় আমাদের হাতে নেই, পত্রদাতাও চলে গেছে সকল ধরাছোঁয়ার বাইরে, তবে সেই ছোট্ট চিরকুটটি মজিদ মাস্টারের কাছ থেকে উদ্ধার করা গেছে। চায়ের দোকান থেকে ছুটে গিয়ে বাস ধরার সময় সেই অমূল্য সম্পদটি তার নেয়া হয়নি, সেটি তখন মজিদ মাস্টারের হাতের মুঠোয়। চিরকুটই তো, দু'তিন বাক্যের ছোট্ট চিঠি। পুত্র লিখেছে পিতাকে 'বাবা এভাবে যুদ্ধে না এলে এত মানুষের আত্মত্যাগ, এত মা বোনের অশ্রুজল আমার কাছেও কেবল দুই কুকুরের লড়াইয়ের ফল বলে চিহ্নিত হতো, তুমিও একজন মুক্তিযোদ্ধার গর্বিত পিতা, এই পরিচয় থেকে বঞ্চিত হতে। আমাকে ক্ষমা করো। তোমরা সাবধান থেকো।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

স্বীকৃতি

অসীম সাহা

৭ই মার্চের ভাষণ পেয়েছে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি
জাতির পিতাকে ছোট করে যারা মনে পুষেছিলো বিকৃতি-
তাদের মুখেই থুতু ছুঁড়ে দিয়ে বিশ্বসভায় শেখ মুজিব
মাথা উঁচু করে নিজেকে রেখেছে, যুক্ত করেছে অগ্নিদীপ।
বিশ্ব দিয়েছে ঐতিহ্যের স্বর্ণখচিত মহান দান
আজ মনে পড়ে, রমনার মাঠে মহাকবি এসে জাগালো প্রাণ।
জাতিরাষ্ট্রের পিতা আমাদের, ধন্য হয়েছে তাঁর ভাষণ
পরাধীনতার নাগপাশ ছিঁড়ে বিশ্বে দিয়েছে যেই আসন-
সেই গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে সকল দেশবাসী
বঙ্গবন্ধু, হে জাতির পিতা, আমরা তোমাকে ভালোবাসি।
স্বদেশ দিয়েছো, পতাকা দিয়েছো, দিয়েছো নিজের জীবনকেও
তোমার প্রেরণা, তোমার সাহস, বেঈমান ছাড়া ভোলেনি কেউ।
মরণেও তুমি অমর হয়েছো, রয়েছো জাতির অন্তরেও
তার স্রোত এসে আছড়ে পড়বে, জাতির হৃদয়ে জাগাবে ঢেউ।
যতদিন যাবে, ততদিন তুমি উজ্জ্বল হয়ে ফুটবে ফুল
তোমার দানের মহিমায় জেনো, বিপদে এ-জাতি পাবেই কূল।
যে ৭ই মার্চ জাতির মন্ত্র, মহানায়কের প্রেরণার সুর
সেই মন্ত্রেই বাঙালিরা যাবে সময় পেরিয়ে অনেক দূর।
ভোলেনি পৃথিবী, সংগ্রামী জাতি, ভোলেনি তা কোনো মহান প্রাণ
তাই তারা আজো ৭ই মার্চে শুধু গেয়ে যায় প্রেরণার গান।
যেই মহাপ্রাণ জীবনের দামে লিখে দিয়ে গেছে দেশের নাম
বাঙালিরা তাঁকে ভুলতে পারে না, তারাই তো দেবে প্রাণের দাম।
সেই প্রেরণায় চলো না আমরা মিলে যাই সব একস্রোতে
৭ই মার্চকে নিয়ে চলে যাই দূর-দূরান্তে বিশ্বতে।
জাতির পিতার স্মরণে জ্বলবে নিশ্চিত জানি সেই আলোক
বিশ্ববাসীকে সম্মুখে রেখে এ-ভাষণ তবে অমর হোক।

তোমার কীর্তিগাথা

অঞ্জনা সাহা

শতবর্ষ আগে যে শিশু জন্মেছিলো টুঙ্গিপাড়া গ্রামে
কেউ কি ভেবেছিলো
একদিন বাংলার আকাশে তিনি
জ্যোতিষ্কলোকের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলবেন?

হয়তো মধুমতির জল জেনে গিয়েছিল,
আকাশে-বাতাসে সংগোপনে
তাঁর নাম লেখা হয়েছিল।
বাংলার বাউল তাদের কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল
মুজিবের সব কীর্তিগাথা।

একাত্তরে মাঝির কণ্ঠ ভাটিয়ালি সুরে
তুলে নিয়েছিল তোমার নাম।
পথে-প্রান্তরে কতো ছন্দে, কতো সুরে
জাগরণী গান গেয়ে গেয়ে
সাহস জুগিয়েছিল চারণকবির দল।
মুক্তিকামী মানুষের প্রাণে প্রাণে জ্বালিয়ে দিয়েছিল
আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ্ত মশাল!

আমরা ভুলিনি তোমার নাম
ভুলবো না কোনোদিন পিতা!

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা

জায়েদুল আলম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিব। বাবা-মা ডাকতেন খোকা বলে। খোকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়।

১৯২৭ সালে শেখ মুজিব মাত্র সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯২৯ সালে নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরে তিনি স্থানীয় মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৩৪ সালে চৌদ্দ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে তার একটি চোখ কলকাতায় অপারেশন করা হয় এবং চক্ষুরোগের কারণে তাঁর লেখাপড়ার সাময়িক বিরতি ঘটে। ১৯৩৭ সালে চক্ষুরোগে চার বছর শিক্ষা জীবন ব্যাহত হওয়ার পর শেখ মুজিব পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৩৮ সালে আঠারো বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু ও বেগম ফজিলাতুন নেছা-এর আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। তারা দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এর জনক-জননী।

১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে এলে বঙ্গবন্ধু স্কুলের হ্যাদ দিয়ে পানি পড়ত তা সারাবার জন্য ও ছাত্রাবাসের দাবি স্কুলছাত্রদের পক্ষ থেকে তুলে ধরেন।

১৯৪০ সালে শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাঁকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।

১৯৪২ সালে শেখ মুজিব এস.এস.সি পাস করেন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গবন্ধু এই বছরেই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৩

সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৬ সালে বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। এসময় ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে কোলকাতার দাঙ্গা প্রতিরোধ তৎপরতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবার ঘোষণা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদ জানান। খাজা নাজিমউদ্দীনের বক্তব্যে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব মুসলিম লীগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। ২ মার্চ ভাষা প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব অনুযায়ী 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১১ মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু সহকর্মীদের সাথে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেফতার হন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারে সারাদেশে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে বঙ্গবন্ধুসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্রনেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু ১৫ মার্চ মুক্তিলাভ করেন। বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভের পর ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-জনতার সভার আয়োজন করা হয়। এইসভায় বঙ্গবন্ধু সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুলিশ হামলা চালায়। পুলিশি হামলার প্রতিবাদে সভা থেকে বঙ্গবন্ধু ১৭ মার্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৪৯ সালে ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে তাঁকে জরিমানা করে। তিনি এ অন্যায় নির্দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে গ্রেপ্তার হন। ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু এদলের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসের শেষেরদিকে মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে বেরিয়েই দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্যসংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তিলাভ করেন। ১১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় নুরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ভুখামিছিল বের করে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেবার জন্য ১৪ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারে তাঁকে প্রায় দু'বছর পাঁচ মাস জেলে আটক রাখা হয়।

এদিকে ১৯৫২ সালে ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দীন ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর প্রতিবাদে বন্দি থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দি মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহিদ হন। বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্রমিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একটানা ১৭ দিন অনশন অব্যাহত রাখেন। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে তাঁকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলে সরিয়ে নেওয়া হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি 'পিকিং'-এ বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পাকিস্তান গণপরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী, এ.কে. ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা হয়। এই লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর দলের বিশেষ কাউন্সিল ডাকা হয় এবং এতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩ আসন। এরমধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি আসন। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৫ মে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ৩০ মে বঙ্গবন্ধু করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেফতার হন। ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৫৫ সালের ৫ জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শেখ মুজিব ছিলেন ভাষাআন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের একজন (১১ মার্চ ১৯৪৮)। ১৯৫৫ সালের

২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাভাষার প্রশ্নে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ ছিল উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার অধিকার দাবি করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমরা এখানে বাংলায় কথা বলতে চাই। আমরা অন্য কোনো ভাষা জানি কি জানি না তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি মনে হয় আমরা বাংলাতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি তাহলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারা সত্ত্বেও আমরা সবসময় বাংলাতেই কথা বলব। যদি বাংলায় কথা বলতে দেওয়া না হয় তাহলে আমরা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যাবো। কিন্তু পরিষদে বাংলায় কথা বলতে দিতে হবে। এটাই আমাদের দাবি।' আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন,

Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about Autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebicite.

অর্থাৎ: "স্যার আপনি দেখবেন ওরা পূর্ব বাংলা নামের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে; আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কিনা। এক ইউনিটের প্রসঙ্গটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রসঙ্গটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলা ভাষাকে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কী হবে? যুক্তনির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রসঙ্গটারই কী সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কী ভাবছেন? পূর্ববাংলার জনগণ অন্যান্য প্রসঙ্গগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রসঙ্গটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাবো তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন।" ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন বঙ্গবন্ধু। ৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখামিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩জন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭ সালে সংগঠনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ৭ আগস্ট তিনি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারি সফর করেন।

১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীপ্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং একেরপর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬১ সালের ৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এসময়ই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্রনেতৃবৃন্দের সহযোগে বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ২৫ জুন বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথবিবৃতি দেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলা সফর করেন।

১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য লন্ডন যান। ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল

করেন।

১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫ সালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এসময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এবছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেফতার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে শ্রমিকসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়।

১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।

১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ৬দফাসহ ১১দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্রআন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কার্ফুভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তিদান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তিদানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্রজনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে ছাত্রসমাজের ১১দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। ১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিণ্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬দফা ও ছাত্রসমাজের ১১দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন, 'গণ-অসন্তোষ নিরসনে ৬দফা ও ১১দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোন

> ১৯৫৫ সালের ৫ জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শেখ মুজিব ছিলেন ভাষাআন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের একজন (১১ মার্চ ১৯৪৮)। ১৯৫৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাভাষার প্রশ্নে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ ছিল উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার অধিকার দাবি করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমরা এখানে বাংলায় কথা বলতে চাই। আমরা অন্য কোনো ভাষা জানি কি জানি না তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি মনে হয় আমরা বাংলাতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি তাহলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারা সত্ত্বেও আমরা সবসময় বাংলাতেই কথা বলব। যদি বাংলায় কথা বলতে দেওয়া না হয় তাহলে আমরা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যাবো কিন্তু পরিষদে বাংলায় কথা বলতে দিতে হবে। এটাই আমাদের দাবি।'

বিকল্প নেই। পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন। ২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন। ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন- 'বাংলাদেশ'।

তিনি বলেন, 'একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে বাংলা কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি... আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম- পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ।'

১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬দফার প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' প্রতীক পছন্দ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভি ভাষণে ৬দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় গোর্কির আঘাতে উপকূলীয় এলাকার ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আর্ত-মানবতার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের উদাসীনতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি-উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ৭ ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথগ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন। ৫ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তার সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিনদিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ। ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ২ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা"। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খলমুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।" শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত অপরদিকে ধানমণ্ডি ৩২নং সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস-আদালত, ব্যাংক-বিমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প-কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেলস সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন:

"This may be my last message. from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last

soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours."

অর্থাৎ: "সম্ভবত এটাই আমার শেষবার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যে যেখানেই আছো এবং যাই তোমাদের হাতে আছে তার দ্বারাই শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে। যতক্ষণ না পাকিস্তান দখলদারবাহিনীর শেষ ব্যক্তি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে, তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।" এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ট্রান্সমিটারে প্রেরিত হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তার রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বান বেতারযন্ত্র মারফত তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। রাতেই এই বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় গভীর রাতে। স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার অপরাধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাত ১-৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২নং বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং ২৬ মার্চ তাঁকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।

২৬শে মার্চ জেঃ ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধশেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের লায়ালপুর সামরিক জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির পিতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোনো অধিকার নেই তাঁকে বন্দি করে রাখার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন পাঠানো হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছলে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভারত যান। ২৪ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ১ মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির ঘোষণা দেন। ১০ অক্টোবর বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত করে। ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন। ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন,

১১০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারীকরণ, দুঃস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/ স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বিমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্স এর প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়।

অতি অল্পসময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩ আসন লাভ করে। ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্য-ফ্রন্ট গঠিত। ৬ সেপ্টেম্বর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) এর শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু ২৫ ফেব্রুয়ারি এই জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশি

সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল- দুর্নীতি দমন; ক্ষেতে-খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে একমঞ্চ তৈরি করেন, যার নাম দেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু এই দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্পসময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় চলে আসে। নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ১৫ আগস্টের ভোরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী অফিসার বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিহত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয়া হয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার। বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে জাতির পিতার আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য এক সামরিক অধ্যাদেশ জারি করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করে। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় সংসদ কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' বাতিল করে। উপসংহারে বলতে হয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন অসামান্য গৌরবের। তাঁর এ গৌরবের ইতিহাস থেকে প্রতিটি বাঙালির মাঝে চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিত্তি গড়ে উঠুক এটাই হোক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি তর্পণে আমাদের একান্ত কামনা।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও লেখক

বঙ্গবন্ধু

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

তোমার জন্মই আজ আমাদের স্বাধীনতা
তুমি জন্মেছিলে তাই কবিতা সেজেছে স্বাধীন সত্তায়
আজ আলোকিত সমগ্র বাংলাদেশ
শতবর্ষ পরে টুঙ্গিপাড়ার সে ঘর থেকে।

বঙ্গবন্ধু, মধুমিত ছিলো কি একটু বেশি স্রোতময়
যখন তোমার জন্মধ্বনি বেজেছে দুয়ারে?
দোয়েল, শালিখ ছিলো চঞ্চল ভীষণ
গাঢ় অক্সিজেন ছিলো বাতাসে তখন?
ধুলো-মাটি মেখে কৃষকের পথ চলা
ছিল কি একটু দৃপ্ত সাহসে তখন?

বাতাস, নদীর ঢেউ, সবাই জানে, জানে সেই কৃষক
পথভোলা ক্ষণিক পথিক
টুঙ্গিপাড়ার বাতাস কেন এতো আলোড়িত
তুমি জন্মেছিলে বলে
তুমি জন্মেছিলে বলে আজ হয়েছে আমাদের নিজস্ব পরিচয়
সে আমাদের বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা

নীহার মোশারফ

আমাদের স্বাধীনতা খুব সহজে আসেনি
কত রক্ত, হাড়র নদী, পিচঢালা পথে থমকে গেছে পা।
কমেনি নেতার শক্তি
ত্যাগে সংগ্রামে গর্জনে অর্জনে গৌরবে বাংলাদেশ
এখন আর ঝক্কি নেই।
পাখির কলকাকলিতে হৃদয়ের পাটিতে
যে সুরে কাঁপন ধরে, তা চিরচেনা গান
প্রাণের আবেগ যেন উছলে ওঠে
সীমানার কাঁটাতারে চৈত্রের কাক।
হাঁক ছাড়ে হায়দর
যেখানে টুঙ্গিপাড়ার শ্যামলিমা গ্রাম
মহান নেতার ভাষণ
আসন গেড়েছে আজ বিশ্বব্যাপী
তিনি আর কেউ নন
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মোহাম্মদ শাহজাহান

‘পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টায় পূর্ব বাংলার সেনানিবাসগুলো থেকে বের হয়ে এসে বাংলার নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে থাকে। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা আওয়ামী লীগ সভাপতি বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাত দেড়টায় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ওয়ারলেস মেসেজের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন– ‘আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন।’ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা আমাদের বাড়ির পাশে শহীদনগরের ওয়ারলেস সেন্টারেও এসেছিল। ২৬ বা ২৭ মার্চ মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলী এ খবরটি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি ছাত্রাবস্থা থেকেই নিয়মিত সকাল-বিকেল বিবিসির নিউজ শুনতাম। স্বাধীনতার নয় মাসে বিবিসিই ছিল বাংলার মানুষের মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর শোনার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।’

একাত্তরে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে আমি ছিলাম মুজিব বাহিনী ‘বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট’ (বিএলএফ)-এর দাউদকান্দি থানার কমান্ডার। ওই সময় ছাত্রলীগ করলেও দাউদকান্দি থানা আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলাম। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসিতে (রসায়ন শাস্ত্র) পড়ি। মাত্র ক’দিন আগে প্রথমবর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। থাকতাম ফজলুল হক হলের ৩০১ নম্বর রুমে। পাশে বেলকনি রুমে থাকতেন আমাদের হলের জিএস ও ডাকসুর জিএস, স্বাধীনবাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা আবদুল কুদ্দুস মাখন। একই দলের ও একই জেলার মানুষ এবং পাশের রুমের ছাত্র হিসেবে মাখন ভাইয়ের

সাথে খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়ে যায়। মাখন ভাইয়ের মতো এমন অমায়িক স্বভাবের ভালো মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। সত্তরের নির্বাচনে দাউদকান্দি-হোমনা নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী খন্দকার মোশতাক আহমাদ (বাংলার দ্বিতীয় মীরজাফর) এবং প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবদুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ারের সকল নির্বাচনী জনসভা আমি পরিচালনা করেছি। সেই সুবাদে মাত্র ২৩/২৪ বছর বয়সে সমগ্র দাউদকান্দিতে আমার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টায় পূর্ব বাংলার সেনানিবাসগুলো থেকে বের হয়ে এসে বাংলার নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে থাকে। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা আওয়ামী লীগ সভাপতি বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাত দেড়টায় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ওয়ারলেস মেসেজের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন– 'আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন।' বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা আমাদের বাড়ির পাশে শহীদনগরের ওয়ারলেস সেন্টারেও এসেছিল। ২৬ বা ২৭ মার্চ মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলী এ খবরটি আমাকে দিয়েছিলেন।

আমি ছাত্রাবস্থা থেকেই নিয়মিত সকাল-বিকেল বিবিসির নিউজ শুনতাম। স্বাধীনতার নয় মাসে বিবিসি ছিল বাংলার মানুষের মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর শোনার নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দাউদকান্দি থানা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ উদ্দিন চৌধুরী, আমি ও শওকত আলী দাউদকান্দির বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য উজ্জীবিত করি। শুরু হয়ে গেল সারা বাংলায় পাকিস্তান (পাকি) হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার। এপ্রিলেই থানায় থানায় আর্মি চলে আসে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দিতে থাকে। একই সাথে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মী এবং যুবকদের ধরে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন চালায়। এপ্রিল মাসের দিকে দাউদকান্দিতে সেনাবাহিনী আসে। একদিন রোববার হাটের দিন গৌরিপুর বাজারে আর্মি যায়। হাজার হাজার ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ বাজার-সদাই না করে তাদের দোকানের মালামাল ফেলে রেখে দৌড়ে বাজার ছেড়ে চলে আসে। ঐদিন বাজারের লাখ লাখ টাকার মালামাল নষ্ট হয়।

এপ্রিলে কুমিল্লা থেকে দীপক নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের লিফলেট ও অন্যান্য প্রচারপত্র নিয়ে আসে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা কুমিল্লার কৃতী সন্তান সৈয়দ রেজাউর রহমান (রেজা ভাই) আগরতলা থেকে দীপকসহ আরো অনেকের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কাগজপত্র বিভিন্ন থানায় প্রেরণ করেন। ফরহাদ চৌধুরী এপ্রিল মাসে একবার ভারতে গিয়ে কিছুদিন পর ফিরে আসেন। তাঁর কাছে ওপারে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণ তৎপরতার কথা শুনি। আমিও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। কাপড়-চোপড় নেয়ার জন্য একটি কালো কাপড়ের নতুন ব্যাগ বানাই। আশংকা ছিল যেকোনো দিন আমাদের বাড়িতে আমার খোঁজে আর্মি আসবে। পাকা সড়ক থেকে দেড় মাইল দূরে আমাদের বাড়ি। পাক আর্মির হাতে আটক এড়াতে ফরহাদ ভাই আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। আমাদের পাশের খ্যাতিমান সিরাজ মীরের বাড়িতে শিল্পপতি ও বড় ব্যবসায়ী ফজলু মুনশী পরিবারের সদস্যরা আর্মির ভয়ে আশ্রয় নেন। জুন মাসের শুরুতে একদিন বেলা ১০টার দিকে শুনলাম আমাদের গ্রামের দিকে আর্মি আসছে। দৌড়ে পাশের মোহাম্মদপুর গ্রামে চলে গেলাম। ভাবলাম, ওই গ্রাম থেকে আমাদের বাড়ি পোড়া দেখবো। আর্মি প্রথম দিন এমএনএ খন্দকার মোশতাক, এমপিএ রশীদ ইঞ্জিনিয়ার, নূরপুর গ্রামে আমাদের বাড়ি, পাশের লালপুর শওকত আলীর বাড়ি এবং খলিলবাদ গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আউয়াল ভাইয়ের বাড়িতে হানা দেয়। ওরা রশীদ ভাই, আউয়াল ভাই ও শওকত আলীর বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়। অলৌকিকভাবে পোড়া থেকে আমাদের বাড়ি সেদিন রক্ষা পায়। আর্মি প্রথমে স্কুলওয়ালা সিরাজ মীরের বাড়িতে যায়। মুনশীবাড়ির সদস্যদের সাথে সেদিন ওই বাড়িতে বিমান বাহিনীতে চাকরিরত সাবেক এক পদস্থ কর্মকর্তার স্ত্রী রোকেয়া আব্বাস উপস্থিত ছিলেন। ওই সেনাসদস্যদের সাথে মিসেস আব্বাসের কয়েকদিন আগে পরিচয় হয়েছিল। রোকেয়া আব্বাস এবং গ্রামের মুরুব্বি সিরাজ মীর আমাদের বাড়ি না পোড়াতে সেনাসদস্যদের অনুরোধ করেন। সিরাজ মীর চাচা ওদেরকে বলেন, 'আওয়ামী লীগ করার কারণে বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। বাড়িঘরের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' আমাদের বাড়ির চারপাশে তখন বর্ষার পানি এসে গেছে। তবুও কয়েকজন সেনাসদস্য রমিজ কাকার নৌকা দিয়ে আমাদের বাড়িতে যায়।

আমাদের বৈঠক ঘরে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমার তৈরি ব্যাগে মুক্তিযুদ্ধের প্রচারপত্র ছিল। ভাগ্যক্রমে ওরা ব্যাগের ভেতরের কাগজপত্র চেক করে দেখেনি। তাছাড়া ঐদিনও আমাদের বাড়িতে কালো পতাকা উড়ছিল। নৌকার মাঝি রমিজ কাকার কাছে পরে শুনেছি, নৌকায় আমাদের বাড়িতে আসার সময় সেনাসদস্যরা বলাবলি করছিল 'আগ লাগায় দেয়গা'।

জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন ভারতে যাওয়ার জন্য বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার ২/৩ বছরের ছোট পাশের গ্রামের শওকত আলী ভারতে যাওয়ার পথঘাট সম্পর্কে জেনে নেয়। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাবা-মায়ের কাছে বলে বাড়ি ছাড়ি। চাচা ও আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। আমি পরিবারের বড় সন্তান। অর্ধশতাব্দী আগের বাড়ি ছাড়ার সেই দৃশ্যটা আমার স্মৃতিতে এখনো জ্বলজ্বল করে। তখনো শোবার ঘরের ঘুমানোর বিছানা ওঠানো হয়নি। মাকে সালাম করে বের হই। আমার চাচা আক্কর আলী আমাকে ৫০ টাকার একটি নোট দিলেন। বসন্ত হয়ে ৬/৭ বছর বয়সে চাচার দু'চোখ অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান এই চাচার কাছেই আমাদের ধানের ব্যবসার তহবিল থাকতো। ওই অজানার পথে বের হওয়ার সময় আমি ও মা খুবই স্বাভাবিক ছিলাম। বিদায়বেলায় মায়ের চোখের পানি যাতে দেখতে না হয় এজন্য হয়তো মুহূর্তের মধ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে

নৌকায় উঠি। সাথে শওকত আলী এবং নজরুল ইসলাম নামে একজন ছাত্র ছিলেন। আমার ও শওকতের চেয়ে বয়সে ছোট নজরুলের বাবা ছিলেন তহশীলদার। মুক্তিযোদ্ধারা দেবিদ্বার থানার মাসিগারা দিয়ে ভারতে যেত। সারাদিন হেঁটে রাত নেমে এলে এক বাড়িতে যাত্রাবিরতি করি। আমাদের সাথে আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সেদিন এক মা পরম স্নেহ-মমতায় আমাদের রাতের খাবার খাওয়ান। ওই দরদি মায়ের কথা আজো ভুলতে পারিনি। একাত্তরের নয় মাসে বাংলার প্রতিটি গ্রামে মা-বোনরা মুক্তিযোদ্ধাদের পরম আদরে আশ্রয় দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলার মানুষ মনে করতো আল্লাহ প্রেরিত দেবদুতের মতো। মাছ যেভাবে পানিতে থাকে, তেমনিভাবে পাকিবাহিনীর চর রাজাকার-আলশামসদের অপতৎপরতার মধ্যেও সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানের মতো আশ্রয় দিয়েছেন। এক কথায় বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষই সেসময় মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যান।

সূর্য ডোবার পর রাতের প্রথম প্রহরে নৌকা দিয়ে একটি ছোট নদী পার হয়েছিলাম। হাজারো মুক্তিযোদ্ধা এই গুদারা ঘাট দিয়েই আসা-যাওয়া করতেন। রাজাকাররা কোনো কোনো সময় এসে ওৎপেতে বসে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে যেত। তুলনামূলকভাবে শওকত ও নজরুল দুজনই আমার চেয়ে বেশি সাহসী। ফেরি পার হওয়ার আগে সেই অন্ধকার রাতে একটু দূরে আমাকে ও নজরুলকে রেখে শওকত অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই ফেরিঘাটে যায়। উদ্দেশ্য রাজাকাররা সেখানে আছে কিনা দেখা।

সারাদিন হাঁটাহাঁটির পর রাতে ওই মায়ের আদরের খাবার খেয়ে বিছানায় যাওয়া মাত্র ঘুম দেবতা নেমে আসে। সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার শুরু হয় পদযাত্রা। মোটামুটি রোদের উত্তাপ ভালোই ছিল। কিছুক্ষণ হেঁটেই জিজ্ঞেস করতাম, দুদেশের সীমান্ত কতদূর। উত্তরে বলা হতো- আর কিছুদূর। সেই কিছুদূর যেন আর শেষ হয় না! সম্ভবত শেষ বিকেলের দিকে আমরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করি।

সারাদিন আমরা শুধু হেঁটেছি আর হেঁটেছি। মনে পড়ে, যাওয়ার পথে বেশ কয়েকবার জাম গাছে উঠে পেট ভরে পাকা জাম খেয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিনে সীমান্তের এপারে-ওপারে সারাদিন যে কত মাইল রাস্তা হেঁটেছি, তা বলে শেষ করা যাবে না। রাতে সম্ভবত কংসনগরে আমরা ছিলাম। পরদিন আগরতলা গিয়ে দেখা হয় রেজা ভাইয়ের সাথে। ১৯৬৫ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তখনকার শীর্ষ ছাত্রনেতা রেজা ভাই, রউফ ভাই ও আফজল ভাইয়ের মতো নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই। আগরতলায় দেখা হওয়ার পর রেজা ভাই এক-দুদিনের মাথায় প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে দেন। গত অর্ধশতাব্দী ধরেই রেজা ভাইয়ের স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা পেয়েছি। রেজা ভাই ছিলেন বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা মুজিব বাহিনীর প্রধান। কুমিল্লা জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করার দায়িত্বে ছিলেন রেজা ভাই। পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আলোচিত গ্রেনেড হামলা মামলার সরকার পক্ষের প্রধান কৌশলী ছিলেন আমাদের প্রিয় রেজা ভাই।

আগরতলা গিয়ে শওকত ও নজরুলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ওরা মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে গিয়ে ট্রেনিং নেয়। আমাদের পাঠানো হয় আসামের হাফলং-এ। আমাদের টিমে ৩০ জন ছিলাম। আমি ছিলাম কমান্ডার আর সহ-অধিনায়কের নাম ছিল নজরুল ইসলাম। একটি বড় ট্রাকে খুব ভোরে আগরতলা থেকে আমরা রওনা হই। আসামের হাফলং পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যায়। রাস্তা ছিল বেশ উঁচু-নিচু ও আঁকাবাঁকা। মনে আছে, যাত্রাপথে আমি ছাড়া টিমের প্রায় সবাই বমি করে। ওখানে ছয় সপ্তাহের মতো আমাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ওই সময় আমরা অস্ত্র চালনা এবং গ্রেনেড নিক্ষেপ শিখি। ট্রেনিংয়ের সময় জঙ্গলে বড় বড় মশা শরীরে বসতো। প্রশিক্ষকের ভয়ে নড়াচড়া করা যেত না। এসময় আমার প্রচণ্ড জ্বর হয়। আগস্টের মাঝামাঝি আমাদের ট্রেনিং শেষ হয়। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ব্যারাকের বাইরে একটি অনুষ্ঠানে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো থাকা অবস্থায় উপলব্ধি করলাম, আমি পড়ে যাচ্ছি। পাশের একজনকে বললে সে আমাকে ধরে ব্যারাকে নিয়ে আসে। লম্বালম্বি বিশাল ব্যারাকে আমি তখন একা। অন্যরা অনুষ্ঠানস্থলে। মুখমণ্ডলসহ আমার সমস্ত শরীর ভারি কম্বলে ঢাকা। জ্বরকাতর দুর্বল শরীরে মনে পড়লো- মা, বাবা, ভাই, বোনসহ স্বজনদের কথা। আমার দু'চোখ দিয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সেই স্মৃতি কোনোদিন ভোলার নয়।

ট্রেনিং শেষে আগরতলা ফিরে এলে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্রিফিং দিয়ে স্ব-স্ব এলাকায় পাঠানো হলো। আমার দেশে ফিরতে বিলম্ব হয়। ওই সময় প্রতিদিন আমি ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে দাউদকান্দির মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দেখা করে ওদের এবং এলাকার খোঁজখবর নিতাম। এদের মধ্যে বাছাই করে বেশ কয়েকজনকে রেজা ভাইয়ের মাধ্যমে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিংয়ে পাঠাই। দাউদকান্দির মুজিব বাহিনীর কমান্ডার নজরুল ইসলাম ছিলেন খুবই কর্মঠ, সাহসী এবং অসাধারণ রাজনৈতিক গুণাবলীসম্পন্ন দেশমাতৃকার একজন বীর সন্তান। ১৯৭১-এর ২৭ অক্টোবর রমজান মাসে নজরুলসহ ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক রাজাকারের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েন। নজরুল গ্রেফতার হলে তাঁর জায়গায় আমাকে অধিনায়ক করে দাউদকান্দিতে পাঠানো হয়। ওই বছরও আমি সব রোজা রেখেছিলাম। রোজার সময় বর্ডার ক্রস করে দেশে ফেরার পথে কাঁধে রাইফেল, গুলিসহ কাপড়চোপড় এবং ভারতে কেনা বেশ কিছু বইয়ের একটি প্যাকেট আমার সাথে ছিল। বই কেনা আমার আজীবনের অভ্যাস। আসার সময় এক পশলা বৃষ্টি হয়। আমার শরীর ছিল খুবই দুর্বল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পড়ে যাচ্ছি। ভোর রাতে বর্ডার ক্রস করি। আমার ট্রুপসের সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ভিটিকান্দি ইউনিয়নে মিলিত হই।

এখানে উল্লেখ্য, মুজিব বাহিনী ছিল রাজনৈতিক বাহিনী। মুজিবনগর সরকারের সাথে মুজিববাহিনীর কোনো সম্পর্ক বা সমন্বয় ছিল না। বেশ কিছু জায়গায় সরকার নিয়ন্ত্রিত

মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মুজিব বাহিনীর সংঘর্ষও হয়েছে। মুজিব বাহিনীর চার অধিনায়ক ছিলেন- শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। ভারতের জেনারেল উবানের তত্ত্বাবধানে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং হয়। সকলের ধারণা ছিল, মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেবে। ৯ মাসে দেশ স্বাধীন হবে, এমন ধারণা সম্ভবত কারো ছিল না। যদ্দুর জানা যায়, যুদ্ধ বিলম্বিত হলে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে অন্য কোনো দল বা পক্ষের কাছে যেন নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব চলে না যায়, এ জন্যই সেসময় বাছাই করা মুজিব ভক্তদের নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

একাত্তরে দাউদকান্দি থানার গোয়ালমারী-জামালকান্দিতে পাকি বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাকিবাহিনী পরাজিত এবং তাদের অনেকে হতাহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা মতলবের কৃতী সন্তান এমএ ওয়াদুদ যুদ্ধে বুলেটবিদ্ধ হয়ে আহত হন। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেন। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দক্ষিণ গাজীপুরের রুহুল আমিন সরকার, ঝাউতলীর মোশতাক আহমদ, সুন্দলপুরের মজিবুর রহমান, রফারদিয়ার নুরুল ইসলাম, কামারকান্দির গিয়াসউদ্দিন, সোনাকান্দার আবদুস সাত্তার এবং গোয়ালমারী বাজারের ইনসার পাগলী শহিদ এবং ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। গ্রামবাসীর মধ্যে শহিদ হন জামালকান্দির আছিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার ও তাঁর মেয়ে রেজিয়া খাতুন, ছাইদুর রহমান, আব্দুর রহমান, লামছরি গ্রামের হুমায়ুন কবির, সোনাকান্দার শহিদ উল্লাহ ও মোল্লাকান্দির জুলফিকার আহমদ। (গোয়ালমারী যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের শহিদ ও হতাহতের তথ্যটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক বাশার খানের একটি লেখা থেকে নেয়া হয়েছে। সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা, ১১/৪/২০১৯)।

পাকি আর্মির হাতে আটক বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম জেল থেকে পালানোর সুযোগ পেয়েও পালাননি। তিনি বলেছিলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা পালাতে শেখেনি। মুক্তিযোদ্ধারা একদিন ফুলের মালা দিয়ে এখান থেকে আমাদের বরণ করে নিয়ে যাবে।' নজরুল আরো বলেছেন, 'যখন কোনো পাকিস্তান আর্মি দেখবি একটা করে মাথায় গুলি করবি।' ঈদের দিন দিবাগত গভীর রাতে পৈরতলা খালপাড়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে নজরুলসহ ৩৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। শহিদদের লাশ ফেলে দেয়া হয় পৈরতলা খালে। সেখানে ইটের গাথুনি দিয়ে যেনতেনভাবে একটি স্মৃতিচিহ্ন থাকলেও স্থানটি এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। (শহিদ নজরুল বিষয়ক তথ্য বাশার খানের একটি লেখা থেকে নেয়া হয়েছে। বাংলাবার্তা, ২১/১১/২০১৮)। মুক্তিযুদ্ধের সরকার এখন ক্ষমতায়। শহিদদের স্মৃতি বিজড়িত ওই স্থানসহ সারা বাংলায় মুক্তিযোদ্ধারা যেখানে শহিদ হয়েছেন, সেখানেই শহিদ মিনার নির্মাণ করে শহিদদের নাম লিখে রাখা উচিত। নজরুলের বাবার কাছে শুনেছি, কথা আদায় করার জন্য তাঁকে এত নির্যাতন করা হয়েছিল যে, নজরুলের শরীরে কোনো মাংস ছিল না। আমি ও শওকত নজরুলের পিতা আজিজ সরকার যতদিন জীবিত ছিলেন দেখা হলে তাঁকে বাবা ডাকতাম আর নজরুলের মাকে ডাকতাম মা। মাত্র কিছুদিন আগে একাত্তরের যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শফিউল বশর ভান্ডারী ইন্তেকাল করেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে নজরুলের নামে একটি কলেজের নামকরণ করা হলেও দাউদকান্দিতে এই বীর শহিদসহ অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে কিছু একটা করা উচিত। মুক্তিযোদ্ধাদের নামে দাউদকান্দির বিভিন্ন রাস্তার নামকরণ করা যেতে পারে।

একাত্তরের ৯ ডিসেম্বর দাউদকান্দি এবং ৮ ডিসেম্বর কুমিল্লা শহর মুক্ত হয়। ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে পাকিরা পালাতে শুরু করে। ৮ তারিখ রাতে আমাদের ট্রুপস ঢাকা-কুমিল্লা পাকা সড়কের কাছে ছিল। ওই রাতে জিংলাতলী গ্রামে এক বাড়িতে আমরা খাবার খাই। দুপুর হওয়ার আগেই পাকিস্তান বাহিনী কুমিল্লা থেকে দাউদকান্দির দিকে পালিয়ে আসতে থাকে। পাকিদের পেছনে ট্যাংকসহ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ছিল। বিকেল প্রায় ৩টার দিকে ঢাকা-কুমিল্লা সড়কে রায়পুর ও গৌরিপুরের মাঝপথে আমাদের ট্রুপস মিত্রবাহিনীর সাথে যোগ দেয়। অন্য মুক্তিযোদ্ধাসহ হাজারো মানুষ রাজপথে নেমে আসে। পাকিদের পালিয়ে যাওয়ার ওই দৃশ্য জীবনে কোনোদিন ভুলবো না। শহীদনগরের কাছে পাকিদের সমর্থক তমিজ ডাক্তারের বাড়িতে জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়। সূর্য ডোবার প্রায় ১ ঘন্টা বাকি। আমি আগুন দিতে নিরুৎসাহিত করি। জনতাকে বললাম, বাড়িঘর আগুনে না পুড়িয়ে এই বাড়ির মালামাল আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। এ কথায় কাজ হলো। আগুন নিভে গেল। লুটপাট থামাতে চেষ্টা করি। এরপর হাসানপুরে এবং মোহাম্মদপুরে আরো দুটি বাড়িতে জনতা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পড়ন্ত বেলায় সূর্য ডোবার আগে পাকিরা লঞ্চযোগে দাউদকান্দি থেকে চলে গেল। বাজারে ঢোকার আগে পাকিস্তানের আরেকজন সমর্থকের বাড়ি পুড়তে দেখলাম। একই সাথে কাজীবাড়ির সামনের পাকা সড়কে বিচ্ছিন্নভাবে বহু মানুষকে এক ব্যক্তিকে মারতে দেখি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাজারে শচীন্দ্র ঘোষের মিষ্টির দোকানের সামনে একটু পশ্চিম দিকে ভুজারভাঙ্গার এক সাবেক সেনাসদস্যের লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। তার পেটে গুলির চিহ্ন ছিল। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেশে কার্যত কোনো সরকার ছিল না। ৯ ডিসেম্বরের পর থেকে বাংলাদেশ সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি আরো মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সমগ্র দাউদকান্দির শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। মনে আছে, এই উপলক্ষ্যে শহীদনগর প্রাইমারি স্কুলের সামনে একটি বড় জনসভা করেছিলাম। থানায় আরো কয়েকটি জনসভা করি।

আমি দেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়ার কিছুদিন পর এক গভীর রাতে আমাদের বাড়িতে রাজাকারের একটি দল আসে। আমাদের ঘরসহ বাড়ির সবগুলো ঘর ওরা তল্লাশি করে। এরপর থেকে আমার বাবা আকবর আলী বেপারী, মা উম্মে কুলসুম, বিবাহযোগ্য বোন খুশুসহ অন্য ভাইবোনদের নিয়ে মা-বাবা রাতে বাড়ির পাশে উত্তরপাড়া থাকতেন। আগেই বলেছি, আমাদের একান্নবর্তী

পরিবার। আমার আপন খালা আমেনা খাতুনের বিয়ে হয় আমার আপন চাচা আক্কর আলীর সাথে। বাড়িতে রাতে আমাদের ঘরে চাচা-খালা ও চাচাতো ভাইবোনের সাথে দশ-এগারো বছর বয়সি আমার ছোট ভাই শাহ আলম মণি থাকতো। কিছুদিন পর আরেকদিন গভীর রাতে রাজাকারের দল আমাদের বাড়িতে হানা দেয়। ওই রাতে ওরা বাড়ির সবার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে। এক জেঠাতো ভাইকে ওরা ধরে নিয়ে যায়। আমার এক জেঠাতো ভাইয়ের নববিবাহিতা স্ত্রীকে ওরা মারধর পর্যন্ত করে। পরে শুনেছি, আমাদের বাড়ির লোকজনের আর্তচিৎকারে পাশের উত্তরপাড়ার আতংকিত মা-বোনেরা ঘুম থেকে ওঠে বাড়ির পাশে এসে জমায়েত হয়। আমার ছোট ভাই শাহ আলম ভয়ে খুবই ঘাবড়ে যায় এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন থেকেই ওর খাওয়া-দাওয়া কমে যায় এবং বেছে বেছে খাবার খেতো। তাঁর বেছে বেছে খাওয়া এবং আতংকিত ভাব আজো অব্যাহত রয়েছে। এলাকা ও গ্রামের মানুষ নিশ্চিত ছিলেন, যেকোনো দিন আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হবে। অনেকেই বাবাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমাদের ২টি টিনের ঘর ভেঙে চালগুলো পানিতে রেখে দেয়ার জন্য। বাবা ঘর ভাঙেন নাই। তিনি বলতেন, আল্লাহ যা করেন, তা-ই হবে। শেষ পর্যন্ত ঘর আর পোড়া যায়নি। তবে বাবা-মা, ভাইবোনেরা দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তরপাড়ায় আজ এঘরে কাল অনাঘরে এভাবে শরণার্থীর মতো জীবন-যাপন করেছেন। আমাদের বাড়িটা হচ্ছে একেবারে বিচ্ছিন্ন। ওই সময় বাড়ির চারপাশে পানি ছিল। আমার কারণে শুধু আমার পরিবারের লোকজন নয়, বাড়ির অন্য লোকদেরও কষ্ট পেতে হয়েছে।

দাউদকান্দি মুক্ত হওয়ার পর পর একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাকিদের পলায়নের পর দাউদকান্দি মুক্ত হয়। পাকি সমর্থকরা আত্মগোপনে চলে যায়। আমাদের থানার পাকিদের ৩ জন শক্তিশালী সমর্থক (রাজাকার সর্দার) ছিলেন তমিজ ডাক্তার, মমতাজ শিকদার ও ওহাব চেয়ারম্যান। তিনজনের বাড়িই আমাদের নূরপুর গ্রাম থেকে ১ মাইল দক্ষিণে ঢাকা-কুমিল্লা সড়ক লাগোয়া মোহাম্মদপুর গ্রামে। তমিজ ডাক্তার তার শ্বশুরবাড়ি জিয়ারকান্দিতে আশ্রয় নেন। ওই বাড়ির কয়েকজন আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত ছিলেন। এই সুবাদেই তিনি হয়তো ওই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ধরে গৌরিপুর হাইস্কুলে নিয়ে আসে। ২/৩ দিনের মাথায় হাইস্কুল মাঠে গণআদালতে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে তার বিচার হয়। ওই সভায় আমাকেও বক্তৃতা করতে হয়েছিল। জনগণের রায়ে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। বিকেলে রৌদ্রের উত্তাপ থাকতেই তাকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেহের কিছু অংশ অনেক ওপরে উঠে যায়। এ সময় জনতা জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে। তখনো দেশ মুক্ত হয়নি।

মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরুতে এলাকার যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, আগরতলায় অবস্থান, হাফলংয়ে প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ আমার জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বল্প পরিসরে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধপ্রস্তুতি তুলে ধরা সম্ভব নয়- এখানে কিঞ্চিৎ স্মৃতিচারণ করলাম মাত্র।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাংলাদেশকে স্বাধীন করাই ছিল শেখ মুজিবের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। বহুবার লিখেছি- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মধ্যে এতসব রাজনৈতিক গুণাবলী ছিল, যা বিশ্ব রাজনীতিতেও অন্য কোনো নেতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। একাত্তরে সাড়ে সাত কোটি মানুষ এক মুজিবের নির্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। একটি সামরিক সরকার বহাল থাকা অবস্থায় ১৯৭১-এর ১ থেকে ২৫ মার্চ শেখ মুজিবের নির্দেশে সবকিছু পরিচালিত হয়েছে। তখন মুজিবের কথাই ছিল আইন। বঙ্গবন্ধুর একজন কট্টর সমালোচক ড. আহমদ শরীফের ভাষায়, 'উনসত্তরের পরে এ উপমহাদেশে এমনকি তৎকালীন বিশ্বে এত জনপ্রিয়তা কেউ পাননি।' আহমদ ছফা বলেছেন, 'তিন হাজার বছরের ইতিহাসে তাঁর তুলনা নেই।' (সাপ্তাহিক পূর্বাভাস, ১৯ আগস্ট ১৯৯১)। একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে সাংবাদিক সিরিল ডন মার্কিন সাময়িকী টাইম ম্যাগাজিনে লিখেছেন, 'মাতৃভূমিকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতার জন্য বর্তমানের চমকপ্রদ নাটকীয় যুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে আসার ঘটনা শেখ মুজিবের একদিনের ইতিহাস নয়, বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি তাঁর লক্ষ্য ছিল। (সোহরাব হাসানের গ্রন্থ শেখ মুজিব, মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব প্রতিক্রিয়া, পৃ. ১৭৪)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পর্বতসম ব্যক্তিত্ব এবং কালজয়ী নেতৃত্বের জন্যই স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতীয় সেনাসদস্যরা স্বদেশে ফিরে যান। একজন ঐতিহাসিক যথার্থই বলেছেন, 'অতিশয় দ্রুততার সাথে যুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতীয় সৈন্য স্বাধীন দেশ থেকে বিদায় করে দিয়ে শেখ মুজিব দুবার বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন।'

বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব তিনি বাংলার জনগণকে তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। দেড় হাজার মাইল দূরে পাকি কারাগারে বন্দি থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এমন অনুপস্থিত সেনাপতির সেনাপতিত্ব ইতিহাসে বিরল। মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা এবং জনগণ সম্মিলিতভাবেই দেশ স্বাধীন করেছেন। কারো চেয়ে কারো কৃতিত্ব কম নয়। ভারতের জনগণ এবং সেনাবাহিনী (মিত্রবাহিনী), সেদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধীর অবদান পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। সবশেষে শহিদ ও জীবিত সকল মুক্তিযোদ্ধা, দেশের জনগণ, মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মুক্তির মহানায়ক, জাতির পিতা, মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। জয় বাংলা।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষক; একাত্তরে দাউদকান্দি থানা মুজিব বাহিনীর অধিনায়ক; সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র

মোঃ শাহাদত হোসেন

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে যে দুটি নিয়ামক সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে তার একটি হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আর অপরটি হল মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের আপামর জনগণ দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সম্মুখ-সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ অকুতোভয় সৈনিকদের দিন কেটেছে পথে-প্রান্তরে, আজ এখানে তো কাল ওখানে। রোদ, বৃষ্টি, কাদা- কোন কিছুই তাদের বাধা হতে পারেনি।

আর এই সম্মুখ-যোদ্ধাদের সাহস জুগিয়েছে, মনোবল তাজা রেখেছে, তথ্য দিয়েছে, বিনোদন দিয়েছে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর মনোবল অটুট রাখতে, তাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত রাখতে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিল বলে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রকে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মে ভারতের কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নম্বর বাড়িতে। তবে এর সূচনা হয়েছিল ২৬ মার্চে চট্টগ্রামে।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে ঢাকা শহরের হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করে এবং একই সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা ও একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রদান করে যান। এরই প্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ দুপুরবেলা চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বাদামতলী বেতার কেন্দ্র হতে প্রথমবারের মত স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ঐ বার্তা পাঠ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ঐ বার্তা চট্টগ্রামের বেতারকর্মীদের দারুণভাবে উজ্জীবিত করে। ফলশ্রুতিতে তারাও স্বাধীনতার পক্ষে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে লাগানোর চিন্তা করেন এবং এর নতুন নাম দেন স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭:৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম শহরের অদূরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে 'স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি' ঘোষণার মাধ্যমে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি পড়ে শোনান এম এ হান্নান। পরবর্তীতে 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দিয়ে নাম রাখা হয় 'স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র'। ৩০ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিমান হামলা করে বেতার কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দিলে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

মূলত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা হয় চট্টগ্রামে স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বার্তা পাঠের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার এ ঘোষণাই বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিল। অতঃপর ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১১ এপ্রিল অল ইন্ডিয়া রেডিওর শিলিগুড়ি কেন্দ্রকে 'স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র' হিসেবে উল্লেখ করে সেখান থেকে ভাষণ প্রদান করেন এবং এরপরেও বেশ কিছুদিন ঐ কেন্দ্র হতে নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। ১৬ এপ্রিল

জনগণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ঘোষণা ও আদেশপত্র পাঠ করা হয় এ বেতার কেন্দ্র হতেই। এরপর সেখানে কয়েকদিন অনিয়মিতভাবে সম্প্রচার চলেছিল।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে বাংলাদেশ সরকার ও দেশের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে আসা বেতারকর্মীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারত সরকার অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি ট্রান্সমিটার প্রদান করে। তা দিয়ে কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নম্বর বাড়িতে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে ১১ জ্যৈষ্ঠ তথা ২৫ মে তারিখে এ বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশনের দিন ধার্য হয়। এর সূচনাসংগীত হিসেবে বেছে নেয়া হয় 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটিকে। এরপর থেকে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে প্রচারিত হতে থাকে, যা মুক্তিযুদ্ধের গতিকে বেগবান করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টি জাতিকে সাহস জুগিয়েছে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র। যুদ্ধের সময়ে মানুষ প্রতিদিন এ বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। পাকিস্তানি অপপ্রচারের জবাব, মুজিবনগর সরকারের আদেশ-নির্দেশ প্রচার এবং যুদ্ধক্ষেত্রের সঠিক তথ্য পৌঁছে দিত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা যোগাত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র হতে যেসব অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচারিত হত সেগুলোর মধ্যে পবিত্র কুরআনের বাণী, সংবাদ, চরমপত্র, বজ্রকণ্ঠ, মুক্তিযুদ্ধের গান, যুদ্ধক্ষেত্রের খবরাখবর, রণাঙ্গনের সাফল্যকাহিনি, ধর্মীয় কথিকা, নাটক, সাহিত্য আসর, রক্তের অক্ষরে লিখি প্রভৃতি প্রধান। সীমিত লোকবল ও আর্থিক সংকটের মাঝেও বেশ কিছু কালজয়ী অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র। শুধু মুক্তিযোদ্ধাই নন, সমগ্র দেশবাসী গভীর আগ্রহে শুনতেন এসব অনুষ্ঠান।

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল এম. আর. আখতার মুকুল উপস্থাপিত 'চরমপত্র'। এটি একটি রম্যকথিকা। ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অসংলগ্ন অবস্থাকে সংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরা হত এ অনুষ্ঠানে। দেশবাসী 'চরমপত্র' শুনতেন আর উল্লাসে ফেটে পড়তেন। অত্যাচারীর কঠোর অত্যাচারের চরম জবাব ছিল 'চরমপত্র'। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেছিলেন আব্দুল মান্নান।

'বজ্রকণ্ঠ' অনুষ্ঠানে বজ্রকণ্ঠই প্রচারিত হত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণসহ বিভিন্ন ভাষণ বা ভাষণের অংশবিশেষ প্রচারিত হত এ অনুষ্ঠানে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার আগে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদেরকে যেসব আদেশ-নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তা জানা যেত এ অনুষ্ঠান হতে। তাঁর ভাষণ মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জোগাত, সাহস জোগাত।

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের আরেকটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল 'জল্লাদের দরবার'। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন কল্যাণ মিত্র। এ জীবন্তিকা বা নাটিকায় তিনি ইয়াহিয়া খানকে কেল্লাফতে খান হিসেবে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরতেন। নাটিকায় কণ্ঠ দিতেন রাজু আহমেদ ও নারায়ণ ঘোষ। দেশবাসী ইয়াহিয়া খানের এরূপ বিদ্রূপাত্মক নামে খুব আমোদ অনুভব করত আর তার বিনাশ কামনা করত।

এছাড়া আবু তোয়াব খান পরিচালিত কথিকা 'পিণ্ডির প্রলাপ' খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মিথ্যা অপবাদ ও অহমিকা তুলে ধরা হত এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অন্যদিকে ড. মাজহারুল ইসলামের কথিকা 'দৃষ্টিপাত', শহীদুল ইসলামের 'প্রতিধ্বনি', মুস্তাফিজুর রহমানের 'কাঠগড়ার আসামি' মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করত।

কিন্তু স্বাধীনতাকামী বাংলার মানুষ ও রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগর সরকার কি ভাবছে, কি করছে সেসবও জানতে চায়। তাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে প্রচারিত হত প্রতিনিধির কণ্ঠ। এতে মুজিবনগর সরকার তথা অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধির ভাষণ ও মতামত প্রচারিত হত। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি কী রূপ, বিদেশিরা এসব নিয়ে কী ভাবছে- সেসব জানা সম্ভব হত। এছাড়া সংবাদ বিভাগ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমেই মুক্তিযোদ্ধাদের সফলতা, শত্রুর পরাজয়, জনগণকে সাহস দেয়া আর মুক্তিসেনাদের মনোবল দৃঢ় রাখার নানা খবর প্রচারিত হত।

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অনেক গান খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। মূলত সেসব গান বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও চেতনাকে বিকশিত করেছিল, যুদ্ধে শক্তি জুগিয়েছিল। অনেক বরেণ্য গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছু অমর সংগীত। তন্মধ্যে শাহনাজ রহমতুল্লাহর কণ্ঠে গাজী মাজহারুল আনোয়ার রচিত 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি ছিল অনন্য। এর সুরারোপ করেন আনোয়ার পারভেজ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি নিয়মিতই বাজানো হত। গান শুনতে শুনতে বাংলার কাদামাটির গড়া মানুষ যেন দেশের মাটির সাথে মিশে যেত, মায়ের আঁচলে লুকিয়ে থাকত। পরে এটিই আমাদের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। কাদামাটির সোদাগন্ধ থেকে বাংলার দামাল ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাতে প্ররোচিত করত কাজী নজরুল ইসলামের 'কারার ঐ লৌহকপাট' গানটি। দুটি গানই শোনা যেত সমবেত কণ্ঠে।

ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির স্বাধীনতা সংগামের সূতিকাগার। সেই ভাষা আন্দোলন নিয়ে আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত হত নিয়মিত। এর হৃদয় নিংড়ানো সুর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পাগল করে তুলত। আর শহিদ হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ফজল-এ খোদার লেখায় কণ্ঠ দিতেন আব্দুল জব্বার, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গেয়ে উঠতেন 'সালাম সালাম হাজার সালাম' গানটি। গীতিকার গোবিন্দ হালদার শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানাতেন স্বপ্না রায়ের কণ্ঠে। সারা বাংলা সুরের মূর্ছনায় গেয়ে উঠত 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা' গান।

এছাড়াও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র হতে নিয়মিত প্রচারিত হত 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে', 'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা', 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল', 'জনতার সংগ্রাম চলবেই', 'শোন একটি মুজিবুরের থেকে', 'বিচারপতি তোমার বিচার', 'নোঙ্গর তোল তোল', 'ছোটদের বড়দের সকলের' প্রভৃতি সাড়া জাগানো গান। এসব গান দেশবাসীকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করত, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিত।

আজ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। আর যুদ্ধের ময়দানে দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে এ অস্ত্র ঠিকভাবেই কাজ করেছিল। অবরুদ্ধ বাংলার

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে ঢাকা শহরের হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করে এবং একই সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা ও একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রদান করে যান। এরই প্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ দুপুরবেলা চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বাদামতলী বেতার কেন্দ্র হতে প্রথমবারের মত স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ঐ বার্তা পাঠ করেন।

মানুষকে জাগ্রত করে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অবিচল রাখাই ছিল এ ফ্রন্টের কাজ।

দুনিয়ার সকল মুক্তিসংগ্রামেই বেতারের ভূমিকা অনন্য। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নয়। কারণ এর মাধ্যমেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কারণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। শত্রুনিধনে আমাদের সফলতা ও শত্রুর ব্যর্থতা প্রচার, মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও তাদের অনুপ্রাণিত করা, মানুষের মনোবল অটুট রাখার পাশাপাশি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপপ্রচারের জবাব দেয়া ছিল এ বেতার কেন্দ্রের কাজ।

মুক্তিযুদ্ধের অবরুদ্ধ দিনগুলোতে ইথারে ভেসে আসা কণ্ঠ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন মুক্তিসেনারা। একই সাথে অপেক্ষা করতেন তার বাবা-মা, ভাই-বোনেরা। লুকিয়ে, যতটা সম্ভব কম সাউন্ডে, রেডিওর কাছে কান নিয়ে শুনতেন স্বাধীনতার কথা, সংগ্রামের কথা, শহিদ হওয়ার কথা, হানাদারদের খতম করার কথা, যুদ্ধে বিজয়ের কথা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের, মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দিনে, প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি মুহূর্তে দেশবাসীর পাশে ছিল স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র, সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। শুধু মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের সময় থেকে বেতার ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষের হাতিয়ার। তাই অনেকের মতে, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের বীজ বোনা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের সময়ই।

পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার না করার জন্য কড়া নির্দেশ দেয়া হয়। এতে বাঙালি বেতারকর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে বেতারের সব অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেয়ার ও বেতার কেন্দ্রে না যাওয়ার ঘোষণা দেন। ফলে ৭ মার্চ বিকেল থেকেই বেতারের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।

অচলাবস্থা কাটাতে সামরিক বাহিনী আলোচনা করলেও বেতারকর্মীদের অনমনীয় মনোভাবের কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে পরদিন অর্থাৎ ৮ মার্চ সকাল ৮:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও খুলনা কেন্দ্র থেকে একযোগে প্রচারিত হয়। ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পূর্ণ বা নির্বাচিত অংশ প্রচার করা হত। উল্লেখ্য এসব অকুতোভয় বেতারকর্মীরাই পরবর্তীতে গড়ে তোলেন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ,
গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ

মুজিবনামা

প্রত্যয় জসীম

পৃথিবীর শোষিত-বঞ্চিত মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
তুমি বেঁচে আছো অবিনাশী প্রত্যয়ে
দেশে দেশে স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের চোখের তারায়

তুমি বেঁচে আছো
কৃষকের সোনালি ধানের ক্ষেতে
বৃক্ষের সবুজ পাতাদের পবিত্র স্পর্শে

তুমি বেঁচে আছো
দোয়েল-শ্যামা-শালিক-ঘুঘু-ডাহুক সারসের শুভ্র পালকে
দূরদেশ থেকে উড়ে আসা অতিথি পাখিদের কলরবে

তুমি বেঁচে আছো
ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বলিষ্ঠ দ্রোহে-দুর্দান্ত সাহসে
নেলসন ম্যান্ডেলা ইয়াসির আরাফাতের স্বজাতি-প্রেমের ভেতর

তুমি বেঁচে আছো
বরফের দেহে ভাসা পেঙ্গুইনের চঞ্চল ডানায়
দূরসাগরে ভাসা নাবিকের নির্জনতায়

তুমি বেঁচে আছো
পৃথিবীর সমস্ত কারখানার চিমনির ধোঁয়ায়
শ্রমজীবী মানুষের পেশিতে আর
কারখানার সাইরেনের সুরের কাঁপনে কাঁপনে

তুমি বেঁচে আছো
জেলেদের জালের প্রতিটি সুতোয় সুতোয়
মাঝিদের নৌকার ধাবমান গতির সাথে

তুমি বেঁচে আছো
দুঃখী মানুষের প্রাণের গহিনে
শিশুদের নিষ্পাপ হাসির ছোঁয়ায়

তুমি বেঁচে আছো
জেগে ওঠা নতুন চরের সবুজ ঘাসে
পদ্মা মেঘনা যমুনা করতোয়া ব্রহ্মপুত্রের স্রোতধারায়

তুমি বেঁচে আছো
হাতুড়ির আঘাতে ভেঙে যাওয়া পাথরের কণায় কণায়
কৃষকের লাঙলের রূপালি ফলার উজ্জ্বলতায়

তুমি বেঁচে আছো
গ্রাম্য মেয়ের কলসি কাঁখে হেঁটে যাওয়া দৃশ্যের ভেতর
দুরন্ত কিশোরের সাঁতারের ক্ষিপ্রতায়

তুমি বেঁচে আছো
অভিমানী কিশোরীর লাজুক মুখের আভায়
নিষ্পাপ শিশুর পবিত্র চোখের চাওয়ায়

তুমি বেঁচে আছো
ফুটে থাকা গোলাপের রক্তিম স্পর্শে
গোধূলির বিষন্নতায় রাখালের বাঁশির সুরে সুরে

তুমি বেঁচে আছো
বাউলের একতারার করুণ বিলাপে
ঢোলকের ঢোলের ধ্বনির তালে তালে

তুমি বেঁচে আছো
মিছিলে মিছিলে মানুষের উত্তোলিত হাতের স্পর্ধায়
প্রতিবাদী স্লোগানের আগুনমাখা উত্তাপে

তুমি বেঁচে আছো
দিয়াশলাই কাঠির বারুদে বারুদে
বন্দুকের চেম্বারে বুলেটের ম্যাগজিনে

তুমি বেঁচে আছো
সাহসী মানুষের অন্তরে অন্তরে
অসহায় মানুষের আশার আলো হয়ে

তুমি বেঁচে আছো
অবিরাম বৃষ্টির তুমুল বর্ষণে
সাগরের ফেনিল উল্লাসে সুদীর্ঘ সৈকতে
তুমি বেঁচে আছো
কালবোশেখি ঝড়ের দারুণ উন্মাদনায়
শীতের শিশিরের পবিত্র নিসর্গে

তুমি বেঁচে আছো
কবিতায় গানে মানুষের প্রাণে প্রাণে
বাঙালির মুক্তিসুর 'জয়বাংলা' শ্লোগানে

তুমি বেঁচে আছো
ফুল প্রজাপতি ফড়িংয়ের ডানায়
বন পাগাড়ে আকাশ নীলে নীলে

তুমি বেঁচে আছো
প্রভাতি সূর্যের সোনালি আলোয়
পূর্ণিমা চাঁদের ভরাট জ্যোৎস্নায়

তুমি বেঁচে আছো
রেসকোর্স ময়দানে-উদ্যানের ঘাসে ঘাসে
স্বাধীনতা ঘোষণার সেই অবিনাশী বিকেলে
শিখা চিরন্তনের অনির্বাণ চেতনায়

তুমি বেঁচে আছো
সাত মার্চের উত্তাল জনসাগরের স্রোতে
ষোল ডিসেম্বরের দুনিয়া কাঁপানো বিজয়ের গৌরবে

তুমি বেঁচে আছো
পনের আগস্টের ঝরা গোলাপের কান্নায়
ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের দেহজুড়ে

তুমি বেঁচে আছো
লেকের জলে ঢেউয়ের কাঁপনে কাঁপনে
ঝরা বকুলের নীরব সুগন্ধে পলাশের রঙে রঙে

তুমি বেঁচে আছো
শহিদ মিনারের বেদিতে বেদিতে
অপরাজেয় বাংলার পাথুরে দেহে

তুমি বেঁচে আছো
বাল্মীকি লালন রবীন্দ্র নজরুলের অমর সৃষ্টিতে
বাংলাভাষার সকল ধ্বনি আর বর্ণমালায়

তুমি বেঁচে আছো
আজ ও আগামী দিনের প্রতিটি বাঙালির স্বপ্নে আশায়
তরুণ কবির স্বপ্নমাখা রাতজাগা কলমের ঠোঁটে

তুমি বেঁচে আছো
নাফ নদী আর সেন্টমার্টিনের প্রবালে প্রবালে
সবুজ শ্যামল নারকেল বীথির ঝিকিমিকি আলোয়

তুমি বেঁচে আছো
সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দুর্জয় ক্ষিপ্রতায়
পদ্মা মেঘনার ঝাঁক ঝাঁক ইলিশের রূপালি ঝিলিকে

তুমি বেঁচে আছো
আকাশভরা তারাদের উজ্জ্বল আলোয়
শ্রাবণ মেঘের অবিরাম বৃষ্টির কান্নায়

তুমি বেঁচে আছো
জুই-চামেলি-চাঁপা-গন্ধরাজ-হাসনাহেনা
রজনীগন্ধা-গোলাপ-বকুল-মহুয়ার মাতাল সুগন্ধে

তুমি বেঁচে আছো
জয়নুল সুলতান-শাহাবুদ্দিনের স্বপ্নের তুলিতে
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভের দ্যুতিময় চেতনায়

তুমি বেঁচে আছো
ঐ পতাকার সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে
প্রতিটি বাঙালির মানসপিতা জাতিপিতা হয়ে।

ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে মেট্রোরেলের ভূমিকা

এম, এ, এন, ছিদ্দিক

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে আধুনিক গণপরিবহন হিসেবে Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের পরিকল্পনা, সার্ভে, ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত গত ০৩ জুন ২০১৩ তারিখ শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎচালিত, পরিবেশবান্ধব ও দূরনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ডিএমটিসিএল এর আওতায় সরকার ০৬টি মেট্রোরেল সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত নিম্নোক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে:

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>এমআরটি লাইনের নাম</th><th>পর্যায়</th><th>সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল</th><th>ধরন</th></tr>
<tr><td>১</td><td>এমআরটি লাইন-৬</td><td>প্রথম</td><td>২০২৫</td><td>উড়াল</td></tr>
<tr><td>২</td><td>এমআরটি লাইন-১</td><td rowspan="2">দ্বিতীয়</td><td>২০২৬</td><td rowspan="5">উড়াল ও পাতাল</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট</td><td>২০২৮</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট</td><td rowspan="3">তৃতীয়</td><td rowspan="3">২০৩০</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>এমআরটি লাইন-২</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>এমআরটি লাইন-৪</td></tr>
</table>

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল MRT Line-6

সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসরণে উত্তরা উত্তর হতে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৭টি স্টেশন বিশিষ্ট ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ early commissioning এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৯৩.৬২%। উত্তরা উত্তর হতে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনসম্মুখে শুভ উদ্বোধন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে এই অংশে মেট্রোট্রেন নিয়মিত চলাচল করছে। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯২.৬৭%। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশ উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত নির্মাণ কাজ গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। আগামী জুন ২০২৫ মাসে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশ উদ্বোধনের পরিকল্পনা আছে।

MRT Line-6 এর স্টেশনসমূহ

উত্তরা উত্তর - উত্তরা সেন্টার - উত্তরা দক্ষিণ - পল্লবী - মিরপুর ১১ - মিরপুর ১০ - কাজীপাড়া - শেওড়াপাড়া - আগারগাঁও - বিজয় সরণি - ফার্মগেট - কারওয়ান বাজার - শাহবাগ - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - বাংলাদেশ সচিবালয় - মতিঝিল - কমলাপুর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবুজ পতাকা নাড়িয়ে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের বাণিজ্যিক চলাচলের শুভ সূচনা করেন

বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল MRT Line-1

২০২৬ সালের মধ্যে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হল: বিমানবন্দর রুট (বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর) এবং পূর্বাচল রুট (নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো)। বিমানবন্দর রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭২ কিলোমিটার এবং মোট পাতাল স্টেশন সংখ্যা ১২টি। বিমানবন্দর রুটেই বাংলাদেশে প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। পূর্বাচল রুটের মোট দৈর্ঘ্য ১১.৩৬৯ কিলোমিটার। সম্পূর্ণ অংশ উড়াল এবং মোট স্টেশন সংখ্যা ৯টি। তন্মধ্যে ৭টি স্টেশন হবে উড়াল। নন্দা ও নতুন বাজার স্টেশনদ্বয় বিমানবন্দর রুটের অংশ হিসেবে পাতালে নির্মিত হবে। নন্দা ও নতুন বাজার স্টেশনের আন্তঃরুট সংযোগ ব্যবহার করে বিমানবন্দর রুট থেকে পূর্বাচল রুটে এবং পূর্বাচল রুট থেকে বিমানবন্দর রুটে যাওয়া যাবে। উভয় রুটের সকল বিস্তারিত Study, Survey, Basic Design, Detailed Design এবং পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য গত ২৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। MRT Line-1 ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ CP-01 এর আওতায় পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গত ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখ নিয়োগ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ জনসম্মুখে MRT Line-1 এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়নের কাজ গত ০১ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে শুরু করা হয়েছে। অন্যান্য প্যাকেজসমূহের দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে।

MRT Line-1 এর স্টেশনসমূহ

বিমানবন্দর রুট: বিমানবন্দর - বিমানবন্দর টার্মিনাল ৩ - খিলক্ষেত - নন্দা - নতুন বাজার - উত্তর বাড্ডা - বাড্ডা - আফতাব নগর - রামপুরা - মালিবাগ - রাজারবাগ - কমলাপুর।
পূর্বাচল রুট: নতুন বাজার - নন্দা - জোয়ার সাহারা - বোয়ালিয়া - মন্তুল - শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম - পূর্বাচল সেন্টার - পূর্বাচল পূর্ব - পূর্বাচল টার্মিনাল

MRT Line-5: Northern Route

২০২৮ সালের মধ্যে হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল মেট্রোরেলের সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪টি (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-5: Northern Route নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study, Basic Design ও ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। Detailed Design ও দরপত্র আহ্বানের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে। হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাকেজ CP-01 এর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগামী জুলাই ২০২৩ মাসে MRT Line-5: Northern Route এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করার পরিকল্পনা আছে। এটিই হবে ঢাকা মহানগরীর প্রথম পূর্ব-পশ্চিম MRT corridor।

MRT Line-5: Northern Route এর স্টেশনসমূহ

হেমায়েতপুর - বালিয়ারপুর - বিলামালিয়া - আমিনবাজার - গাবতলী - দারুস সালাম - মিরপুর ১ - মিরপুর ১০ - মিরপুর ১৪ - কচুক্ষেত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা

MRT Line-5: Southern Route

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে আফতাব নগর পশ্চিম পর্যন্ত ১২.৮০ কিলোমিটার পাতাল এবং আফতাব নগর সেন্টার থেকে বালুরপাড় পর্যন্ত ৪.৬০ কিলোমিটার উড়াল মোট ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Southern Route নির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। Engineering Design এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। Feasibility Study এর ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।

MRT Line-5: Southern Route এর স্টেশনসমূহ

গাবতলী - টেকনিক্যাল - কল্যাণপুর - শ্যামলী - কলেজ গেইট - আসাদ গেইট - রাসেল স্কয়ার - কারওয়ান বাজার - হাতিরঝিল - তেজগাঁও - আফতাব নগর - আফতাব নগর সেন্টার - আফতাব নগর পূর্ব- নাছিরাবাদ - দাশেরকান্দি

MRT Line-2

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে নিউমার্কেট-গুলিস্তান-কমলাপুর-সাইনবোর্ড হয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা সদর পর্যন্ত সম্ভাব্য মেইন লাইন এবং গোলাপ শাহ মাজার থেকে সদরঘাট পর্যন্ত সম্ভাব্য ব্রাঞ্চ লাইন হিসেবে উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-2 নির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

MRT Line-2 এর সম্ভাব্য রুট এ্যালাইনমেন্ট

মেইন লাইন: গাবতলী - ঢাকা উদ্যান - মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড - ঝিগাতলা - সাইন্স ল্যাবরেটরি - নিউমার্কেট - আজিমপুর -পলাশী - ঢাকা মেডিকেল কলেজ - গুলিস্তান - মতিঝিল - কমলাপুর - মাস্তা - দক্ষিণগাঁও - দামড়িপাড়া - সাইনবোর্ড - ভুইঘর - জালকুড়ি - নারায়ণগঞ্জ জেলা সদর
ব্রাঞ্চ লাইন: গোলাপ শাহ মাজার - নয়া বাজার - সদরঘাট

MRT Line-4

২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে সাইনবোর্ড হয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনপুর পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-4 নির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

MRT Line-4 এর সম্ভাব্য রুট এ্যালাইনমেন্ট

কমলাপুর - সায়েদাবাদ - যাত্রাবাড়ী - শনির আখড়া - সাইনবোর্ড - চট্টগ্রাম রোড - কাঁচপুর - মদনপুর

ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের আন্তঃলাইন সংযোগ

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকায় মেট্রোরেলে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে যাতায়াতের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ অনুযায়ী ৬টি এমআরটি বা মেট্রোরেল লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী আন্তঃলাইন বা Interchange সংযোগ থাকবে। এই আন্তঃলাইন সংযোগ ব্যবহার করে ঢাকা মহানগরীর প্রধান প্রধান এলাকায় ও পার্শ্ববর্তী স্থানে নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দ্রুত যাতায়াত করা যাবে।

Interchange স্টেশনের নাম	Interchange লাইন
মিরপুর-১০	এমআরটি লাইন-৬ এবং এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট
কারওয়ান	এমআরটি লাইন-৬ এবং এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট
নতুন বাজার	এমআরটি লাইন-১ এবং এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট

আফতাব নগর	এমআরটি লাইন-১ এবং এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট
গাবতলী	এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট, এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট ও এমআরটি লাইন-২
কমলাপুর	এমআরটি লাইন-৬, এমআরটি লাইন-১, এমআরটি লাইন-২ ও এমআরটি লাইন-৪
সাইনবোর্ড	এমআরটি লাইন-২ ও এমআরটি লাইন-৪

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য মেট্রোরেলে সংযোজিত সুবিধাদি

ঢাকা মেট্রোরেলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উন্নত বিশ্বের ন্যায় প্রয়োজনীয় সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য নিম্নতর উচ্চতায় টিকেটিং বুথ, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ গেইট, হুইল চেয়ার ব্যবহারে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওয়াশরুম, মেট্রোরেলের উভয় প্রান্তের কোচের অভ্যন্তরে হুইল চেয়ারের জন্য নির্ধারিত স্থান, হুইল চেয়ার ব্যবহারবান্ধব লিফট ইত্যাদি রয়েছে। স্টেশনের নিচতলায় লিফটে যাওয়ার জন্য ঢালু পথ (Ramp) আছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্টেশন এলাকা, লিফট এবং ট্রেনের অভ্যন্তরে অডিও ইনফরমেশন সিস্টেম; ব্রাইন্ড স্টিক দ্বারা সহজে অনুধাবনযোগ্য Tactile টাইলস্ দ্বারা নির্মিত আলাদা রংয়ের চলার পথ; লিফটের অভ্যন্তরে ব্রেইল (Braille) বাটন ইত্যাদি আছে। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভিজুয়াল ডিসপ্লে/মনিটরে সেবা ও চলাচলের দিকনির্দেশনা ইত্যাদি রয়েছে। উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশন পর্যন্ত অংশে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই সকল সুবিধা ব্যবহার করে নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে মেট্রোরেলে যাতায়াত করছেন।

মেট্রোরেলে মহিলা, শিশু ও বয়স্ক যাত্রীদের জন্য সুবিধাদি

মেট্রোরেলে মহিলা যাত্রীগণের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি মেট্রো ট্রেনে একটি স্বতন্ত্র মহিলা কোচ আছে। MRT Line-6 এর স্বতন্ত্র মহিলা কোচে প্রতি ট্রেনে প্রতিবার সর্বোচ্চ ৩৭৪ জন মহিলা যাত্রী শিশুসহ যাতায়াত করতে পারেন। মহিলা যাত্রীগণ ইচ্ছা করলে অন্য কোচেও যাতায়াত করতে পারেন। গর্ভবতী মহিলা যাত্রীগণের জন্য মেট্রোরেল স্টেশনে লিফটের ব্যবস্থা আছে এবং মেট্রো ট্রেনে আসন সংরক্ষিত আছে। এতে মহিলা যাত্রীগণ সহজে ও নিরাপদে কর্মক্ষেত্রে ও প্রত্যাশিত স্থানে দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাতায়াত করতে পারছেন। মেট্রোরেল স্টেশনসমূহে মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথক বাথরুমের সংস্থান রয়েছে এবং এতে শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের সুবিধা সংযোজিত আছে। ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উচ্চতার শিশু অভিভাবকের সঙ্গে বিনা ভাড়ায় মেট্রোরেলে ভ্রমণ করতে পারে। বয়স্ক যাত্রীগণের জন্য মেট্রো ট্রেনের কোচের অভ্যন্তরে আসন সংরক্ষিত আছে।

Transit Oriented Development (TOD) Hub নির্মাণ

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র ভাড়া আদায়ের আয় থেকে লাভজনকভাবে মেট্রোরেল পরিচালনা করা যায় না। এই প্রেক্ষাপটে Non-fare Business হিসেবে MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে এবং এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় Transit Oriented Development (TOD) Hub নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাজউক এর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ভূমিকে Green Field এবং এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ভূমিকে Brown Field হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার TOD এর Draft Concept Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রণীত Draft Concept Plan এর উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তর কাজ করছে। একই প্রকল্পের আওতায় এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD নির্মাণের জন্য Draft Concept Plan প্রস্তুত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, TOD Hub-এ আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং বিনোদনমূলক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল: Multipurpose বহুতল ভবন, বহুতল পার্কিং, সুপ্রশস্ত বাস বে, সাইকেল স্ট্যান্ড, Car Free Zone, Walk Way, বিনোদন পার্ক, ফুড কোর্ট, Kids Zone ইত্যাদি। এক থেকে দেড় কিলোমিটার এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণ পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চড়ে এবং মেট্রো স্টেশন ব্যবহার করে দূরবর্তী জনসাধারণ TOD Hub-এর সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

Station Plaza নির্মাণ

Dhaka MRT Network-এর প্রতিটি লাইনের প্রধান প্রধান মেট্রোরেল স্টেশন এলাকায় সুবিধাজনক স্থানে ন্যূনতম ৪টি করে Station Plaza গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর, আগারগাঁও, ফার্মগেট ও কমলাপুর মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সংস্থার ভূমি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্তির কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে Station Plaza সমূহের Layout Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর ও কমলাপুর মেট্রোরেল টার্মিনাল স্টেশনদ্বয়ে

দীর্ঘমেয়াদে গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। MRT Line-1 এর রুট এ্যালাইনমেন্টে Station Plaza নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে ভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

যানজট নিরসনে ঢাকা মেট্রোরেল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের সম্পূর্ণ জিডিপিতে ঢাকার অবদান প্রায় ৩৬ শতাংশ। ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৫০ হাজার। ২০১২ সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৯ হাজার ২৫৫টি। ১০ (দশ) বছর পর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ১৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪৯৫টিতে উন্নীত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর সড়ক ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬.১২ কিলোমিটার মাত্র। উভয়ের প্রভাবে ঢাকা মহানগরীতে যানজট তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং ক্রমাবনতি হচ্ছে। এই যানজট এবং এর ফলশ্রুত প্রভাবে বার্ষিক প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করছেন। এই প্রেক্ষাপটে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ অনুযায়ী ৬টি এমআরটি বা মেট্রোরেল লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ২০৩০ সালে দৈনিক ৫০,৪০,৪৮৯ জন যাত্রী মেট্রোরেল ব্যবহার করে দ্রুত যাতায়াত করতে পারবেন। দ্রুতগামী মেট্রোরেল অল্পসময়ে অধিক সংখ্যায় যাত্রী পরিবহন করছে বিধায় ছোট ছোট যানবাহনের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মহানগরবাসীর কর্মঘন্টা সাশ্রয় হতে শুরু করেছে। MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও অংশে যানজট হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ঢাকা মহানগরীর যাতায়াত ব্যবস্থায় ভিন্ন মাত্রা ও গতি যোগ হয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, MRT Line-6 এর সম্পূর্ণ অংশ চালু হওয়ার পর মেট্রোরেল পরিচালনাকালে দৈনিক Travel Time Cost বাবদ প্রায় ৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং Vehicle Operation Cost বাবদ প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাশ্রয়কৃত এই অর্থ ও কর্মঘন্টা ব্যবহার করা যাবে। ২০৩০ সালে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে দৈনিক যাতায়াতকারী যাত্রীগণের লাইনভিত্তিক সম্ভাব্য পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রম	লাইনের নাম	দৈনিক যাত্রী সংখ্যা
১	এমআরটি লাইন-৬	৬,৭৭,৩০০
২	এমআরটি লাইন-১	৮,৯২,৪০০
৩	এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট	১০,২৪,৮০৩
৪	এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	৯,২৪,৪০৯
৫	এমআরটি লাইন-২	১০,৮৪,৬০০
৬	এমআরটি লাইন-৪	৪,৩৬,৯৭৭
	মোট	৫০,৪০,৪৮৯

পরিবেশ উন্নয়নে মেট্রোরেলের ভূমিকা

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে মেট্রো ট্রেন নিয়মিত চলাচল করছে। মেট্রোরেল সম্পূর্ণ বিদ্যুৎচালিত বিধায় কোনো ধরণের জীবাশ্ম ও তরল জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে মেট্রোরেল দ্বারা বায়ু দূষণ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মেট্রোরেল অল্পসময়ে অধিক সংখ্যায় যাত্রী পরিবহন করছে বিধায় ছোট ছোট যানবাহনের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এতে জীবাশ্ম ও তরল জ্বালানির ব্যবহারও হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে MRT Line-6 এর রুট এ্যালাইনমেন্টের এই অংশে বায়ু দূষণ কমে আসতে শুরু করেছে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, MRT Line-6 এর সম্পূর্ণ অংশ চালু হলে এই রুটে যানবাহনের সংখ্যা কমার মাধ্যমে বছরে ২,০২,৭৬২ টন কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে। মেট্রোরেল বায়ু দূষণ হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

শব্দ ও কম্পন দূষণ রোধে উড়াল ও পাতাল মেট্রোরেলের Railway Track এর নিচে Mass Spring System (MSS) এবং Continuous Welded Rail (CWR) ব্যবহার করা হয়েছে/হচ্ছে। উড়াল মেট্রোরেলের ভায়াডাক্টের উভয় পার্শ্বে শব্দ প্রতিবন্ধক দেয়াল স্থাপন করা হয়েছে। পাতাল মেট্রোরেলের টানেল সংলগ্ন মাটি শব্দ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে। ফলশ্রুতিতে মেট্রোরেলে শব্দ ও কম্পন দূষণ মাত্রা মানদণ্ড সীমার অনেক নিচে থাকছে। সার্বিকভাবে মেট্রোরেল শব্দ ও কম্পন দূষণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

লেখক: সাবেক সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড
(ডিএমটিসিএল)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র অর্জন
গণপরিবহনে মেট্রোরেল সংযোজন

আমাদের কিংবদন্তী বঙ্গবন্ধু

মিলন সব্যসাচী

পদ্মা মেঘনা মধুমতি তুরাগ তিতাস কুমার কীর্তিনাশা
হাজার নদীবেষ্টিত জনপদের মুখরিত এই বাংলাদেশে
কিংবদন্তী বঙ্গবন্ধু বীর বাঙালি জন্মেছিলেন
টুঙ্গিপাড়া গ্রামের টুকটুকে লালকৃষ্ণচূড়া আর অবারিত
সবুজের সমারোহে সুশোভিত স্নিগ্ধ ছায়ায়।

সবুজ ঢেউ দোলানো দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের কিষাণ
পল্লির মেঠোপথ সুনীল আকাশ বাউল বাতাস
সাধক লালনের হৃদয় নিঃসৃত সুরের একতারা
বিজয়ের বিচ্ছেদ বেদনায় সিক্ত মর্মস্পর্শী গান।
বিলে ঝিলে হাওড়ে বাওড়ের কাকচুক্ষ জলে
সুপ্রভাতে শুভ্রতার পসরা সাজানো ফুটন্ত শতদল
ঘুম ভাঙানো দোয়েলের মিষ্টি গানের সুমধুর সুর
রূপসি বাংলার গ্রামীণচিত্র মায়ের মতো মাতৃভূমি।
নদীর বুকে পাল তোলা নায়ের রঙিন মাঝি
চিরচেনা দৃশ্যের মর্মমূল ছুঁয়ে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে
লাউয়ের ডগার মতো বেড়ে উঠেছিলেন কিশোর মুজিব।
বইটি বনের উদাস দুপুর ঘুঘুডাকা বাবলাবন
ডাহুকের ডাকে মুগ্ধ-মুখর বেতশবনের অলস প্রহর
আলপথে হেঁটে হেঁটে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া গুচ্ছগ্রাম
পথের তুচ্ছ তৃণদল, গুল্মলতা, গুবাক তরুর সারি
গোধূলির সিঁদুর-রাঙা আবির মাখা স্বপ্নীল সন্ধ্যা
জোনাক-জ্বলা রাতের আকুলতা ঝিঁঝিঁ ডাকা রাত
মসজিদ মন্দির প্যাগোডা অন্যান্য ধর্মশালার টানে
গ্রামবাংলার সরল সহজ মানুষের ভালোবাসায়
প্রকৃতির সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন
সম্প্রীতির নিবিড় বন্ধনে আমিত্বহীন মহামানবের পাঠ
হৃদয়ের সবটুক ভালোবাসা দিয়ে বিশাল বুকের জমিনে
রোপন করেছিলেন মানবিক বোধের তীর্থ-বীজ
নিপীড়িত মানুষকে ভালোবেসে নিজেকে নির্মাণ করেছিলেন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২৬শে মার্চ

ফজলুল হক সিদ্দিকী

শিকলছেঁড়া গান-
লড়িছেঁড়া মরণটান- টানাটানি
গুনটানা নোঙরে বাঁধা জীবন অমোচনীয় কষ্টের অবসান
স্তব্ধ ঘানিঘরে আর নয়-
জয় জীবনের জয়।
বঞ্চনার গভীর অন্ধকার শক্ত মুঠিতে অগ্নিমশাল
রক্তমশাল- শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াবার
কালবৈশাখী মন্ত্র মুখে-বুকে একটাই বজ্রশ্লোগান-
জয় বাংলা- জয় মুজিবুর রহমান।
অবমুক্তির পালক সুদূর দিগন্তে একঝাঁক
মিছিলপুষ্ট বাঙালি- অনিমেশ
জাতীয় পতাকার শীতলতায় বটবৃক্ষের মায়া-
একটি স্বদেশ- জন্মগত বাংলাদেশ।

তরুপল্লব

শিশু-কিশোর পাতা

লাল সবুজের দেশ

আরিফুর রহমান সেলিম

সাকিব পতাকার দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে চোখ বন্ধ করে রাখে দুই মিনিট। সে বুঝতে পারে না বাতাসে এত চমৎকার-ভাবে উড়ে উড়ে থাকা পতাকার কেন মাত্র দুটো রং। কেন চারিদিকে এত সবুজ আর মাঝখানে গোলাকার লাল রং। কেন সাকিবের স্কুলে প্রতিদিনই টাঙানো হয় এই পতাকাটা। স্কুলের স্যার ম্যাডামকে সাহস করে প্রশ্নটা করতে গিয়েও করে না সাকিব। মনে মনে প্ল্যান করে বেড়াতে গিয়ে শুভ ভাইকে সে এই প্রশ্নটা করবে।

শুভর বয়স সাত বছর। এবার ক্লাস টুয়ে পড়ে। ভীষণ চঞ্চল। একমাত্র বোন শুভাকে নিয়েই কাটে তার সারাবেলা। খেলাধুলা, স্কুলে যাওয়া, বাসায় টিচারের কাছে পড়া এটাই তার কাজ। ও হ্যাঁ তার আরো একটা কাজ আছে সেটা হলো মা-কে প্রশ্ন করা। দিনের মধ্যে মাকে একশো প্রশ্ন তার করা চাই-ই চাই।

আম্মু আকাশে কয়টা রং? ঘুড়ির পিছনে লেজ থাকে কেন? টিকটিকি টিকটিক্ করে কেন? দাদু চশমা পড়ে কেন? এরকম কত শত প্রশ্ন। আম্মু এসব প্রশ্ন শোনে আর হাসে। হেসে হেসে উত্তর দেয়। বাচ্চাদের এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাহলে বাচ্চাদের মনে জানার আগ্রহ তৈরি হয়। তাই শুভ'র মা কখনো শুভ'র প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হয় না।

দুইদিন পরেই ২৬শে মার্চ। মহান স্বাধীনতা দিবস। শুভদের স্কুলে তাই অনেক আয়োজন। কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা, উপস্থিত বক্তৃতা, গান, নাচ আর খেলাধুলার প্রতিযোগীতা। শুভ গত বছর বক্তৃতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। সে যখন বক্তৃতায় বললো "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" তখন সবার শরীরের পশম দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ মনে হলো যেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠই শোনা গেল। ভাষণ শুনে সবাই করতালি দিয়েছিল। শুভ খুব খুশি হয়েছিল। তাই এবারো সে উপস্থিত বক্তৃতায় নাম দিয়েছে।

স্কুলে কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রধান শিক্ষক প্রথমেই বক্তৃতায় স্মরণ করলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ত্রিশ লক্ষ শহিদের যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা লাভ করেছি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা। পতাকার দিকে তাকিয়ে প্রধান শিক্ষক কাঁদতে কাঁদতে বললেন, এই পতাকা ত্রিশ লক্ষ প্রাণের দামে কেনা। তোমরা সেটা মনে রাখবে। এই পতাকার মান রাখবে। চিরসবুজ শ্যামল বাংলার প্রকৃতি হচ্ছে সবুজ রং আর পতাকার মাঝের যে লাল বৃত্ত সেটাই হলো শহিদদের রক্ত। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ আর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণার কারণেই আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি আর নয় মাসের যুদ্ধশেষে বিজয় লাভ করি। শুভ'র প্রধান শিক্ষক একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর কান্নাভেজা কণ্ঠের বক্তৃতা শুনে সবাই কাঁদতে লাগলো।

তারপর শুরু হলো খেলাধুলার পর্ব। প্রথমেই বিস্কুটখেলা। ছোট ছোট বাচ্চারা দৌড়ে এসে বিস্কুট কামড় দিয়ে ধরতে লাফাতে লাগলো। তাদের হাত বাঁধা। ক্লাস ওয়ানের একটা ছেলের লাফাতে গিয়ে প্যান্ট খুলে গেল। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক সবাই তখন হি হি হি করে হাসতে লাগলো।

বিস্কুটখেলা আর উপস্থিত বক্তৃতায় শুভ এবারো প্রথম হলো। পুরস্কার হিসেবে শুভ পেল একটি ছোটদের গল্পের বই 'পুঁটি হলো রাজা' আর একটা জগ। বইটি পেয়ে শুভ খুব খুশি হলো কারণ বইয়ের নামটি খুব সুন্দর ও মজার।

স্বাধীনতা দিবসের পর স্কুল বন্ধ দিয়ে দিলো। সাকিবদের স্কুলও বন্ধ। সাকিব তাই ছুটিতে তার একমাত্র খালামনির বাড়িতে বেড়াতে এলো। এখানে এলে তাঁর খুব ভালো লাগে। তাঁর খালাতো বোন শুভা তাকে অনেক আদর করে আর আপেল, আপেল বলে ডাকে। খালাতো ভাই শুভ'র সাথে ক্রিকেট খেলা যায়। বাড়ির পাশে মাঠে দৌড়াদৌড়ি আর লুকোচুরি খেলা যায়। খালামনির হাতের মজার রান্নাও সাকিবের খুব প্রিয়।

হঠাৎ সাকিবের মনে পড়লো পতাকার কথা। পতাকার দুটো রংয়ের কথা। সেই লাল-সবুজের রংয়ের কথা। সাকিব শুভকে বললো ভাইয়া বলতো পতাকার রং লাল আর সবুজ কেন? শুভ তখন বললো সবুজ হলো আমাদের সবুজ প্রকৃতি আর লাল হলো শহিদদের রক্তের রং যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন। তাই বাংলাদেশকে বলা হয় 'লাল সবুজের দেশ' বাংলাদেশ।

সবুজে মুড়ানো গাঁয়ে

পারভেজ হুসেন তালুকদার

বন্ধু চলো না ঘুরেফিরে আসি সবুজে মুড়ানো গাঁয়ে
বাঁকা মেঠোপথে আলপনা এঁকে কচি-কিশোরের পায়ে
হেঁটে হেঁটে যেতে কত ফুল পাবে পথের দুপাশে দোলে
ফুলের সুবাসে মনের দরজা ঠিক জানি যাবে খুলে।

কলকলানির গান দেখে হবে অবাক নদীর ঘাটে
নদী-তীর ঘুরে যাবে ফিরে ফের তেপান্তরের মাঠে
বিকেলে মাঠের শেষ ভাগে এসে দেখবে আকাশ দুরে
নীল রেখে ওই আকাশ বেঁধেছে নিজেকে লালের ডুরে।

সূর্য ডুববে ছটফট করে আসবে সাঁঝের কালো
সেসব কালোকে দুর করে দেবে চাঁদ-জোছনার আলো
রাতের আকাশে তারার মেলায় মিটিমিটি হবে খেলা
বন্ধু চলো না ঘুরেফিরে আসি সবুজে মুড়ানো মেলা।

প্রিয় স্বদেশ

শাহিন স্বপন

আঁধার কেটে সকাল আসে
আলোর ভাঁজে ভাঁজে,
পাখির ঠোঁটেও সূর্য ওঠে
দারুণ কারুকাজে।

দূর্বাঘাসের বুকের ওপর
শিশির কণা মেশে,
নদীর ধারা আনমনে রোজ
ছোটে ভাটির দেশে।

লাল-সবুজের বাংলাদেশে
ফসল ফলে মাঠে,
সন্ধ্যা হলেই খোকাখুকুর
মন ছুটে যায় পাঠে।

দেশের মাটি রক্ষা করলে
ফুলিয়ে বুকের ছাতি,
স্বদেশ তারে দেয় প্রতিদান
বীরপুরুষের খ্যাতি।

স্বাধীন দেশে

কাজল আক্তার নিশি

সেদিন খোকা বলল হেসে
জানো কি মা তুমি
স্বাধীন হবে আমাদের এই
প্রিয় বাংলাভূমি।

বীর সেনারা লড়ছে যে মা
সকাল দুপুর রাতে
স্বাধীনতার স্বপ্ন চোখে
অস্ত্র নিয়ে হাতে।

পাকসেনারা পারবে না মা
থাকতে বাংলায় টিকে
বীর সেনারা তাড়াবেই ঠিক
তাদের দেশের দিকে।

বীর বাঙালি এমন জাতি
পিছু হটে না যে
অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে
দেখিয়ে দেয় কাজে।

পাকসেনাদের জব্দ করবে
ক্লান্ত হবে শেষে
আমরা পাবো স্বাধীনতা
চলব স্বাধীন দেশে।

ছবি : শাইমা রহমান শ্রেয়া, ভিকারুননিসা নুন স্কুল, বেইলি রোড, ঢাকা

স্বাধীন, একটি মেয়ের গল্প

সিদ্ধান্ত খুকু

আমি আর স্বাধীন খেলছি। মাটিতে ঝিনুক দিয়ে গর্ত খুঁড়ে কাঁচের চুড়ি ছোট ছোট টুকরো করে মাটি চাপা দিয়ে ছড়া কেটে বলতে হয় কোন গর্তে চুড়ি ভাঙা আছে আর কোনটা খালি। বলতে পারলেই সবগুলো চুড়ি ভাঙা আমার। কী মজার খেলা। আমি ওকে জিজ্ঞেস করি,

- স্বাধীন, তোমার এত সুন্দর নামটা কে রেখেছে?

- আমার আম্মা।

- তোমার আম্মা যেমন সুন্দরী বাব্বাহ।

- তোমার ভাল্লাগে আমার আম্মাকে?

- হ্যা, লাগে তো। কেন তুমি ভালোবাস না?

- নাহ, আব্বার সাথে সারাদিন ঝগড়া করে।

- ওমা কেন?

- আমাকে নিয়ে!

- কেন গো, বান্ধবী?

- শুনবে?

- শুনব, বল।

- তুমি বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের গল্প শুনেছ?

- শুনেছি আমার আম্মার কাছে। আমার বড় মামা মুক্তিযুদ্ধের শহিদ।

- তাই বুঝি?

- আমার নানাকে চিৎকার করে কাঁদতে দেখেছি, ওসমান, ওসমান করে।

- তবে তো তুমি অনেক সম্মানিত পরিবারের সন্তান।

- হ্যা, আমার নানি মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পান। এটা শুধু টাকার অংক না, এটা অনেক সম্মানের।

- ঠিকই। আর আমি শুধু কলঙ্কিত মায়ের সন্তান।

- ছিহ্, কী বলছ?

- হ্যা, আমি আব্বা আম্মার ঝগড়া শুনে সব জেনেছি।

আমার ৫ বছর বয়সি মাথায় কিছুই ঢুকলো না স্বাধীন এর কথা। হায় আল্লাহ্, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে বলছে আমায় ওর জীবনের গল্পটা। যা আমি শুনিওনি আর কোথাও পড়িওনি। আমাদের বাসায় নিয়মিত খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন রাখেন আমার আম্মা। রেডিওতে গান, নাটক শুনি। একদিন আম্মার কাছে জানতে চেয়েছিলাম,

-ধর্ষণ মানে কী, আম্মা? এই যে এখানে লিখেছে। ৩ বছরের শিশু ধর্ষণ।

- সবকিছুই এখনি জানতে হবে না, মনি। বড় হলে জানবে, কেমন?

- আচ্ছা।

আর কোন কৌতূহল জাগেনি মনে। আর স্বাধীন কলঙ্কিনী মায়ের সন্তান কীভাবে বুঝব?

ওরা নানুবাড়ি এলে আমি সারাদিন ওর সাথে খেলি। শিউলি ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথি। পাশেই ওর নানুর বিশাল ফলের বাগান আছে। কতবেল, আতা, করমচা, কামরাঙা, পেয়ারা, কয়েকরকমের বরই আমরা পেড়ে খাই। কেউ না করে না কখনও। ওর মা অনেক সুন্দরী, তন্বী তরুণী কিন্তু ওর বাবাকে বুড়ো বুড়ো লাগে। আমি কখনো দুজনকে হেসে কথা বলতে দেখিনি। আমার আব্বা যেমন বাসায় এসেই বলে,

- কৈ গো।

- হ্যা গো আসছি গো। কী এনেছ?

- তোমার জন্য লালটিপ, বাদাম আর পেপার।

- হিহিহিহি

আমার আম্মা হাসিতে মাতিয়ে তুলেন ঘর আর আমরা ভাই-বোনেরা দেখি, ভালোবাসা কী?

আবার সবাই একসাথে বসে আম্মার কাছে রূপকথার গল্প, আলিফ-লায়লার গল্প শুনছি। আব্বা এসেই আম্মার পাশে শুয়ে পড়বেন আর বলবেন,

- উঁহু, পিঠটা চুলকে দাও তো!

- দিচ্ছি গো।

গল্প বলতে বলতেই আম্মা পিঠ টোকাটুকি করতে লাগেন। মা-বাবার এই প্রেম আমাদের মায়া শেখায়।

তো স্বাধীন এর গল্পে আসি। ও কাঁদতে কাঁদতে বলল,

- জানো, ১৯৭১ এর মার্চ মাসে যুদ্ধ শুরু হয় আর আমি মায়ের জীবনে আসি তবে সেটা নাকি আলোর আগমনী ছিলো না। ছিলো আঁধারের দুঃস্বপ্ন।

- কেন?

- আমার আব্বা সরকারি চাকরি করতেন। তাই ঢাকা ছেড়ে পালাতে পারেননি। আম্মাকে দাদাবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এত সুন্দরী মেয়েদের জন্য তখন নাকি বিপদ ছিল।

- ওমা কেন?

- আমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করেছে তারা সব লুট করতো।

সাথে মেয়েদের নিয়ে দাসী বানাত।

- হায় আল্লাহ্!

- আমার আম্মাও রেহাই পাননি। পরে আব্বাও গ্রামে চলে গেছেন। জুতার তলায় তিনশ টাকা নিয়ে গ্রামে গিয়ে সব শুনে ভীষণ মন খারাপ করেছেন।

এরপরের এক একটা দিন সারাদেশে যুদ্ধ চলার সাথে সাথে আমার আম্মারও যুদ্ধ চলেছে নিজের সাথে, আব্বার সাথে, প্রতিবেশীদের সাথে। আর আমার সাথে প্রতিটি মুহূর্তে।

বর্ষা গেল, শরত গেল। কোথায় বাংলার নবান্ন, হায়! শীত চলে এলো। আমারও পৃথিবীর আলো দেখার সময় হলো।

সেদিন আম্মাকে ভীষণ মেরেছিল আব্বা। মাথার চুল ছিঁড়ে, কিল-ঘুষিতে আম্মার মুখ ফুলে গিয়েছিলো। টেনেহিঁচড়ে উঠোনে ঠাণ্ডার মধ্যে ফেলে রেখেছিলো। মাঝরাতে আম্মা শুনতে পান দূর দুরান্তে শুধু জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা।

আমিও আম্মার কোল জুড়ে এলাম। আশেপাশের সবাই এসে আম্মাকে নিয়ে যত্ন করলো। আমার নাম রাখলেন আমার গরবিনী মা 'স্বাধীন'।

"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম..."

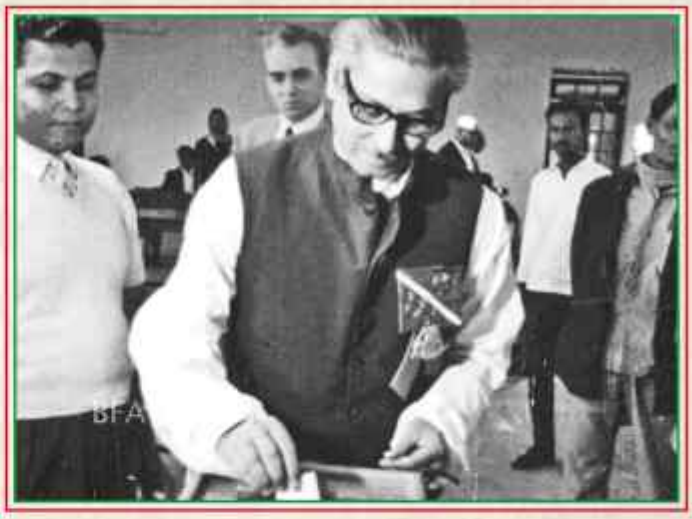

অনন্ত আস্থা পিতা

বেতারে জনতার রায় শুনছেন জাতির পিতা

একটি কবিতা পড়া হবে,
তার জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের

স্বাধীনতা তুমি বন্ধুর হাতে তারার
মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার

অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন-
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"

স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু

আলোচনার নামে চলতে থাকে পাকিস্তানিদের প্রহসন

স্বাধীনতা ঘোষণা

২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানিদের বর্বর হত্যাযজ্ঞ

AMRITA BAZAR PATRIKA

Mujib proclaims independence

Bridges blown up: Rly. lines uprooted
Army cracks down: Heavy casualties

NEW MARTIAL LAW ORDERS

MUJIB GOES UNDERGROUND

CIVIL WAR IN EAST PAKISTAN

We won't die like | Appeal to | Agitated MPs urge | Yahya charges Rehman

২৭শে মার্চ, ১৯৭১
বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের
স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ

জনতার সংগ্রাম চলবেই চলবে

শত্রু-মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিদিনের লড়াই
স্বাধীন বাংলা বেতার

মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলিতে অনুপ্রেরণা
হয়ে পাশে ছিল স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র

এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে

মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ

তবু শত্রু এলে অস্ত্র
হাতে ধরতে জানি

আমরা পরাজয় মানবো না

এ তুফান ভারী
দিতে হবে পাড়ি

জীবন কাটে যুদ্ধ করে
প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে

আমরা আকাশ থেকে
বজ্র হয়ে ঝরতে জানি

স্বাধীনতা তুমি অন্ধকারে খাঁখাঁ
সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক

কত ত্যাগ, কত কষ্ট আর বিসর্জন

আমরা হারবো না হারবো না
তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়বো না

অবশেষে দর্পচূর্ণ

হানাদারদের অসহায় আত্মসমর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

১৭ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ • ০৩ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফএম ১০০ মেগাহার্জ

রাত

১২-১৫ মুক্তির মিছিল:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
নিশুত্তি'র নাটক
রচনা: তারিক মনজুর
প্রযোজনা: মনোজ সেনগুপ্ত

১-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

১-৪০ সেরাগল্প: প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের
গল্প নিয়ে অনুষ্ঠান
বিষয়: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা গল্প:
দুই সঙ্গী
লেখক: শওকত ওসমান
গল্প পরিবেশনা: মনিরুজ্জামান পলাশ
ও আয়েশা সিদ্দিকা মণি
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১-৫৫ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান

২-০০ তুমিই আশার সূর্য:
বিশ্বের গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: নাসির আহমেদ
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: আজাদ মিন্টু
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক ও খ: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ ও ৮১৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৬-৫৫ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান:
মোঃ রফিকুল আলম

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৭-৩০ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
বঙ্গবন্ধুর জীবনকর্ম ও
বাংলাদেশ নিয়ে অনুষ্ঠান
বিষয়: শিশুদের জন্য বঙ্গবন্ধু
অংশগ্রহণ: সেলিনা হোসেন ও
লাকী ইনাম
সঞ্চালনা: আহসান হাবীব বাপ্পী
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

৮-১০ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান:
সোমনূর মনির কোনাল ও সঙ্গীরা

৮-১৫ অগ্নিঝরা মার্চ:
মহান স্বাধীনতার মাস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও
বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব নিয়ে
স্মৃতিচারণ:
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা
(আর্কাইভ থেকে)
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শোন একটি মুজিবরের থেকে:
অংশুমান রায়
ঘ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে

প্রচারিত চলমপত্রের অংশবিশেষ
(আর্কাইভ থেকে)
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
শেখ শাকিল আহমেদ
উপস্থাপনা: শেখ শাকিল আহমেদ ও
আফসানা হাসান
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও
সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. এইদিনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক
ঘটনার তথ্য সংকলন
খ. মুজিব আমার অহংকার:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন কর্ম ও
আদর্শ নিয়ে সাক্ষাৎকার:
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ওয়াসিম আকরাম
গ. রুপালি সংস্কৃতি: জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
শৈশবকাল থেকে শুরু করে তরুণ
বয়সকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার
আলোকে নির্মিত চলচ্চিত্র
'টুঙ্গিপাড়ার মিয়াভাই'
নিয়ে পর্যালোচনা:
ফাতেমাতুল জোহরা
ঘ. স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু:
জাতির পিতার জন্মদিন ও
জাতীয় শিশুদিবস নিয়ে কথিকা:
ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা
ঙ. আমাদের গান:
জাতির পিতাকে নিবেদিত গান:
হে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু
তোমার জন্মদিনে:
সৈয়দ আব্দুস হাদী
গ্রন্থনা: আলফাজ তরফদার
উপস্থাপনা: শেখ শফি আহমেদ ও
রওনক জাহান
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

৯-০৫ কলকাকলি: শিশু-কিশোরদের জন্য
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শুভ জন্মদিন জাতির পিতা
খ. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে
আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: মুহাম্মদ জাফর ইকবাল
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সমবেত কণ্ঠে
খ. 'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ:
মালিহা মেহনাজ রূপকথা ও
ধ্রুব চৌধুরী
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা:
শেখ মুজিব চিরঞ্জীব: বেবী মওদুদ
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তুমি এই বাংলার দামাল ছেলে
ছ. ফুলপাখিদের আসর:
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু
গ্রন্থনা ও গীত রচনা: আনজীর লিটন
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা:
মোঃ আলমগীর হায়াত রুমন
উপস্থাপনা: নওশীন নাওয়ার অহনা
ও মারজুকা বিনতে নাহিয়ান বিভা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বেলা

১১-১৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
জাতীয় দৈনিকসমূহের সম্পাদকীয় ও
বিশেষ ক্রোড়পত্র পাঠের অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: শাহীনুর রহমান,
খান নজম-ই-এলাহি ও
শাহনাজ পারভীন
সঞ্চালনা:
ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান
১১-৩৫ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান:
তানজিনা করিম স্বরলিপি

দুপুর

১২-০৫ অজের প্রাণের আবির্ভাবে:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নীর মাসরুর জামান
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু
১২-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
হৈমন্তী রক্ষিত দাস,
কে এম আবদুল্লাহ আল মুর্তজা মুহিন
ও প্রিয়াংকা বিশ্বাস

বেলা

১-৩০ নারীকণ্ঠ:
নারীদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. আপন ভুবনের নারী:
বাংলাদেশের নারীর সম্মান ও
মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান:
শেলী সেনগুপ্তা
খ. জীবনের জন্য জানা:
নতুন প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধের
সঠিক ইতিহাস জানতে
পরিবারের ভূমিকা:
অধ্যাপক ইয়াসমিন আহমেদ
গ. নারীর খবর/শিক্ষা ও ক্যারিয়ার:
নারীদের সাম্প্রতিক সফলতার খবর,
শিক্ষা ও ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা
নিয়ে নিবন্ধ: শামসেদ জাহান
ঘ. গ্রন্থ থেকে পাঠ:
শেখ মুজিব আমার পিতা
গ্রন্থ থেকে পাঠ: রুনা লায়লা
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তোমার জন্মদিনে মনে পড়ে আজ:
সামিনা চৌধুরী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তামান্না মিনহাজ
প্রযোজনা: আঞ্জুমান আরা বেগম
২-০৫ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান:
কামাল আহমেদ ও চম্পা বণিক
৩-০৫ ধ্রুবতারা:
বিশেষ সাপ্তাহিক নাটক
রচনা ও প্রযোজনা:
খায়রুল আলম সবুজ

বিকাল

৪-০৫ তোমার জন্যে ধন্য হলো দেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: সিমিন হোসেন রিমি,
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
ও মোঃ নজরুল ইসলাম খান
সঞ্চালনা: সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম
৪-৩০ পিতার জন্যে ধন্য আমরা:
বিশেষ গীতিনক্সা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
মোঃ রফিকুল ইসলাম ইরফান
সংগীত পরিচালনা ও
সুর সংযোজনা:
অশোক কুমার সরকার
উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন ও
তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান
৫-১০ পৃথিবী অবাক হয়:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু
৫-৪০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সুমন রাহাত

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. জীবন ও প্রকৃতি:
ভ্রমণ ও পর্যটন বিষয়ক প্রতিবেদন
টুঙ্গিপাড়া: মহান নেতার জন্মভূমি:
সজল জাহিদ
খ. কথিকা: বাংলাদেশের শিশুদের
নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও

একবিংশ শতাব্দীর অর্জন:
আবদুল্লা আল মামুন
গ. নতুন বই:
সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত
দেশ-বিদেশের বই পরিচিতি:
চিরঞ্জীব শেখ মুজিব
রচয়িতা: কবির চৌধুরী,
পাঠে: নাসরীন মুস্তাফা
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: তাপসী মুনির
উপস্থাপনা: আজহারুল ইসলাম রুনি
ও সেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা: তনুজা মণ্ডল
৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান
১০-০০ আমাদের বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও
ঘটনা নিয়ে
বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
প্রতিবেদন: শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা:
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
১০-২০ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে গান:
সৈয়দ আব্দুল হাদী ও সামিনা চৌধুরী
ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্ৎজ
সকাল
৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু:
অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান
খ. মুজিবের জন্মদিনে:
শাহাদাৎ হোসেন নিপু
গ. গান: ভূমি বাংলার ধ্রুবতারা
ঘ. এই ঢাকা: ঢাকার ইতিহাস
ঐতিহ্য নিয়ে প্রতিবেদন:
ধানমন্ডি ৩২ নম্বর: মারুফ রায়হান
পাঠ: স্বপন কুমার গুহ
গ্রন্থনা: লিয়াকত খান
উপস্থাপনা: আমিনা ফেরদৌস মনি
ও লিয়াকত খান
প্রযোজনা: মোঃ মনির হোসেন
সন্ধ্যা
৭-০৫ পিতার জন্যে ধন্য আমরা:
বিশেষ গীতিনক্শা গবেষণা,
গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
মোঃ রফিকুল ইসলাম ইরফান
সংগীত পরিচালনা ও সুর
সংযোজনা:
অশোক কুমার সরকার
উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন ও
তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান
রাত
৮-২০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৯-০০ ধ্রুবতারা: বিশেষ সাপ্তাহিক নাটক
রচনা ও প্রযোজনা:
শায়রুল আলম সবুজ
৯-৫৫ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল
৮-১৫ আলোকপাত:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী
ও জাতীয় শিশু দিবস নিয়ে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও
বেড়ে ওঠা:
সাক্ষাৎকার প্রদান:
ওরাশিকা আয়শা খান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
গ. জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে
বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার শ্রোতাদের
সাক্ষাৎকার: মোঃ ওমর ফারুক
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঙ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
মিলি চৌধুরী
চ. বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
গ্রন্থ থেকে গল্পাকারে পাঠ:
মোঃ জাহির উদ্দিন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
প্রযোজনা:
এ এস এম নাজমুল হাছান
৯-৩০ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এস আনিস আহমেদ বাচ্চু
ধারাবর্ণনা: ইমরান মাহমুদ ফয়সাল
ও মেহবুবা-ই-ফাতেমা
প্রযোজনা: শাহীন আকতার
১০-০৫ মুজিব নামের এক সূর্য:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গ্রন্থনাবদ্ধ
গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: রুমি বড়ুয়া চৌধুরী
উপস্থাপনা: হাবিব রেজা করিম,
সেজুতি দে
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী
১০-২৫ তোমার জন্যে বাংলা ধন্য:
গানের অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী
বেলা
১১-০৫ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ:
যুবগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: প্রিয়ম কৃষ্ণ দে
ও সৈয়দা তানজিলা ইসলাম মীম
ক. তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু
খ. তারুণ্যের মিলনমেলা:
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণে
তরুণদের অঙ্গীকার
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শুক্লা পাল কনিকা
ঘ. বঙ্গবন্ধুর অমর কথা: বঙ্গবন্ধুর
'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' হতে পাঠ
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি:
'বাপতা বড়ুয়া নদী
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
১১-৩৫ সম্পাদকীয় মতামত:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে বিভিন্ন
পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়
মতামত নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা:
এ এস এম নাজমুল হাছান
৩-০৫ টুম্পিপাড়ার সেই ছেলেটি:
শিশু-কিশোরদের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
বেগম নাজনীন হক
শিশু-উপস্থাপক: আয়মান জাহীন ও
ইসাবা সামীহ
ক. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক
৭ই মার্চের ভাষণ
এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা:
পরিচালক
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
পূর্ণতা লালা ও আনন্দী সেন
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি:
রিমিন চৌধুরী ভাথা ও
তওসিফুল হক চৌধুরী দীপ
ঘ. আমাদের মহানায়ক:
বঙ্গবন্ধু ও মহান মুক্তিযুদ্ধ- কিশোয়ার
মোঃ বেদারুল আলম
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী
প্রযোজনা: যাকীয়া তাসলীম
৩-৩৫ উন্নয়নের মহাসড়কে বঙ্গবন্ধুর
সোনার বাংলা:

বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজিমুদ্দিন শ্যামল
অংশগ্রহণ:
এ কে এম বেলায়েত হোসেন ও
নঈম উদ্দীন চৌধুরী
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

বিকাল

৫-১০ দীপ্ত কণ্ঠস্বর:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাহীন মাহমুদ
প্রযোজনা: যাকীরা তাসনীম

রাত

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী
ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে
চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
প্রযোজনা:
এ এস এম নাজমুল হাছান

১০-০০ আমাদের হৃদয়ে একটি নাম মুজিব:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: পংকজ দেব অপু
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
পাপিয়া আহমেদ
ধারাবর্ণনা: হাবিব রেজা করীম ও
ফারহানা সাদেক
প্রযোজনা: শাহীন আকতার

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৭-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৯-০৫ অন্তরে আছো তুমি:
শিশু-কিশোরদের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. রাশেদা খালেক
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুর জীবনী
গল্পাকারে আলোচনা:
প্রফেসর ড. আনন্দ কুমার সাহা
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি:
নুশরাত তাজরীন অনন্যা
ঘ. শিশুকণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের
ভাষণের অংশবিশেষ:
ঐশ্বরিয়া লাহিড়ী ঐশি
ঙ. তুমি আছো অন্তরে:
গীতিনক্শা
রচনা: সুখেন কুমার মুখার্জী,
প্রযোজনা: মাসুদ রানা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বেলা

২-৫০ আমাদের বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও
ঘটনা নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
জেলা: নওগাঁ
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার
৩-০৫ তোমার তুলনা তুমি:
বিশেষ নাটক
রচনা: এস এম মোজাম্মেল হক
প্রযোজনা: নূর মোহাম্মদ

বিকাল

৪-১০ যার নামের ওপর রৌদ্র ঝরে:
নির্বাচিত কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. শিখা সরকার
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার
৪-৪০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত পল্লীগীতি:
মনোয়ারুল ইসলাম বকুল ও সঙ্গীরা
৫-১০ বঙ্গবন্ধু ও আমাদের স্বাধীনতা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আবুবাকুল হাসান মিল্লাত
অংশগ্রহণ:
প্রফেসর ড. ফায়েকউজ্জামান ও
প্রফেসর ড. আব্দুল খালেক
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান
৫-৪০ আঁধার চেরা বজ্র তুমি:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আতিকুর রহমান
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

সন্ধ্যা

৬-৩৫ বর্তমান প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রামাণ্য
বহি:ধারণ ও উপস্থাপনা:
উম্মে সালমা রিংকী
প্রযোজনা: নাসরীণ বেগম

রাত

৮-১০ বঙ্গবন্ধুকে জানি:
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে কুইজভিত্তিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রওশন আরা বেগম কেয়া
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৯-০৫ এ সপ্তাহের গান
(বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান)
শিল্পী: তেহজীব মুর্শেদ ঋষভ
সুর-সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: আব্দুস সালাম
৯-২০ সংবাদ বিচিত্রা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মদিন ও জাতীর শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে রাজশাহী বেতার অঞ্চলে
আয়োজিত অনুষ্ঠানের
উপর বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফেরদৌস উর রহমান
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস
১০-০০ এক অনন্য চেতনা তুমি:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা:
ড. এ এস এম মশিউর রহমান
সুর সংযোজনা:
রেজওয়ানুল হুদা খন্দকার
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন
১০-৩০ কেমন ছিলেন বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকারদান: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোঃ আলী কামাল
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শিখা খাতুন
প্রযোজনা: তনুশ্রী সান্যাল
১০-৪৫ বঙ্গবন্ধু'র 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠ: মোঃ হাসান আক্তার

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৭-৩০ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
৭-৪৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান:
শোন একটি মুজিবরের
৯-০৫ মুজিব মানে শিশুর হাসি:
শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এরশাদ সুলতানা মালা
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুর শিশুর প্রতি ভালোবাসা:
মোঃ আবুল আলম
গ. বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান:
ফাইরুজ লাবিবা
ঘ. অনুকরণে বঙ্গবন্ধু:
ড. মাহমুদ আলম

ঙ. কবিতা আবৃত্তি
(বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে):
ফাহমিদ শাহরিয়ার সাম্য
চ. দলীয় পরিবেশনা:
এবং আবৃত্তি সাংস্কৃতিক সংগঠন
প্রযোজনা:
শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১০-০৫ সেই কণ্ঠস্বর: জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণের ওপর
ভিত্তি করে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ রেজাউল হক
প্রযোজনা:
মোঃ মামুন আকতার

১০-৩০ মুজিব তুমি অব্যয় অক্ষয়:
বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান

বেলা

১১-৩০ মুজিব মানেই মুক্তি:
গোষ্ঠীভিত্তিক সংগীতানুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, খুলনা
প্রযোজনা:
মোঃ মামুন আকতার

৩-০৫ তুমি অবিনশ্বর হে বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: মোকাম আলী খান
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
শেখ আব্দুস সালাম
প্রযোজনা:
মোঃ মামুন আকতার

বিকাল

৪-৩৫ মহানায়কের শুভ জন্মদিন:
বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্র থেকে
বঙ্গবন্ধু স্মরণে প্রচারিত বিভিন্ন
গীতিনক্শা থেকে নির্বাচিত
গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: অশোক কুমার দে
প্রযোজনা:
মোঃ মামুন আকতার

৫-১০ আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
আফরোজ জাহান চৌধুরী কলি
প্রযোজনা:
সৌমেন বাছাড়

৫-৪৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে জারী:
রওশন আলী ও দল

রাত

৮-১০ বেতার বিবরণী:
খুলনা ও তার আশেপাশের
এলাকার জাতির পিতার জন্মদিবস ও
জাতীয় শিশুদিবস নিয়ে অনুষ্ঠিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বিশেষ
বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: মোঃ রেজাউল হক
প্রযোজনা:
মোঃ মোমিনুর রহমান

১০-০০ স্বাধীনতার মহানায়ক:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: গৌরাঙ্গ নন্দী
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির,
এন.এম কবির হোসেন ও
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর কবির
প্রযোজনা:
মোঃ মামুন আকতার

১০-৩০ মুজিব মানে যুদ্ধজয়ের গান:
বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৬-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শুভ হোক শুভ হোক তোমার
জন্মদিন: সমবেত কণ্ঠে

৭-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৮-১৫ মইশাল বন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৮-৩০ সম্ভার: প্রাত্যহিক বেতার
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. ইতিহাসের এইদিনে:
কাশফিয়া নাহরিন পুষ্পিতা
খ. প্রসঙ্গকথা: জাতির পিতার
জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন:
ড. মাগফুর হোসেন
গ. মহান স্বাধীনতার মাস উপলক্ষ্যে
বিশেষ ধারাবাহিক: অগ্নিঝরা মার্চ
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি:
কবিতা 'বাবা': শেখ রেহানা
ঙ. সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন
গ্রন্থনা: জেড এ রাজা
উপস্থাপনা: শেখ ফরিদ অভি ও
নুসরাত শারমিন শাখী
প্রযোজনা: শাম্মী হক

৯-০৫ সবুজ মেলা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
পরিচালনা: পারভীন সুলতানা
ক. ছোট সোলামনিদের সাথে
বঙ্গবন্ধুর জীবন ও
কর্ম নিয়ে আলোচনা:
পরিচালক
খ. সবার প্রিয় মহান নেতা
শেখ মুজিব: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: এস এম শলিল বাবু
উপস্থাপনা: লিনথিয়া হোসেন
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
মোঃ আহসান হাবীব
প্রযোজনা: শাম্মী হক

বেলা

১-৪৫ স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুর ইসলামিক দর্শন নিয়ে
একটি বিশেষ প্রামাণ্য
উপস্থাপনা: রায়হানুল ইসলাম
গ্রন্থনা ও প্রযোজনা:
এ এইচ এম শরিফ

২-১০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

২-৩০ ইতিহাসের মহানায়ক:
আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
মোঃ আতাহার আলী খান
অংশগ্রহণ: মোঃ সফিয়ার রহমান,
এ্যাডভোকেট
হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া ও
নবী উল্লাহ পান্না
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল হক

বিকাল

৫-১০ ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: মাহবুব রহমান
উপস্থাপনা:
মোঃ ফিরোজ হোসেন রোজ ও
শাদিলা জাকরিন
সুর ও সংগীত: চম্পক কুমার
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিফ

৫-৪০ আমাদের বঙ্গবন্ধু: কুড়িগ্রাম জেলায়
বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত
বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও প্রতিবেদন:
পলাশ মাহমুদ
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

৫-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

রাত

৯-১০ বেতার বিবরণী:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে রংপুর ও এর আশেপাশে
অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৭-৪৫ বড় প্রিয় একটি নাম:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইফফাত আরা ইসহাক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু:
সমবেত কণ্ঠে

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
খ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি
পেশার মানুষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
বহিঃপ্রচার ধারণ, গ্রন্থনা ও
উপস্থাপনা:
সৈয়দ সাইমুম আজম ইভান
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শুভ হউক শুভ হউক
তোমার জন্মদিন
ঘ. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জীবন ও কর্ম:
প্রফেসর মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি: মোকাদ্দেস বাবুল
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: আব্বিদ ফায়লাল
উপস্থাপনা: রিফাত আরা ও
আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াদুদ
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৯-০৫ উপহার: এ মাসের গান
(বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত)

৯-১০ একটি জন্মদিন ও লক্ষ শিশুর স্বপ্ন:
শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. ছোটদের বঙ্গবন্ধু:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে শিশুতোষ আলোচনা:
সাঈদুর রহমান ভূইয়া
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি:
সাদমান সাকিব নাবিল
গ. জনম তোমার ধন্য হলো:
গীতিনক্শা
রচনা: সন্ধ্যা রাণী চন্দ
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: মোঃ ওয়াসিম
গ্রন্থনা: লতিফা জাহাঙ্গীর
উপস্থাপনা: মৌমিতা মজুমদার
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

বেলা

১-৩০ ধন্য সেই পুরুষ:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা: ড. আবুল কুদ্দুস ফাত্তাহ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

২-০৫ সালাম জানাই বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুস সবুর মাখন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-০৫ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ:
পাঠে: রাবেয়া বেগম ও
আব্দুল মজিদ শঙ্কর
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৪-৩৫ বঙ্গবন্ধু: ইতিহাসের অমর মহানায়ক
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: শফিকুর রহমান চৌধুরী,
অধ্যাপক
ডাঃ এ.এইচ.এম এনায়েত হোসেন
ও দিয়াকত শাহ ফরিদী
সঞ্চালনা: নাজমা পারভীন

প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-১০ বাংলাদেশের অপর নাম বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: প্রিন্স সদরুজ্জামান
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: মোঃ কুতুব উদ্দিন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-৪০ জীবন ও ধর্ম:
ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠান
ইসলামের প্রচার ও
প্রসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
আলোচনা:
মাওলানা আলমগীর হোসেন ও
অধ্যক্ষ মাহমুদুল হাসান
সঞ্চালনা:
শাহ মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ আব্দুল হক

রাত

৮-১০ আনন্দ ধারা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী
ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
সিলেটে আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের ধারণকৃত অংশবিশেষ
নিয়ে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃপ্রচার ধারণ ও গ্রন্থনা:
এম রহমান ফারুক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৯-০৫ সুরমা পারর কথা:
সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান:
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
রজত কান্তি ভট্টাচার্য্য ও
আ ফ ম সাঈদ
গ্রন্থনা: নওয়াব আলী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৭-৪৫ পদমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
এ্যাড. তালুকদার মোঃ ইউনুস
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
এ্যাড. মারিফ আহমেদ বাপ্পি
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৮-২০ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
ক. বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থ
'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠের অনুষ্ঠান
পাঠে: মারিফ আহমেদ বাপ্পি
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৮-৩০ ধানসিড়ি:
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. প্রসঙ্গ কথা:
দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
প্রফেসর শাহ সাজেদা
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে
বঙ্গবন্ধুর ভাবনা:
ড. মোঃ বাহসানউল্লাহ
গ্রন্থনা: অরূপ তালুকদার
উপস্থাপনা: ঝুনু কর্মকার

প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-৪৫ অগ্নিঝরা মার্চ:
বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোহাম্মদ তানভীর কায়সার
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. শিশুদের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাবনা:
ড. মোঃ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ মুজিব তো নয় শুধু একটি নাম:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

১০-২০ হে জাতির পিতা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
গীতিনক্শা
রচনা: শেখ কামরুন নাহার কাদির
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আহসান হাবীব দুলাল
বর্ণনা: অর্পিতা দাস
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বিকাল

৪-০৫ মুক্তির দিশারী শেখ মুজিব:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: এস. এম. নাসিরউদ্দিন
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
মোঃ জহুরুল হাসান তালুকদার
বর্ণনা: শিরিন জাহান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৪-৪০ হে মহান নেতা:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

৫-১৫ সে নাম মুজিব:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দেবাশীষ হালদার
অংগ্রহণ: রতন দাস বাপ্পি,
ফারহানা ইসলাম লিনা
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-৩০ বঙ্গবন্ধু ও সোনার বাংলা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: সাইফুর রহমান মিরণ
অংশগ্রহণ: এ্যাড. মুনসুর আহমেদ,
কাজল ঘোষ ও
মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৬-০০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৬-০৫ চাষবাস:
কৃষি বিষয়ক আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এস এম নাহিদ বিন রফিক
ক. প্রসঙ্গ কথা:
জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও
জাতীয় শিশুদিবস
খ. কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য
বঙ্গবন্ধুর ভাবনা:
মোঃ শাহাদাত হোসেন
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

রাত

৮-১০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

১০-০০ জয় মুজিবের জয়:
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা, বরিশাল
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৩০ বেতার বিবরণী:
বরিশাল ও এর আশেপাশে
অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা ও বহিঃধারণ: ইমন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৪৫ ছোট্ট খোকা:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৬-৫৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৭-৪৫ ক. বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
বঙ্গবন্ধু রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী
থেকে পাঠ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৮-৩০ উত্তরাচল:
প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. প্রসঙ্গ কথা: জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী উদযাপন
খ. বঙ্গবন্ধুর 'আমার দেখা নয়াচীন'
গ্রন্থ থেকে পাঠ
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
শোন একটি মুজিবরের থেকে:
অংশুমান রায়
ঘ. কথিকা:
খোকা কিভাবে মুজিব হলো:
অধ্যাপক মনতোষ কুমার দে
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা:
মেহেদুল ইসলাম মেহেদী
গ্রন্থনা: মেহেদুল ইসলাম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৯-০৫ কিশলয়: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: দিলীপ কুমার সাহা
উপস্থাপনা: শর্মিলী রায় সিমি
ক. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
দলীয় সংগীত
খ. দিবসভিত্তিক শিশুতোষ
আলোচনা: মোঃ আকতারুজ্জামান
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত একক গান:
মনামি রায়
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
মাশিয়াত রহমান প্রধান মেধা
ঙ. একক অভিনয়:
অনিমিখ আরিক
চ. দেশগান: মৃদুলা বর্মন
ছ. কবিতা আবৃত্তি:
আফিয়া ইবনাত ইমা
জ. দেশগান: সৈমিক সেন রাজা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-০৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা রচিত
'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ

১০-১০ মুজিব বাঙালির অহংকার:
বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: নুরুল ইসলাম দেওয়ান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল

৪-৩৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী
ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে
জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতাংশ পাঠ
সংকলন, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোস্তাক আহমদ
অংশগ্রহণ: এস এম জসিম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৪-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৫-১০ কিংবদন্তী বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
মোস্তাফিজুর রহমান স্বপন
অংশগ্রহণ: দীপক কুমার রায়,
মাহবুবুর রহমান খোকন,
আয়শা সিদ্দিকা তুলি,
সেলিনা জাহান লিটা ও
নজরুল ইসলাম স্বপন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-৪০ কবিতায় মুজিব:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
লাইলী বেগম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

সন্ধ্যা
৬-১০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও ও এর
আশেপাশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা:
অভিজিত সরকার
৬-২৫ বাংলার ধ্রুবতারা:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান নিয়ে
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল
৯-১৫ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
'আমার দেখা নয়াচীন' থেকে পাঠ:
তাসলিমা খানম
৯-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-৩০ গোলাপ ফোটার দিন:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সৌতি দাশ
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. শিশুদের প্রতি
বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা
বিষয়ক শিশুতোষ আলোচনা:
আহসানুল হক
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
আদিত্য সিকদার
ঘ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম
১০-৫০ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা:
বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুবিনা পারভীন
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ
বেলা
১১-৩০ সমষ্টির স্বপ্নের নির্মাতা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
পরিচালনা: নীলোৎপল বড়ুয়া
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম
১-৩৫ তুমি আমাদের জয়ধ্বনি:
যুবসমাজের জন্য বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মৌমিতা বর মীম
ক. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা:
খ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান:
সম্পূর্ণা দাশ (রিনা) ও মোহী বিশ্বাস
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা
আবৃত্তি: রাইমা বিনতে রফিক
ঘ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম
২-৩০ বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান
৩-০৫ মাঝি গায় তাঁর কণ্ঠের বাণী:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবছার উদ্দিন অলি
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: বশিরুল ইসলাম
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম
৩-৩৫ শৃঙ্খল মুক্তির মহানায়ক:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোঃ আলী জিন্নাত,
অংশগ্রহণ: সাইমুম সরওয়ার কমল,
ক্যথিং অং ও ফিরোজ আহমেদ
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

বেলা
১১-১৩ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নতুন প্রজন্ম:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুনীল কান্তি দে
অংশগ্রহণ: ফিরোজা বেগম চিনু,
মনিরুজ্জামান মহসিন রুলা,
হাজী মোঃ কামালউদ্দিন
ও তুষার কান্তি বড়ুয়া
প্রযোজনা: মোঃ সেলিম
১১-৪৫ কবিতায় বঙ্গবন্ধু:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
দুপুর
১২-৩৫ শুভ জন্মদিন হে পিতা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: দুলাল চৌধুরী
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
বেলা
১-১০ আমাদের বঙ্গবন্ধু:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
পায়েল দে
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তি: আরুশা তাসনিম
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুতোষ
আলোচনা: সুরাইয়া রুমা
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
মুমতাহিনা আহমেদ সুরেলা ও
আকেয়া ইবনাত সুমনা
ঙ. কারাগারের রোজনামচা থেকে
পাঠ: প্রিয়াল চৌধুরী
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
আশমিত জাহান মাইশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা:
রাখাল চন্দ্র দাশ
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
১-৪০ মুজিব মানে বাংলাদেশ:
মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: নিরুপা দেওয়ান,
রোকেয়া আক্তার,
ও নেইম্রাচিং চৌধুরী নমী
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
২-২০ বঙ্গবন্ধুর অমরকথা:
বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থ থেকে পাঠ ও
গানের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ কখরুজ্জামান
প্রযোজনা: মোঃ সেলিম
২-৪০ বঙ্গবন্ধু এক আলোক মশালের নাম:
যুবদের বিশেষ অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক আলোচনা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নূরে নাজিবা নূহা
ক. শেখ মুজিবুর রহমানের
ছেলেবেলা: করবী ত্রিপুরা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তৃপ্তি দে
গ. কবিতা আবৃত্তি: জান্নাতুল
ফেরদৌস তমালিকা,
ছেলোয়ারা বেগম, চন্দ্রিকা তংচংগ্যা

প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
৩-০৫ তোমারি স্বপ্ন দেখি:
বিশেষ নাটক
প্রযোজনা: সোহেল রানা

বিকাল

৪-২৫ গিরিসম্ভার: তথ্য বিনোদন ও
প্রচারণামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. প্রসঙ্গকথা:
সাখাওয়াত হোসেন রুবেল
খ. লাল-সবুজের স্থপতি বঙ্গবন্ধু:
মুকুল কান্তি ত্রিপুরা
গ. দিবসভিত্তিক গান
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সৌমেন দে
ঙ. ইতিহাস কথা কয়:
খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু:
আনন্দ জ্যোতি চাকমা
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

বেলা

১১-২০ বঙ্গবন্ধু স্মরণে গ্রন্থনাবদ্ধ
গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মেহেদী হাসান
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
১১-৫০ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
বঙ্গবন্ধু রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে
পাঠের অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আমার দেখা নয়াচীন
গ্রন্থ থেকে পাঠ:
এএসএম আহসানুল আলম
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাদিয়া সুলতানা লোপা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
১-০৫ একটি ভাষণ একটি জাতির
পথের দিশা:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে
বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মিলন কুমার ভট্টাচার্য
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
১-২৫ একটা মুজিব স্মৃতির পাতায়:
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও রচনা:
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: সুমন চক্রবর্তী ও
বর্ষা ভৌমিক
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
প্রত্যয় বড়ুয়া
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
২-২০ গিরিসুর: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায়
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও গীতরচনা:
প্রভাত চন্দ্র ত্রিপুরা ও সুগত চাকমা
উপস্থাপনা: আল্পনা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
চথুই গ্য মার্মা
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
২-৪০ মুক্তির দূত বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মনিরুল ইসলাম মনু
অংশগ্রহণ: এ কে এম জাহাঙ্গীর ও
মোহাম্মদ ইসলাম বেবী
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
৩-১০ ক্ষেতখামার: কৃষি, মৎস্য ও
প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে প্রারম্ভিক কথা
খ. ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে
কৃষিক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
কৃষিবিদ মোঃ রফিকুল ইসলাম
গ. গান:
মুজিব আমার বাংলাদেশ: বিউটি
ঘ. কৃষি বিষয়ক খবরাখবর
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
৩-২৫ কোটি অন্তরে স্বর্ণালি অক্ষরে
লেখা আছে এই শুভদিন:
বিশেষ গ্রন্থিত সংগীতানুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হালিমা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
৩-৩৫ বন্ধু তুমি পিতা তুমি:
তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. তরুণ বয়সে
বঙ্গবন্ধু আগামী প্রজন্মের
অনুপ্রেরণা:
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
গ. জন্মদিন
(বঙ্গবন্ধু কাব্যগ্রন্থ থেকে):
হোমাইরা তাছরিন নিলা
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জেসিকা মেলোরী পাত্র
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
৩-৪৫ সুরঞ্জনা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস
উপলক্ষ্যে মহিলাদের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নারীর উন্নয়ন ও বঙ্গবন্ধু:
আতিয়া চৌধুরী
গ. কবিতা আবৃত্তি:
মুজিব এবং প্রজন্ম: তাহিয়া রহমান
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হোসনে আরা শিরিন
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ শিশুর হৃদয় হোক রঙিন:
শিশু-কিশোরদের বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও রচনা:
আমিনুর রহমান প্রামানিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: মোঃ আব্দুর রহিম
ধারাবর্ণনা: মোহাম্মৎ মরিয়ম আক্তার
ও শাহ মোঃ আরিফুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

সন্ধ্যা

৬-০৫ আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়:
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা
পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
উপস্থাপনা: লিমা আক্তার ও
মাহমুদুল হাসান
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
৬-২৫ পিতা তুমি অন্তরে চিরদিন:
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও রচনা:
মোঃ ওবায়দুল্লাহ
ধারাবর্ণনা: সুমন চক্রবর্তী ও
লিমা আক্তার
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
পাপিয়া আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান
৬-৫০ বেতার তরঙ্গ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী
ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে
বান্দরবান বেতার অঞ্চলের বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রিজ্বানুল কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

বেলা

১১-৩০ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: এম এ করিম মজুমদার,
অধ্যক্ষ আব্দুল মুমিন মজুমদার ও
এ বি এম এ বাহার
সঞ্চালনা: বদরুল হুদা জেনু
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

১-০৫ আজ জন্মদিন তোমার-
হে জাতির পিতা:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: উত্তম বহ্নি সেন
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

১-৩০ আমাদের বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন ঘটনা
ও স্থান নিয়ে বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান

২-৩০ বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজমুন নাহার পুণী
ক. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের
ভাষণের অংশবিশেষ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সমবেত কণ্ঠে
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি: প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
ঘ. ছোটদের বঙ্গবন্ধু:
অশোক কুমার বড়ুয়া
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৩-৩০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে কুমিল্লায় আয়োজিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা, ধারণ ও উপস্থাপনা:
মহসিন মিজি
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

বিকাল

৪-০৫ হৃদয়তন্ত্রীতে তুমি:
নারীসমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
ক. নারীসমাজের উন্নয়নে
বঙ্গবন্ধুর অবদান:
তাহমিনা বেগম
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
খন্দকার সারওয়ার নাঈম
গ. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠ:
মুক্তি রাণী সাহা
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

সন্ধ্যা

৬-০০ স্বাধীনতার অমর কবি বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-২০ তুমি আছো তুমি রবে:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রোকসানা ইয়াসমিন মনি
সুর সংযোজনা: এম এ কাইউম খান
ধারাবর্ণনা: সোহানা শারমিন ও
খায়রুল বাসার বাঁধন
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-৩৫ হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠের অনুষ্ঠান
পাঠে: নাসিমা রহমান
সিফাত আবদুল্লাহ

৮-৪৫ মুজিব মানে বিজয়ের গান:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফাতেমা বেগম
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯-০৫ বাঙালির অস্তিত্বে বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণ: ড. এ.কিউ.এম. মাহবুব,
এ্যাডভোকেট মুন্সী আতিয়ার রহমান
ও মাহবুব আলী খান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯-৩৫ ইতিহাসের জ্যোতির্ময়:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রবিউল ওহাব
অংশগ্রহণ:
ড. মোঃ গোলাম ফেরদৌস ও
শাহনাজ রেজা এ্যানি
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

৯-৫০ খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
বহিঃধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোজাম্মেল হোসেন মুন্না
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-০৫ তোমার জন্যে ধন্য স্বদেশ:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ
গোষ্ঠিভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
ত্রিবেণী গণ সাংস্কৃতিক সংস্থা,
গোপালগঞ্জ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-৩৫ সৌরভে তুমি গৌরবে তুমি:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-১০ গান:
বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন- শুভ জন্মদিন:
সমবেত কণ্ঠে

৮-১৫ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বর্তমান প্রজন্ম:
বিশেষ কথিকা
অধ্যাপক ড. জুলফিকুল হাসান

৮-২০ পূর্বাশা:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. লাল গোলাপ শুভেচ্ছা:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে: ইকরামুল হক টিটু
বহিঃপ্রচার ধারণ,
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ঋতু ভট্টাচার্য
গ. বঙ্গবন্ধুর শৈশবকাল:
বিশেষ কথিকা
বীর মুক্তিযোদ্ধা বিমল পাল
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
ঙ. খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু: কথিকা

অধ্যাপক মোঃ আমানউল্লাহ
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান-
হে বঙ্গবন্ধু- কুমার বিশ্বজিৎ
গ্রন্থনা: শাহানা বেগম
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৮-৪০ আমাদের শেখ মুজিব:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
স্বর্ণা চাকলাদার
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-১০ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-৩০ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
রচিত গ্রন্থ থেকে পাঠ:
ক. কারাগারের রোজনামচা থেকে
পাঠ: সিহাব সাকিব ইশান
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
বড় প্রিয় একটি নাম:
সুবীর নন্দী ও শাম্মি আক্তার

৯-৪০ কবিতায় বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতার
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কামরুল হক
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

১০-১০ চেতনায় বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস
উপলক্ষ্যে উপস্থাপক
কর্তৃক আলোকপাত
খ. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা:
কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্নার
সাক্ষাৎকার প্রদান:
আব্দুল লতিফ মোল্লা
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা:
সাহিদা মঞ্জুরী

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৭-৫০ কৃষি সমাচার
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. আমার কৃষি:
বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনা ও বর্তমান কৃষি:
আনোয়ার ফারুক
গ. আমার বাংলা:
গান: বাংলাদেশের উন্নয়নে মূলে তুমি:
রফিকুল আলম
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা:
সৈয়দা শাহান আরা চৌধুরী
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

বিকাল

৫-৫০ সবুজ প্রান্তর:
পরিবেশ বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
খ. বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে:
আজকের কৃষি- অধ্যাপক
ড. আবু নোমান ফারুক আহমেদ
গ. গান: তোমার জন্মদিনে:
সুবীর নন্দী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তানিয়া সুলতানা
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
কিষাণবধূ:
গ্রামীণ মা-বোনদের অনুষ্ঠান-এ
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও
জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
খ. আধুনিক বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: কৃষিবিদ মাহবুবা মুলমুন
ও ফাতেমা ফেরদৌস
সঞ্চালনা: তনিমা করিম
গ. গান: বঙ্গবন্ধু তুমি মিশে আছো:
সোহরাব হোসেন সৌরভ
প্রযোজনা: মোঃ সারোয়ার মোর্শেদ

২-২৫ জাতির পিতার জন্মদিনে:
বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: সামিনা চৌধুরী,
রফিকুল আলম, ফাহমিদা নবী,
সামিনা চৌধুরী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
পারভীন আহসান মিলি
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
খ. সবুজবিপ্লব ও বঙ্গবন্ধু:
ড. এ কে এম শামীম আলম
গ. শৈশবের বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলার
বন্ধুর স্মৃতিচারণ: নূরুল ইসলাম
ঘ. গান: বাংলাদেশের উন্নয়নে মূলে তুমি:
রফিকুল আলম
আসর পরিচালনা:
এস এম সরোয়ার হোসেন
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-০৫ জাতির পিতাকে নিবেদিত গান
আওন ও তানজিনা করিম স্বরলিপি

১-১৫ যার মাথার ইতিহাসের জ্যোতির্বলয়:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুমানা ইসলাম এবং শিশুশিল্পীবৃন্দ
গ্রন্থনা: সেলিনা আক্তার শেলী
উপস্থাপনা:
সেলিনা আক্তার শেলী ও
লাস্টু হোসাইন
প্রযোজনা: ইয়াসমিন আক্তার

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

External service

রাত

১.১৫-২.০০ (ইউরোপ)

১০.৩০-১১.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)

শাশ্বত মুজিব: বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. গান: বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ:
ফাহমিদা নবী
গ. সাক্ষাৎকার: অগ্নিজন্যা মহানায়ক
সাক্ষাৎকার প্রদান: সেলিনা হোসেন
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
শফিকুল ইসলাম বাহার
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: পৃথিবী অবাক হয়:
সাদমান সাকিব
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত গ্রন্থ
'শেখ মুজিব আমার পিতা:
অমিয়া অমানিতা
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: আমিনুল ইসলাম ও নাজমুন নাহার সুমনা
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

6-30 PM & 7-00 PM
11-45 PM & 1-00 AM
Bangabandhu: The Eternal Spirit
a. Intro on the Birth Anniversary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day.
b. Song: Shuvo hok shuvo hok Shantir hok tomar jonmodin
(শুভ হোক শুভ হোক, শান্তির হোক তোমার জন্মদিন)
Singer: Chorus
c. Chitchat Session:
Bangabandhu in the hearts of children:
Professor Dr. Muhammad Samad
d. Recitation of Poem:
Itihashe (ইতিহাসে):
Mardia Khan (Child Artist)
e. Song:
Tungiparar damal chhele
(টুঙ্গিপাড়ার দামাল ছেলে):
Shahnaj Rahman Shikriti.
Compiled by:
Alfaz Uddin Ahmed Tarafder
Presented by:
Marjuka Binte Nahian (Child Artist)
Produced by:
Umma Farhana Hossain Shimu

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ টুঙ্গিপাড়ার খোকা:
বিশেষ গীতিনক্সা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গান রচনা
ড. তপন বাগচী
উপস্থাপনা:
ফারজানা আক্তার বেলী ও এস এম আসাদুজ্জামান
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

বেলা

১১-৩০ বাংলার ধ্রুবতারা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মামুন উর রশীদ
অংশগ্রহণ: সুজিত রায় নন্দী ও সাহবুব আলী খান
প্রযোজনায়: হরবিলাস রায়

বিকাল

৪-০০ খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু:
শিশুদের অংশগ্রহণে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: তনিমা করিম
উপস্থাপনা:
রিমঝিম ও অভিবাদন

ক. বঙ্গবন্ধু'কে নিবেদিত গান:
অর্ণা, ঔর্বশী ও অর্ঘ
খ. বঙ্গবন্ধু'কে নিবেদিত কবিতা:
আঁচল ও তুলতুল
গ. বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ পাঠ: প্রতুল
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত বই:
প্রতিবেদন: দিবা
ঙ. বঙ্গবন্ধুর সাথে শিশুরা:
প্রতিবেদন পাঠ: ইসরাত
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-০৫ ভেঙেছে দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়:
বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কীর্তি নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার ও ফারজানা আক্তার বেলী
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল হান্নান

সন্ধ্যা

৭-০০ ধন্য সেই পুরুষ:
কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: লাল্টু হোসাইন
উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন ও ফারজানা তিথি
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল হান্নান

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২৬ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ • ১২ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-ব: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফএম ১০০ মেগাহার্জ

রাত

১২-১৫ ফ্ল্যাগ স্টেশন: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে নিশুতির নাটক
রচনা: মাসুম আজিজ
প্রযোজনা: ফাল্গুনী হামিদ
(পুনঃপ্রচার)

১-১৫ দেশগান ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গান

২-০০ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম: বিশেষ গীতিনক্সা
গীত রচনা ও গ্রন্থনা:
কবির বকুল
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
শেখ সাদী খান
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৮-১৫ অগ্নিঝরা মার্চ:
মহান স্বাধীনতার মাস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. অগ্নিঝরা মার্চের ঐদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী
খ. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ:
বীর মুক্তিযোদ্ধা,
মেজর জেনারেল ওয়াকার হাসান,
বীরপ্রতীক (আর্কাইভ থেকে)
গ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে:
সমবেত কণ্ঠে
ঘ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত জল্লাদের দরবারের অংশবিশেষ (আর্কাইভ থেকে)
গ্রন্থনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা:
জোবায়েদ হোসেন পলাশ ও
আফসানা হাসান
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান

৮-৩০ দর্পন: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. এইদিনে: উত্তাল মার্চের আজকের দিনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন
খ. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে অংশবিশেষ পাঠ:
খন্দকার শামসুজ্জোহা
গ. স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদান:
শেখ ফজলুল করিম সেলিম
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ওয়াসিম আকরাম
ঘ. রূপালি সংস্কৃতি: মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে নির্মিত চলচ্চিত্র:
দামাল নিয়ে সংকলন:
ফাতেমা তুজ জোহরা
ঙ. স্বাধীনতার কবিতা আবৃত্তি:
'বন্দী শিবির থেকে':
ডা: নাভিরা আফতাব বিনতে ইসলাম

চ. স্বাধীনতার গান:
স্বাধীনতা মানে নতুন সূর্য:
আফসানা ফেরদৌস রুনা
গ্রন্থনা: লাল্টু হোসাইন
উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন ও
তাহমিদা হান্নান
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

১০-৩০ অহংকারের স্বদেশ:
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান,
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ও
দেশগান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

বেলা

১১-০৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিকসমূহের
সম্পাদকীয় ও বিশেষ ক্রোড়পত্র
পাঠের অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান

দুপুর

১২-১৫ সূর্যোদয়ের পঙক্তিমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের
বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শিহাব শাহরিয়ার
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১২-৩০ প্রিয় স্বাধীনতা: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. স্বাধীনতা দিবসের গান:
সমবেত কণ্ঠে
খ. শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
মহান মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য
ঘটনাবলী নিয়ে
আসরভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু
গ. স্বাধীনতা দিবসের গান:
সমবেত কণ্ঠে
ঘ. কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের
'প্রিয় মানুষ শেখ মুজিব'
গ্রন্থ থেকে পাঠ:
লামিয়া কবীর সাফা ও ধ্রুব চৌধুরী
ঙ. কবিতা আবৃত্তি: প্রিয় স্বাধীনতা:
সমৃদ্ধি সূচনা ও নাবিত রহমান তূর্য
চ. স্বাধীনতার গান:
একটি সূর্য লক্ষ সূর্য হয়ে জ্বলছে
গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
রফিকুল ইসলাম ইরফান
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
শাহীন সরদার
উপস্থাপনা: নওশীন নাওয়ার অহনা
ও মারজুকা বিনতে নাহিয়ান বিভা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বেলা

১-০৫ নারীকণ্ঠ: নারীদের জন্য
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের
অংশগ্রহণ নিয়ে বিশেষ আলোচনা
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক ইয়াসমিন আহমেদ ও
ঝর্না রহমান
সঞ্চালনা: তামান্না মিনহাজ
খ. স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি:
শেলী সেনগুপ্তা
গ. রণাঙ্গনে নারী: বীর মুক্তিযোদ্ধার
স্মৃতিচারণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজিয়া
ঘ. গান: কত নদী রক্ত: চম্পা বণিক
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শামীমা চৌধুরী এলিস
প্রযোজনা: আনজুমান আরা বেগম

১-৩০ কবিতায় প্রিয় স্বাধীনতা:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

২-২০ রূপালি পর্দায় মুক্তিযুদ্ধ:
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের
গানের তথ্য ও
পটভূমি নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: কাওছার শেখ ও
শামীমা নাসরীন জেমি
গ্রন্থনা, পরিকল্পনা ও প্রযোজনা:
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

৩-০৫ স্বাধীনতায় দুর্নিবার বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক,
মোঃ নজরুল ইসলাম খান ও
শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল
সঞ্চালনা: শাহনাজ মুন্নী
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

৩-৩০ স্বাধীনতা এক সূর্য অনির্বাণ:
বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
রজু শাহাবুদ্দীন
সংগীত পরিচালনা ও সুর
সংযোজনা:
দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
উপস্থাপনা: তনিমা করিম ও
মাহবুব সোবহান
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

বিকাল

৪-৪৫ লক্ষ মুক্তিসেনা: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীব
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: তৈয়েব রহমান
প্রযোজনা: মোঃ মনিরুজ্জামান

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কবিতা আবৃত্তি:
ছবি: শিমুল মোস্তফা
গ. নন্দিত জন:
প্রথিতযশা সাহিত্যিক,
নাট্য/চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার:
সাক্ষাৎকার প্রদান: বীর মুক্তিযোদ্ধা
রাইসুল ইসলাম আসাদ,
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
শফিকুল ইসলাম বাহার
ঘ. লিপিকা: 'একাত্তরের চিঠি'
থেকে পাঠ: যায়েদ জুলফিকার
ঙ. স্বাধীনবাংলা বেতার
কেন্দ্রের গান:
নোঙর তোল তোল: সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা: আনজির লিটন
উপস্থাপনা: আজহারুল ইসলাম ও
তামান্না মিনহাজ
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: মাহফুজুর রহমান
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান

১০-০০ জন্মভূমির ডাকে: বিশেষ নাটক
রচনা: ইকবাল খোরশেদ
প্রযোজনা: রামেন্দু মজুমদার

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বজ্রকণ্ঠ:
বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ
গ. বিশেষ কথিকা: মহান স্বাধীনতা
ও তরুণ প্রজন্ম:
অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান
ঘ. ফিরে দেখা একাত্তর:
একাত্তরের চিঠি থেকে পাঠ:
খায়রুল আলম সবুজ
ঙ. ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে
তথ্য প্রতিবেদন এই ঢাকা:
জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার:
মারুফ রায়হান
চ. স্বাধীনতার গান:
স্বাধীনতা এক গোলাপ
ফোটানো দিন: রুনা লায়লা
ছ. কবিতা আবৃত্তি:
স্বাধীনতা শব্দটি কীভাবে
আমাদের হলো: আফরোজা কণা
গ্রন্থনা: লিয়াকত খান

উপস্থাপনা: খান নজম-ই-এলাহি ও
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
প্রযোজনা: মোঃ মনির হোসেন

সন্ধ্যা

৭-০৫ প্রিয় স্বাধীনতা: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ছ. স্বাধীনতা দিবসের গান:
সমবেত কণ্ঠে
জ. শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
মহান মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য
ঘটনাবলী নিয়ে
আসরভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু
ঝ. স্বাধীনতা দিবসের গান:
সমবেত কণ্ঠে
ঞ. কথাসাহিত্যিক
সেলিনা হোসেনের
'প্রিয় মানুষ শেখ মুজিব'
গ্রন্থ থেকে পাঠ: সামিয়া কবীর সাকা
ও ধ্রুব চৌধুরী
ট. কবিতা আবৃত্তি:
প্রিয় স্বাধীনতা:
সমৃদ্ধি সুচনা ও নাবিত রহমান তুর্য
ঠ. স্বাধীনতার গান:
একটি সূর্য লক্ষ সূর্য হয়ে জ্বলছে
গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
রফিকুল ইসলাম ইরফান
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা:
শাহীন সরদার
উপস্থাপনা: নওশীন নাওয়ার অহনা
ও মারজুকা বিনতে নাফিয়ান বিভা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

রাত

৮-০০ স্বাদ: গল্প থেকে নাটক
মূল গল্প : কাজী জাকির হাসান
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা:
শাহোন আরা জাকির

৯-০০ স্বাধীনতা এক সূর্য অনির্বাণ:
বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
বন্ধু শাহাবুদ্দীন
সংগীত পরিচালনা ও
সুর সংযোজনা:
দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
উপস্থাপনা:
তনিমা করিম ও মাহবুব সোবহান
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল

৭-৩০ স্বাধীনতার গান

৮-১৫ আলোকপাত:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে
বিষয়ভিত্তিক আলোচনা
খ. ইতিহাসের পাতায় আজকের দিন
গ. বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
কারাগারের রোজনামচা হতে পাঠ:
মেহবুবা-ই-কাজেমা
ঘ. পত্র-পত্রিকার শিরোনাম
ঙ. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের
ভাষণের অংশবিশেষ
চ. স্বাধীনতা দিবসে
নতুন প্রজন্মের ভাবনা:
বিশেষ প্রামাণ্য: ধারণে:
রেজওয়ানা আরেফিন
ছ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক):
প্রবীর পাল
জ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
প্রযোজনা:
এ এস এম নাজমুল হাছান

৮-৪৫ স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা:
স্বাধীনতার মাস উপলক্ষ্যে
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
খ. উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায়
বাংলাদেশ: ড. গাজী গোলাম মওলা
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৯-৩০ স্বাধীনতা আমার অহংকার:
বিশেষ গীতিনকশা
গীতিকার: আলতাফ হোসেন মিন্টু
সুরকার: এস এম ফরিদ
গ্রন্থনা: মোঃ ওবায়দুল্লাহ
উপস্থাপনা: পারভীন আকতার ও
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

১০-০৫ মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার:
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে
স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আবছার উদ্দিন অলি
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা
ফজল আহম্মেদ
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

১০-৩০ গোলাপ ফোটানো দিন:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এস আনিস আহম্মেদ বাচ্চু
উপস্থাপনা: নাসরিন ইসলাম
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসীর মুহীব চৌধুরী

বেলা

১১-০০ স্বাধীনতা তোমার আমার:
যুবসমাজের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
স্বাগতা বড়ুয়া নদী ও
সৈয়দা তানজিলা ইসলাম মীম
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. তারুণ্যের মিলনমেলা:
বিষয়: মুক্তিযুদ্ধে যুবসমাজের অবদান
অংশগ্রহণ: সুমাইয়া শাহরীন,
সুস্মিতা বড়ুয়া ও মৃত্তিকা চৌধুরী
গ. দেশগান: শুক্লা পাল
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
প্রিয়ম কৃষ্ণ দে
ঙ. দেশগান: মেঘা কানুনগো
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১১-৪০ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত
বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয়র
উপর ভিত্তি করে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসীর মুহীব চৌধুরী

২-৩০ স্বাধীনতার লাল সূর্য:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শাহীন আক্তার
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: রিটন কুমার ধর
ধারাবর্ণনা: এহতেশামুল হক ও
পারভীন আকতার
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

৩-০৫ মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা ও তার গর্বিত
উত্তরাধিকার:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
এ বি এম আবু নোমান
অংশগ্রহণ: ওয়াশিকা আয়শা খান,
এ কে এম বেলায়েত হোসেন ও
খাদিজাতুল আনোয়ার সনি
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৩-৩০ আমাদের পতাকা, আমাদের মান:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: আয়েশা খাতুন

শিশু-উপস্থাপক: লুবাবা ইসলিয়াত ও তাকিয়া যাহীন
ক. মহান স্বাধীনতা দিবস নিয়ে আলোচনা
খ. স্বাধীনতার গান: পৃথুলা বিশ্বাস
গ. গল্পে গল্পে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: মিশকাতুল মমতাজ মুমু
ঘ. স্বাধীনতার কবিতা আবৃত্তি: মাশিয়াত মোর্শেদ ও তাহিয়া বারীন
ঙ. মুক্তিযুদ্ধের গান: ফেলী রহমান মীম
প্রযোজনা: যাকিয়া তাসনীম

বিকাল

৫-১০ স্বাধীনতার পঙ্‌ক্তিমালা: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আয়েশা হক শিমু
কবিতা আবৃত্তি: এ বি এম রাশেদুল হাসান, কংকন দাশ ও শেখ রাজিউর রহমান
প্রযোজনা: যাকীয়া তাসনীম
৫-২৫ পাহাড়িকা: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: পুষ্পিতা খীসা
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ: ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা
গ. গান
প্রযোজনা: যাকিয়া তাসনীম

রাত

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী
১০-১৫ এ লড়াই বাঁচার লড়াই: বিশেষ নাটক
রচনা: অশোক কুমার চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৮-২০ দ্বিতীয় ফ্রন্ট: মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান এবং তৎকালীন অনুভূতি ও অন্যান্য পরিবেশনা নিয়ে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুখসানা আক্তার লাকী
প্রযোজনা: শিউলি রানী বসু
৮-৪৫ স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান
কাব্যালেখ্য পরিবেশনা: বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি পরিষদ, রাজশাহী
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান
৯-০৫ লাল সবুজের পতাকা: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রওশন আরা বেগম কেয়া
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস: গল্পাকারে শিশুদের সাথে আলোচনা: মোহাম্মদ আলী কামাল
গ. দেশাত্মবোধক গান: আরিয়ানা তাসনিম
ঘ. কবিতা আবৃত্তি (স্বাধীনতার কবিতা): সায়ান বিনতে সিদ্দিকী
ঙ. বীরশ্রেষ্ঠদের কথা: উম্মে মুশফিক উন নেসা
চ. দেশাত্মবোধক গানের সুরে পিটার: সৌভিক কুমার গুহ
ছ. কবিতা আবৃত্তি (স্বাধীনতার কবিতা): অন্বিতা মুকুটমনি
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন
৯-৪৫ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গল্পীরা: মনোয়ারুল ইসলাম বকুল ও তার সঙ্গীরা
১০-০০ স্বাধীনতা অঙ্গনে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ড. অনীক মাহমুদ
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মোঃ রেজওয়ানুল হুদা খন্দকার
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন (পুনঃপ্রচার)
১০-৩০ তোমার জন্য যুদ্ধ: বিশেষ নাটক
রচনা: শামীম হুসাইন
প্রযোজনা: আব্দুর রশিদ

বেলা

১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আকবারুল হাসান মিল্লাত
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

দুপুর

১২-১৫ আলোকের দৃপ্ত স্রোতে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এস এম তিতুমীর
সুর-সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মাকসুমুল হুদা
ধারাবর্ণনা: বিলকিস বেগম
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বেলা

২-৩০ মহিলা জগৎ: মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
বিষয়: মহান স্বাধীনতা অর্জনে মহিলাদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা
সঞ্চালনা: ড. শিখা সরকার
অংশগ্রহণ: এ্যাডভোকেট সৈয়দা শামসুন্নাহার মুক্তি, মর্জিনা পারভীন ও ড. মোবারকা সিদ্দিকা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন
৩-০৫ যুদ্ধচিত্র: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শিখা খাতুন ও আরিফুজ্জামান নবাব
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন
৩-৪৫ স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ: মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার দানে: বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান বাদশা
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: রুখসানা আক্তার লাকী
প্রযোজনা: মোঃ মাসুম পারভেজ

বিকাল

৪-৩০ মহান মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের অবদান
মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কথিকা: ড. আনন্দ কুমার সাহা
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান
৫-১০ আমাদের স্বাধীনতা ও আজকের বাংলাদেশ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আব্দুর রোকন মাসুম
অংশগ্রহণ: প্রফেসর, আব্দুল খালেক

ও আব্দুল ওয়াদুদ দাদা
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

৫-৪০ উজ্জ্বল রোদ্দুরে শোভিত স্বাধীনতা:
নির্বাচিত কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. তানিয়া তহমিনা সরকার
প্রযোজনা: দেওয়ান আরুল বাশার

রাত

৯-০৫ বেতার বিবরণী: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে রাজশাহী
বেতার অঞ্চলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বিশেষ
বেতার বিবরণী
বহিধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফেরদৌস-উর রহমান রাজন
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

১০-০০ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম:
বিশেষ নাটক
মূল রচনা: মিঠুন ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ: গোলাম মুর্শেদ মুসা
প্রযোজনা: মনোয়ার হোসেন মনো

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৭-৩০ দৃষ্টিপাত: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. '৭১ এর এইদিনে:
নাজমুল হক লাকী
গ. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ:
বীর মুক্তিযোদ্ধা স ম রেজোয়ান
ঘ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের
ভাষণের অংশবিশেষ
ঙ. বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা:
মোঃ শরীফুল ইসলাম
চ. 'একাত্তরের চিঠি' থেকে পাঠ:
সানজিদা আক্তার
ছ. গ্রামাণ্য: গণহত্যা নির্যাতন
আর্কাইভ ও যাদুঘর, খুলনা:
সোহেল মাহমুদ
জ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৮-৩০ রক্তস্নাত স্বাধীনতা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ফিরোজ খান নুন
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
শেখ আলী আহমেদ
ধারাবর্ণনা: সজল দে ও
ফাতেমাতুজ যোহরা আনিকা
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৯-১০ স্বাধীন পতাকা:
শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
এরশাদ সুলতানা মালা
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:
মোঃ আব্দুল্লাহ আল আমীন রাব্বী
গ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান:
ঐন্দ্রিলা রায় ঊর্মি
ঘ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
ফাহমিদ শাহরিয়ার সাম্য
ঙ. দলীয় পরিবেশনা:
খুলনা কালচারাল সেন্টার, খুলনা
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বেলা

১১-০৫ প্রতিবাদের আগুন:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ লাজমুল হক
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১১-৩০ মুক্ত স্বদেশ:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ফিরোজ খান নুন
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
শেখ আব্দুস সালাম
প্রযোজনা:
গিয়াস রায়হান পারভেজ

দুপুর

১২-১৫ স্বাধীনতা দিবসের জারী:
দিদারুল ইসলাম ও দল

১২-২৫ রূপালি ফিতায় মুক্তিযুদ্ধ:
মুক্তিযুদ্ধের ওপর
নির্মিত সিনেমার গানের
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইমরুল কায়েস
উপস্থাপনা: সামিয়া আক্তার
প্রযোজনা:
মোঃ মামুন আকতার

বেলা

২-৩০ শত বছরের সংগ্রাম শেষে:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
আফরোজ জাহান চৌধুরী কলি
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

বিকাল

৪-৩৫ ঘরোয়া: মহিলাদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শামীমা সুলতানা
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর আত্মত্যাগ:
রোজিনা শেখ
গ. নারী মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার:
বেগম আশরাফুন্নেছা
ঘ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সুমনা সিরাজ সুমি
ঙ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান
চ. যুদ্ধে নিগৃহীত নারীর যুদ্ধপরবর্তী
আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ:
ড. সালমা বেগম
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৫-১০ স্বপ্নে বোনা স্বাধীনতা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: গৌরাঙ্গ নন্দী
অংশগ্রহণ:
তালুকদার আব্দুল খালেক,
গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার ও
শেখ হারুনুর রশীদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৫-৪৫ বেতার বিবরণী: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
খুলনায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও বর্ণনা: সানজানা খান
প্রযোজনা: মোঃ মোমিনুর রহমান

রাত

১০-০০ রক্তাক্ত ইতিহাস: বিশেষ নাটক
রচনা: মোকলেসুর রহমান বাবলু
প্রযোজনা: মোঃ আল-আমিন শেখ

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৭-৪৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
৮-৩০ সম্ভার: প্রাত্যহিক বেতার
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এমাদ উদ্দীন আহমেদ
উপস্থাপনা:
কে এম লুৎফুল কবীর পান্না ও
নাসিমা চৌধুরী লিপি
ক. আজকের ডায়েরি:
খ. ইতিহাসের এইদিনে:
কাশফিয়া নাহরিন পুষ্পিতা
গ. প্রসঙ্গকথা: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস:
অধ্যাপক মোঃ শাহ আলম
ঘ. স্বাধীনতা তুমি:
ড. শ্বাশত ভট্টাচার্য
ঙ. গ্রামীণ জীবন: শাহনাজ চৌধুরী
চ. মহান স্বাধীনতার মাসে মাসব্যাপী

ধারাবাহিক:
উত্তাল মার্চ: সংকলিত
হু, সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন: সংকলিত
প্রযোজনা: শাম্মী হক

৯-০৫ একটি পতাকার জন্য:
শিশু-কিশোরদের জন্য
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা: সুনীল সরকার
উপস্থাপনা: মুনতাহা রহমান রাহা
সুর ও সংগীত: মোঃ আহসান হাবীব
প্রযোজনা: শাম্মী হক

৯-৩৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

১০-০৫ মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্বরচিত
কবিতা পাঠের আসর
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
ড. গীতিময় রায়
প্রযোজনা: শাম্মী হক

১০-৩০ সবুজের বুকে লাল সূর্য:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: তৌহিদ-উল-ইসলাম
উপস্থাপনা:
কে এম সুৎফুল কবীর পান্না ও
নাসিমা চৌধুরী লিপি

সুর ও সংগীত: জিয়াউল হক লিপু
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

বেলা

২-১০ হৃদয়ে স্বাধীনতা: বিশেষ নাটক
রচনা: সুমিত মোহন্ত
প্রযোজনা: ইফতেখারুল আলম রাজ

৩-০৫ স্বাধীনতার চেতনা ও
আগামীর বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
মোঃ আতাহার আলী খান
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক সাফিয়ার রহমান,
এ্যাডভোকেট
হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া ও
নবী উল্লাহ পান্না
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

৩-৩০ হামার রক্তের স্বাধীনতা:
বিশেষ ভাওয়াইয়া গীতিনকশা
রচনা: পঞ্চানন রায়
উপস্থাপনা: শাহরিয়া সিদ্দিকী ও
রাফিউজ্জামান সরকার
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

বিকাল

৪-২০ উত্তাল মার্চ:
মাসব্যাপী ধারাবাহিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম রাজু
উপস্থাপনা:
ইফতেখারুল আলম রাজ
ক. পাকবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তারের
পূর্বে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বার্তা
প্রেরণ এবং মুক্তিযুদ্ধে এর প্রভাব:
মোঃ হাবিবুর রহমান
খ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
প্রযোজনা:
মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

৫-১০ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

রাত

৯-১০ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে রংপুর ও এর পার্শ্ববর্তী
অঞ্চলের অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

১০-০৫ দিবসভিত্তিক ছায়াছবির গান

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৭-৩০ স্বাধীনতা তুমি
গোলাপ ফোটানো দিন:
দেশাত্মবোধক গানের গ্রন্থিভ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মতিন্দ্র সরকার
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা: দিবসের গুরুত্ব ও
তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা
খ. মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান:
প্রফেসর ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ
গ. দেশগান:
সব কটা জানালা খুলে দাও না
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
তোমাকে পাওয়ার জন্য হে
স্বাধীনতা: অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী
ঙ. মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা
বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা:
অধ্যক্ষ সিয়াকত শাহ ফরিদী
চ. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের
ভাষণের অংশবিশেষ
ছ. দেশগান:
রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি
গ্রন্থনা: এম এ হোসেন
উপস্থাপনা: রাবেয়া বেগম ও
জিল্লুর রহমান জয়

প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৯-২০ স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ:
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের
অংশগ্রহণে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা
ফরিদ উদ্দিন আহমদ,
বীর মুক্তযোদ্ধা সদর উদ্দিন আহমদ,
বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোঃ আব্দুল খালিক ও
বীর মুক্তিযোদ্ধা
রোকেয়া বেগম
সঞ্চালনা: রজত কান্তিগুপ্ত
প্রযোজনা:
মোঃ দেলওয়ার হোসেন

১০-০৫ ঐ নতুনের কেতন উড়ে:
দেশাত্মবোধক নজরুল সংগীতের
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এনায়েত হাসান মানিক
উপস্থাপনা: অনিমা দে তন্বী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-৩০ দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা:
পোষ্টীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম, হবিগঞ্জ

বেলা

১১-২০ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দীপ্ত আমরা:
তরুণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে
তরুণদের ভূমিকা নিয়ে
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
সৌরভ দাস ও গায়ত্রী রাণী রায়
খ. স্বাধীনতার কবিতা:
সাবণী গোস্বামী সুচী
গ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
শ্রাবনী দাস চৌধুরী ও
মোঃ কমল মিয়া
ঘ. রণসংগীত:
কারার ঐ লৌহ কপাট:
সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রাইসা সালসাবিল
প্রযোজনা:
মোঃ দেলওয়ার হোসেন

১১-৫০ দিবসভিত্তিক জারী গান:
আব্দুর রহমান ও সঙ্গীরা

১-৩০ মুলহ: মনিপুরীদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা দিবস ও
মনিপুরী সমাজ:
যোগেশ্বর সিংহ
খ. দিবসভিত্তিক স্বরচিত
কবিতা পাঠ: শংকর সিংহ
গ. গীতিনকশা পরিবেশন:
মিনতী দেবী ও সঙ্গীরা
পরিচালনা: লোংপকপৈ লিনহা
সহযোগিতা: নীলমনি সিংহ

প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
২-০৫ স্বাধীনতা আমার অহংকার:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. গল্পাকারে স্বাধীনতার ইতিহাস:
শিশুতোষ আলোচনা: জামান মাহবুব
খ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
স্বচ্ছ রায়
গ. ও আমার দেশের মাটি:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবুল হাসান রুহুল আমিন
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
মোঃ ওয়াসিম
ধারাবর্ণনা: অম্লিলা দাশ
গ্রন্থনা: লতিফা জাহাঙ্গীর
উপস্থাপনা:
রিফা তামান্না খান নওশীন
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন
২-৩০
লাখো শহিদের রক্তে রাঙা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শামসুল আলম সেলিম
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়
ধারাবর্ণনা: মাধব কর্মকার ও
অদিতি মহারত্ন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৩-০৫ মুক্তি: বিশেষ নাটক
রচনা ও নির্দেশনা: বিদ্যুৎ কর

বিকাল
৪-৩৫ স্বাধীনতা তুমি:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা: ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৫-৩০ পরম আরাধ্য স্বাধীনতা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
এডভোকেট নাসির উদ্দিন খান,
এডভোকেট মিসবাহ্ উদ্দিন সিরাজ
ও প্রফেসর আমিনা পারভীন
পরিচালনা:
সৈয়দ সাইমুম আঞ্জুম ইভান
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

রাত
৯-০৫ মুক্তির সংগ্রাম:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: শামীমা চৌধুরী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১০-০০ জয় বাংলা বাংলার জয়:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আ ফ ম সাঈদ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১০-৩০ স্বাধীনতা স্মরণে:
মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
সিলেটে আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের ধারণকৃত
অংশবিশেষ নিয়ে বিশেষ
বেতার বিবরণী
বহিঃপ্রচার ধারণ ও গ্রন্থনা:
এম রহমান ফারুক
ধারাবর্ণনা: আব্দুল মজিদ নক্ষত্র
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল
৭-৩০ স্বাধীনতা তুমি চিরভাস্বর:
শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে গীতিনকশা
রচনা: শেখ কামরুন নাহার কাদির
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
জহুরুল হাসান তালুকদার
বর্ণনা: অথিরা বনিক জয়া
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ
৮-১৫ স্বাধীনতার গান
৮-৩০ জয় বাংলা বাংলার জয়:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের
গানের অনুষ্ঠান
৯-৪৫ অগ্নিঝরা মার্চ: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জাহিদ হোসেন
ক. বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার ঘোষণা:
সাক্ষাৎকার প্রদান:
প্রফেসর ড. মোঃ ছাদেকুল আরেফিন
খ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-৫০ দিবসভিত্তিক জারীগান:
মোঃ মিজানুর রহমান বয়াতী ও
সঙ্গীরা

বিকাল
৪-০৫ চেতনায় স্বদেশ তুমি:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রবীন্দ্রনাথ মন্ডল
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আহসান হাবিব দুলাল
বর্ণনা: নেতারুল ইসলাম বাবু
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৪-৪০ অনন্যা: মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহাবুবা হুসাইন চৌধুরী
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে
নারীদের অবদান:
শওকত আরা নাজনীন
গ. স্বাধীনতার গান
ঘ. বাংলাসাহিত্যে নারী:
জাহানারা মালেক
৫-১৫ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বাধীনতার
চেতনায় দেশগঠন:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
মোহাম্মদ তানভীর কায়ছার
অংশগ্রহণ:
প্রফেসর. স.ম. ইমামুল হাকিম,
গাজী নঈমুল হোসেন লিটু ও
এ্যাড. তরুন চন্দ
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৫-৪৫ যুদ্ধদিনের স্মৃতি:
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
সাইফুর রহমান মিরন
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা
এনায়েত হোসেন চৌধুরী,
বীর মুক্তিযোদ্ধা
এ.এম.জি. কবির ভুলু
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

সন্ধ্যা
৬-৩৫ স্বাধীনতার লাল সূর্য:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
অধ্যক্ষ (অবঃ) শুভংকর চক্রবর্তী
অংশগ্রহণ: সুজয় সেন গুপ্ত ও
জেসমিন আফরোজ নীলা
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

রাত
১০-০০ রক্তিম সূর্যোদয়:
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, বরিশাল
১০-৩০ বেতার বিবরণী:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে বরিশালে অনুষ্ঠেয়
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
বহিঃধারণ ও উপস্থাপনা:
মোঃ শহীদুল হক
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-৪৫ তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৮-৩০ উত্তরাচল:
প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. প্রসঙ্গ কথা: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উদযাপন
খ. মুক্তিযুদ্ধের গান:
মাগো ভাবনা কেন
গ. স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু:
মোঃ সারওয়ার মোর্শেদ
ঘ. কবিতা আবৃত্তি (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক):
মেহেদুল ইসলাম মেহেদী
গ্রন্থনা: দিলীপ কুমার সাহা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৯-২০ সবুজের বুকে লাল সূর্য:
শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান:
গ্রন্থনা: তানিয়া আক্তার
উপস্থাপনা: ঈমানী ইকবাল
ক. দিবসভিত্তিক দলীয় সংগীত
খ. দিবসভিত্তিক শিশুতোষ
আলোচনা:
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সাত্তার
গ. দেশগান: সানজিদা শামীম রাইসা
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
মুনতাহা মাহি
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
জবা রানী
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-১০ হৃদয়ে স্বাধীনতা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: জুনায়েদ কবির বাবু
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: মোঃ মোকসেদ আলী
ধারাবর্ণনা: কানিজ ফাহিমা ফেরদৌস
ও মেহেদী রাজু খান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল

৪-৪০ স্বাধীনতার শব্দমালা:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মিতা চক্রবর্তী
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-১০ স্বাধীনতা ও আজকের বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
মোস্তাফিজুর রহমান রিপন
অংশগ্রহণ: দীপক কুমার রায়,
মাহবুবুর রহমান বাবলু,
সেলিনা জাহান লিটা ও
মামুনুর রশীদ
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

সন্ধ্যা

৬-১০ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে জাতীয় ও দৈনিক
পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়
থেকে উদ্ধৃতাংশ পাঠ
সংকলন, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আতিয়ার রহমান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৬-৩০ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও ও এর
আশেপাশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৬-৪০ মুক্তির জয়যাত্রা:
স্বাধীনতার মাস মার্চ উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দিলীপ কুমার সাহা
ক. প্রসঙ্গ কথা:
দিবসভিত্তিক
খ. কবিকা: বায়ান্নতম স্বাধীনতা
দিবসে আমাদের উল্লেখযোগ্য অর্জন
মোঃ আল মনসুর
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৯-৩০ দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা:
গ্রন্থনাবদ্ধ সংগীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুহুল আমিন
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

১০-০৫ তোমার অপেক্ষায় ছিল সবাই:
কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
বুলবুল আকতার চৌধুরী
অংশগ্রহণ: পরেশ কান্তি দে,
মেহেজাবিন আলম ও
রোমেনা আকতার সুইটি
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

১০-৩০ স্বাধীনতার সুখ:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: অভ্র বড়ুয়া
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে শিশুতোষ আলোচনা:
আহসানুল হক
গ. 'স্বাধীনতার সুখ' কবিতা আবৃত্তি:
নাদিরা মুসলিমা এশা
ঘ. দেশগান: প্রীতি রানী দত্ত
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

দুপুর

১২-১০ মুক্তির আনন্দ:
যুবসমাজের জন্য বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সৌভি দাশ
ক. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা
খ. স্বাধীনতার গান:
সম্পূর্ণা দাশ রিসা
গ. স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে
কবিতা আবৃত্তি: ঐশী বড়ুয়া
ঘ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বেলা

১-৩৫ মুক্তিযুদ্ধে নারী: নারীদের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এন্ড: প্রতিভা দাশ
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. আন্ডার আসর:
মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান
অংশগ্রহণ: রোসানা আকতার সোমা,
এন্ড: শওকত জাহান রেজি ও
নাজমা পারভীন ঊর্মি
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সুপর্ণা বড়ুয়া
ঘ. স্বাধীনতার গান
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

২-৩০ স্বাধীনতা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোঃ উল্লাহ
অংশগ্রহণ: সাইমুম সরওয়ার কমাল,
আবু তাহের ও মুজিবুল আলম
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৩-০৫ আলোক শিখা: বিশেষ নাটক
রচনা: স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: জসিম উদ্দিন বকুল

৩-৩৫ উড়াব লাল সবুজের পতাকা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মমতাজ আলী খান
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: বাবুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: নীলোৎপল বড়ুয়া ও
নাজনীন আকতার মেরী
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

বেলা

১১-১৩ হৃদয়ে একাত্তর ও
উন্নয়নে বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুনীল কান্তি দে
অংশগ্রহণ: ফিরোজা বেগম চিনু,
তাহাদ্দিক হোসেন কবির,
হাজী মোঃ কামাল উদ্দিন ও
মোঃ সোলায়মান
প্রযোজনা: মোঃ সেলিম

১১-৪০ স্বাধীনতার পঙ্‌ক্তিমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

দুপুর

১২-০৭ সোনালি স্বদেশ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রাখাল চন্দ্র দাশ
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

১-১০ স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা:
শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: ফখরুজ্জামান
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
ক. স্বাধীনতার গান: ইউমি বড়ুয়া
খ. স্বাধীনতার কবিতা আবৃত্তি:
রেঝম বু চাকমা
গ. স্বাধীনতার একক অভিনয়:
প্রেষ্ঠা দেব
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুতোষ
আলোচনা: মোঃ নুরুল আবছার
ঙ. বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে পাঠ:
শেখ আজরিন সাদিয়া তনয়া
চ. স্বাধীনতার গান: সমবেত কণ্ঠে
ধারাবর্ণনা: কথা চাকমা
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

১-৪০ স্বাধীনতা তুমি মুক্ত বিহঙ্গ:
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মনির আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-০৫ ক. স্মৃতিতে ৭১:
মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদানে: বীর মুক্তিযোদ্ধা
প্রীতি কান্তি ত্রিপুরা
খ. দিবসভিত্তিক গান

২-৪০ স্বাধীনতা আমার চির পাওয়া:
যুবদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সাদিয়া রহমান
ক. স্বাধীনতার দিবসভিত্তিক গান
খ. তোমাকে পাওয়ার জন্য হে
স্বাধীনতা: বৃন্দআবৃত্তি
গ. স্বাধীনতার দিবসভিত্তিক গান
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ মুক্তিযুদ্ধে নারী:
মহিলাদের অংশগ্রহণে
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: টিনা চাকমা
অংশগ্রহণ: রোকেয়া আক্তার,
অঞ্জুলিকা খীসা ও
গৌরিকা চাকমা
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৩০ বেতার বিবরণী: রাঙামাটি অঞ্চলে
স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি
করে বেতার প্রতিবেদন
প্রতিবেদন সংগ্রহ:
মোঃ আব্দুল কাদের

৩-৪৫ ও আমার দেশের মাটি:
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মনির আহমেদ

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

বেলা

১১-২০ স্বাধীনতা এক গোলাপ
ফোটানো দিন:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা:
উম্মে হুজাইফা মিফতাহ
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

দুপুর

১২-১৫ অপরূপা বান্দরবান:
বেতার ম্যাগাজিন
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কথিকা:
বিশ্ব সংবাদপত্রে বাংলাদেশের
স্বাধীনতাযুদ্ধ:
মনিরুল ইসলাম মনু
গ. প্রামাণ্য প্রতিবেদন:
বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে
মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের
স্মৃতিবিজড়িত স্থান
(কোলাঘাটা, জলুপাড়া,
কেনাইজুপাড়া এবং বীরবিক্রম
ইউ.কে চিং-কে নিয়ে)
বহি:ধারণে: মোবারক হোসেন
ঘ. 'প্রিয় স্বাধীনতা' কবিতা আবৃত্তি
ঙ. 'রাইফেল রোটি আওরাত'
গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশের পাঠ:
জয়ালক্ষি দাশ
চ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
সালাম সালাম হাজার সালাম:
আব্দুল জব্বার
গ্রন্থনা: মোঃ শওকত আরম
উপস্থাপনা: সুমিতা দেবী ও
নেসার আহমেদ লাকির
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

১২-৪৫ বজ্রকণ্ঠ: বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই
মার্চের ভাষণের উপর ভিত্তি করে
গবেষণামূলক গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মদন কুমার ভট্টাচার্য
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

বেলা

১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে দৈনিক জাতীয়,
আঞ্চলিক ও স্থানীয়
সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয়
অংশের উপর ভিত্তি করে
সরাসরি অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: কৌশিক দাশ গুপ্ত
অংশগ্রহণ: আমিনুল ইসলাম বাবু ও
বুদ্ধজ্যোতি চাকমা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

২-২০ গিরিসুর: মহান স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র
নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায়
গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আছনা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

২-৪০ অপরাজিতা: মহিলাদের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কথিকা:
মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা:
ইয়াসমিন পারভীন তিবরীজি

গ. 'একাত্তরে একজন'
কবিতা আবৃত্তি: তাহিরা রহমান
ঘ. 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'
গ্রন্থ থেকে পাঠ: লিমা আক্তার
ঙ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
সঞ্চালনা: হোসনে আরা শিরিন
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

৩-২০ লাল-সবুজের গল্প:
শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
জেলা শিশু একাডেমি, বান্দরবান
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-৪০ বেতারে স্বাধীনতা সংগ্রাম:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের
ইতিহাস, অবদান, চরমপত্র ও
জল্লাদের দরবার অনুষ্ঠানের
অংশবিশেষ, 'আমি বিজয় দেখেছি'
গ্রন্থের অংশবিশেষসহ
গবেষণামূলক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: দিলীপ চক্রবর্তী
উপস্থাপনা:
বীণাপানি চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

বিকাল

৪-১০ লাল-সবুজের বাংলাদেশ:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: সাইফুল ইসলাম সরদার
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
এস এম খাইরুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা:
এ এস এম আহসানুল আলম ও
বর্ষা ভৌমিক
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৫-১০ ৩০ লক্ষ শহিদের
আত্মদানের বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: এ কে এম জাহাঙ্গীর,
লক্ষীপদ দাশ
সঞ্চালনা: মনিরুল ইসলাম মনু
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৫-৩০ দুরন্ত দুর্জয়: যুবদের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কথিকা: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক
সাহিত্যচর্চা:
ইমামুল কবির আলভী
গ. 'একাত্তরের চিঠি' থেকে পাঠ:
জেসিকা হেলারী পাল্লা
ঘ. দেশগান: ঐশী দত্ত
ঙ. বীর মুক্তিযোদ্ধা
ইউ.কে চিং এর পরিচিতি ও
মুক্তিযুদ্ধে অবদান:
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
ঘ. 'বোবা মেয়েটিকে'
কবিতা আবৃত্তি:
হোমাইরা তাহরিন নিলা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুচনা বড়ুয়া ইতু
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৫-৫০ উত্তাল মার্চ: স্বাধীনতার মাস মার্চ
উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. স্বাধীনতার মাস উত্তাল মার্চ
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ২৬ মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশের
প্রথম স্বাধীনতা দিবসে ঢাকায়
বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ
গ. 'জল্লাদের দরবার' এর
অংশবিশেষ/'চরমপত্র' এর
অংশবিশেষ/'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'
গ্রন্থ থেকে পাঠ/মুক্তিযুদ্ধ বা
স্বাধীনতা বিষয়ে কবিতা
আবৃত্তি/৭১-এর চিঠি থেকে পাঠ/
৭১ এর দিনগুলি গ্রন্থ থেকে পাঠ
ঘ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের
গান/দেশগান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সৈকত বড়ুয়া
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

সন্ধ্যা

৬-০৫ স্বাধীনতা তুমি আমার বাড়িতে:
কবিতাপাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোহাম্মদ ইয়াকুব
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

৬-২৫ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবির গান

৬-৪৫ বেতার সংলাপ:
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উপলক্ষ্যে বান্দরবান বেতার
অঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রিক্সানুল কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

সকাল

১১-৩০ স্বাধীনতা দিবসে জাতির প্রত্যাশা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা
বশির উল আনোয়ার,
অশোক কুমার বড়ুয়া ও অধ্যক্ষ আবু
সালেক মোঃ সেলিম রেজা সৌরভ
সঞ্চালনা: অধ্যক্ষ খলিল উদ্দিন
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

দুপুর

১২-০৫ গানে গানে স্বাধীনতা:
মহান স্বাধীনতা দিবসের
গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
খায়রুল বাসার বাঁধন
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

১২-৩৫ মায়ের চোখে স্বাধীনতা:
নারীসমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শ্রিঙ্কা চক্রবর্তী
ক. স্বাধীনতা আন্দোলনে
নারীসমাজের
ভূমিকা: হাসিনা আক্তার
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সোহানা শারমীন
গ. মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের
সরাসরি অংশগ্রহণ:
তাহমিনা বেগম
ঘ. স্বাধীনতার গান:
সানজিদা ইসলাম প্রেরা
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বেলা

১-০৫ স্বর্ণালী: শিশু-কিশোরদের নিয়ে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজমুন নাহার পুর্নি
ক. দিবসভিত্তিক গান:
সমবেত কণ্ঠে
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
গ. মহান স্বাধীনতা নিয়ে
শিশু-কিশোরদের
আসরভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালনা:
জনাব অশোক কুমার বড়ুয়া
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

বিকাল

৪-৩৫ অগ্নিঝরা মার্চ:
মহান স্বাধীনতার মাস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নুর মোহাম্মদ রাজু
ক. বর্তমান আওয়ামী লীগ
সরকারের যুগপূর্তিতে

কৃষিতে উন্নয়ন:
কৃষিবিদ ড. মোহিত কুমার দে
খ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আবৃত্তি:
স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
গ. জাগরণের গান
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান
৫-৩৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কুমিল্লায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা, ধারণ ও উপস্থাপনা:
মহসিন মিজি
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

সন্ধ্যা

৬-০০ প্রাণের স্বাধীনতা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবু তাহের মজুমদার
সুর সংযোজনা: সঞ্জীব চক্রবর্তী
ধারাবর্ণনা:
মোঃ খায়রুল বাসার বাঁধন ও সোহানা শারমিন রাকা
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান
৬-৩৫ স্বাধীনতা তুমি:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-১৫ স্বাধীনতা আমার দৃপ্ত অহংকার:
স্বাধীনতার মাস মার্চ উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
বিষয়: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের প্রজন্ম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুসরাত জাহান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৮-৪৫ স্বাধীনতা তুমি চিরঅম্লান:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাদিয়া আফরিন
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৯-০৫ স্বাধীন বাংলার উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণ:
প্রফেসর ড. এ কিউ এম মাহবুব,
শাহিদা সুলতানা ও মাহবুব আলী খান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৯-৩৫ স্বাধীনতা তুমি
শেখ মুজিবের জয়বাংলা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ
৯-৫০ রক্তিম স্বাধীনতা:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
১০-০৫ মধুমতি:
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সনিয়া আক্তার
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. ইতিহাস ও ঐতিহ্য: মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা:
মোহাম্মদ মাহবুব হাসান মিঠু
গ. স্বাধীনতার গান
ঘ. দর্শনীয় স্থান:
মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর: সিনথিয়া ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জসিম উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-১৫ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ: বিশেষ কথিকা
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
৮-২০ পূর্বাশা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. এইদিনে:
বাংলাদেশ ও বিশ্ব ইতিহাসে
এইদিনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর
তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন
গ. স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ কথিকা: এহতেশামুল আলম
ঘ. স্বাধীনতাভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো: স্বর্ণা চাকলাদার
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি:
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
রাফিয়া ইসলাম ভাবনা
চ. কথিকা: মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অদম্য বাংলাদেশ:
ইব্রাহিয়া মাহমুদ
ছ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান:
স্বাধীনতা স্বাধীনতা ও আমার প্রিয়:
সামিনা চৌধুরী
গ্রন্থনা: মাহমুদা বেগম
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৮-৪০ জয় বাংলা বাংলার জয়:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৯-১০ অগ্নিঝরা মার্চ: মহান স্বাধীনতার মাস মার্চ উপলক্ষ্যে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শাহানা বেগম
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৯-৪০ তোরা সব জয়ধ্বনি কর:
কাজী নজরুল ইসলাম রচিত দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান
৯-৫০ স্বাধীনতা তুমি:
কবিতা আবৃত্তির গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
স্বর্ণা চাকলাদার
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
১০-১০ জন্মেছি এই বাংলার:
দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
ক. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
নোঙর তোল তোল: সমবেত কণ্ঠে
গ. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা:
অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে আগামীর ভাবনা
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
আইরিন আক্তার
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা: সাইদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল:
ক. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত

খ. আমাদের স্বাধীনতা ও নতুন প্রজন্মের ভাবনা: বিশেষ আলোচনা
অংশগ্রহণ: ড. আবদুল মান্নান, ড. খুরশিদা বেগম
সঞ্চালনা: মামুন উর রশিদ
গ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে:
সমবেত কণ্ঠে
ঘ. শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্রান্ডিং)
সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা:
সকল শ্রেণির মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাসহায়তা বৃত্তি প্রদান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
সাইফুজ্জামান রানা
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: বিলিতা রহমান
গ্রন্থনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা:
জোবায়েদ হোসেন পলাশ ও আফরোজা আক্তার পপি

প্রযোজনা: মোঃ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার:
ক. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ: সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা
সাক্ষাৎকার প্রদান:
আবু হেনা মোরশেদ জামান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
জান্নাতুন ফেরদৌসি লিজা
গ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
সালাম সালাম হাজার সালাম:
আব্দুল জব্বার
ঘ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক):
খন্দকার সামসুজ্জোহা
ঙ. কবিকা: ৮০০ কোটির পৃথিবী- সকলের সুযোগ পছন্দ ও অধিকার নিশ্চিত করে প্রাণবন্ত ভবিষ্যৎ গড়ি:
মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
চ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
রচনা: ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া
সুরারোপ ও সংগীত পরিচালনা:
সুজেয় শ্যাম
প্রযোজনা: ইয়াসমিন আক্তার

২-০০ স্বাধীনতার চেতনা ও বর্তমান বাংলাদেশ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: এন আই খান
সঞ্চালনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা:

রক্ত দিয়ে লিখেছি:
সমবেত কণ্ঠে
ছ. বেতার কার্টুন:
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি
গ্রন্থনা: মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা ও মোঃ আমিনুল ইসলাম
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার:
ক. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান: কারার ঐ লৌহকপাট:
সমবেত কণ্ঠে
গ. ডাকবাক্স:
অনুষ্ঠান বিষয়ে শ্রোতাদের চিঠিপত্র ও ইমেইলের জবাবদানের অনুষ্ঠান
জবাবদানে: এস.এম জাহিদ হোসেন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
লায়লা আরিয়ানী হোসেন
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৭-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. আমার কৃষি:
আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কৃষক ভাইদের অবদান: এ কে এম শামীম আলম
গ. আমার বাংলা:
স্বাধীনতার গান:
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালি ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশের নিরাপদ ফসল উৎপাদনে আগামীদিনের কৌশলও সম্ভাবনা:
আসাদুল্লাহ
গ. নিরাপদ মাছ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ: মোঃ মাসুদ রানা
ঘ. স্বাধীনতার গান:
স্বাধীনতা এক গোলাপ
ফোটানো দিন: রুনা লায়লা
আসর পরিচালনা:
আলহাজ্জ ফারুক আহমেদ
প্রযোজনা: জান্নাতুল ফেরদৌস

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
খ. ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ এর বিশেষ ঘটনা
প্রবাহ '৭১ এর দিনগুলি' থেকে পাঠ:
আবু বকর রানা
গ. স্বাধীনতার গান:
স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা:
জুলি শারমিলি
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
স্বাধীনতা প্রাণের অধিক:
মাহমুদা আক্তার
ঙ. স্বাধীনতা-পরবর্তী কৃষির উন্নয়ন:
কৃষিবিদ রেজাউল করিম
আসর পরিচালনা:
আব্দুস সবুর খান চৌধুরী
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-০৫ জন্মভূমি:
দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান
১-১৫ স্বাধীনতার পঙ্‌ক্তিমালা:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহমুদা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ সারোয়ার মোর্শেদ
১-৩০ সৌরভে গৌরবে স্বাধীনতা:
বিশেষ গীতিনকশা

জেড. এ. সৈয়দ আহসানুল আলোম
২-২৫ হৃদয়ে ৭১: মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর ওয়াকার হাসান (বীরপ্রতীক)
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
মনোয়ার হোসেন খান
প্রযোজনা:
মাহবুবা ইয়াসমিন শেলী

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

রাত
১.১৫-২.০০ (ইউরোপ)
১০.৩০-১১.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)

স্বাধীনতা হে স্বাধীনতা: বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কথিকা: মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা:
লে. কর্নেল (অব.)
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক
গ. কবিতা আবৃত্তি: স্বাধীনতা এই শব্দটি
কিভাবে আমাদের হল: লাস্টু হোসাইন
ঘ. প্রামাণ্য প্রতিবেদন: অদম্য বাংলাদেশ
স্বাধীনতার অর্ধশতক পেরিয়ে বাংলাদেশ
নিয়ে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা
প্রতিবেদন গ্রহণ: শফিকুল ইসলাম বাহার
ঙ. গান: স্বাধীনতা আমার চির চাওয়া:
আবিদা সুলতানা
গবেষণা ও গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: লাস্টু হোসাইন ও
জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

Time of Broadcast:
Between 6:30 PM & 7:00 PM
English 1st Transmission
Between 11:45 PM & 1:00 AM
English 2nd Transmission

The Day of the Rising Sun:
Special Program
a. Intro on the Independence Day and National Day.
b. Song: Sedin akashe urechhilo potaka
(সেদিন আকাশে উড়েছিল পতাকা)
Singer: Sajiya Sultana Putul & Pulak Odhikari
c. Discussion: Recollection of Memories of Liberation War Participants:
Valiant Freedom Fighter Major (Rtd.) Kamrul Hasan Bhuiyan
Valiant Freedom Fighter Major (Rtd.) Ziauddin
Moderator: Professor Ahmed Reza
d. Recitation of Poem: Ei Swadhinota
(এই স্বাধীনতা)
Recited by: Mahmuda Akhter
e. Song: Swadhinota maane
(স্বাধীনতা মানে)
Singer: Rukhsana Mumtaj
Compiled by: Alfaz Uddin Ahmed Tarafder
Presented by: Taslima Omar
Produced by:
Umma Farhana Hossain Shimu

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল
৯-০৫ অগ্নিঝরা মার্চ:
স্বাধীনতার মাস মার্চ উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শেখ শাকিল আহমেদ
উপস্থাপনা: মোঃ জসিম উদ্দিন
ক. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
খ. বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
গ. মার্চের এই দিনের ঘটনাপ্রবাহ
ঘ. মুক্তিযুদ্ধ ও তরুণ প্রজন্ম/মুক্তিযুদ্ধের
স্মৃতিবিজড়িত স্থান নিয়ে প্রতিবেদন
ঙ. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা/
'একাত্তরের চিঠি' থেকে পাঠ
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

৯-৩০ এ দেশ এ মৃত্তিকা: বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গানরচনা:
সোহরাব হোসেন সৌরভ
উপস্থাপনা: সেলিনা আকতার পেলী ও
সোহরাব হোসেন সৌরভ
সংগীত পরিচালনা: সোহেল নিজামী
প্রযোজনা: মোঃ গোলাম রব্বানী

বেলা
৩-৩০ রক্তের স্বাক্ষর:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপস্থাপনা: মোঃ আমিনুল ইসলাম ও
শাহনাজ পারভীন
ক. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
খ. মুক্তিযোদ্ধার
সাক্ষাৎকার/স্মৃতিচারণ:
জহির উদ্দিন জালাল
গ. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি:
জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
ঘ. উত্তাল মার্চ ও
আমাদের তরুণ প্রজন্ম
(প্রামাণ্য প্রতিবেদন): মোঃ জসিম উদ্দিন
ঙ. দেশগান
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

বিকাল
৪-০০ একটি পতাকার জন্য: বিশেষ নাটক
রচনা: জাহিদ হোসেন বাবুল
নাট্য প্রযোজনা: আবু নওশের
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল
৭-৪৫ প্রাণের স্বাধীনতা: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. ১৯৭১ এর এইদিনে
খ. স্বাধীনতার গান/দেশগান
গ. মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার/কথিকা/
স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য
ঘ. কবিতা আবৃত্তি
ঙ. প্রাসঙ্গিক কথা
গ্রন্থনা: আরেফিন, তানিয়া ও
কামরুন্নাহার
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল হান্নান
১০-০৫ তোমাকে পাওয়ার জন্য
হে স্বাধীনতা: স্বাধীনতার কবিতা
নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহমুদা আখতার
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল হান্নান

সন্ধ্যা
৭-০০ জয় বাংলা, বাংলার জয়:
স্বাধীনতার গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শাহিনুর রহমান
উপস্থাপনা: শাহিনুর রহমান ও
তানিয়া সুলতানা
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল হান্নান

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ এর উদ্বোধন করেন

২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল MRT Line-1 এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর নবনির্মিত বিনিয়োগ ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর আগারগাঁওয়ে 'রাজস্ব ভবন' উদ্বোধন করেন

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে ২০২২ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রণীত 'আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি' ও 'স্বপ্ন জয়ের ইচ্ছা' বই দু'টির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় উপস্থিত ছিলেন

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জয়দেবপুর, রূপপুর ও শশীদল স্টেশন থেকে নবনির্মিত ৬৯.২০ কিলোমিটার রেলপথে ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করেন

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজীপুরের সফিপুরে বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি একাডেমিতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৩তম জাতীয় সমাবেশ-এ বক্তৃতা করেন

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় শের-ই-বাংলা নগরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০২২' উদযাপন এবং ৬টি টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন ও ৬ জেলায় আয়োজিত অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধদের মাঝে 'বীর নিবাস'-এর চাবি হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম ইবিআরসি'তে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'দশম টাইগার্স পুনর্মিলনী' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর মিরপুরে কালশী ফ্লাইওভার ও ৬ লেনের সড়ক উদ্বোধন করেন

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'একুশে পদক ২০২৩' প্রদান অনুষ্ঠানে পদক প্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র' উদ্বোধন করেন

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ৩য় আন্তর্জাতিক সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় তালিমপুর তেলিহাটি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জনসভায় বক্তৃতা করেন

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশ যুব গেমস-২০২৩ এর চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত ডা. এস এ মালেকের স্মরণ সভায় বক্তৃতা করেন

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে বিসিএস কর্মকর্তাদের ৭৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিশোরগঞ্জের মিঠামইন হেলিপ্যাড মাঠে মিঠামইন উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করেন

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাসের উদ্বোধন করেন

বেতার সংবাদ

বাংলাদেশ বেতারে বিশ্ব বেতার দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি 'বেতার ও শান্তি' (Radio and Peace) প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকার আগারগাঁওস্থ জাতীয় বেতার ভবন চত্বরে বর্ণিলভাবে পালিত হলো বিশ্ব বেতার দিবস। এ উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি, শ্রোতা সম্মেলন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার ও ইউনেস্কো ঢাকা অফিস প্রধান সুসান মারি ভাইজ (Susan Maree Vize)। বাংলাদেশ বেতারের

মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফানের সভাপতিত্বে সভার স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) এ এস এম জাহীদ।

বিশ্ব বেতার দিবসের আলোচনায় বাংলাদেশ বেতারকে শান্তি ও মানবতার মন্ত্রে উজ্জীবিত অনুষ্ঠানমালা প্রচারের নির্দেশনা দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। তিনি বলেন, 'করোনাপীড়িত ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক ও উৎপাদন সংকটে নিপতিত বিশ্বে আজ যে অশান্তি বিরাজ করছে, সেখান থেকে উত্তরণের জন্য বেতারকে শান্তির বার্তা দিতে হবে। পাশাপাশি প্রযুক্তির আগ্রাসনে আমরা যেন যন্ত্র হয়ে না যাই, আমাদের মমত্ববোধ, সহমর্মিতা যেন হারিয়ে না যায় সেজন্য মানবতার পতাকা

তুলে রাখতে হবে। বেতারের সেই ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।' বাংলাদেশ বেতারের স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের মুক্তিকামী মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়ে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে এবং স্বাধীনতার পর দেশ গঠনেও অবদান রেখে চলেছে উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, উঁচু পাহাড় থেকে সমুদ্র অবধি পৌঁছে যাওয়া বেতারতরঙ্গ মানুষকে বহু জরুরি তথ্য দেয়, বোধ সমৃদ্ধ করে।

আলোচনা সভা শেষে 'একটি দেশ একটি লেতা, একটি ডাকে স্বাধীনতা' গীতিনৃত্যের মাধ্যমে শুরু হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সংগীতশিল্পী পূর্ণ চন্দ্র রায়, পল্লবী সরকার মালতী, অলোক সেন,

তাসমিনা চৌধুরী অরিন, নাজু আখন্দ ও তার দল এবং বাংলাদেশ বেতারের উপমহাপরিচালক ও সংগীতশিল্পী কামাল আহমেদ এতে অংশ নেন।

এর আগে দুপুরে বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষ্যে বেতার ভবন থেকে বেলুন ওড়ানোর মাধ্যমে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ-রাইটার মোঃ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান-সহ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী-কলাকুশলী, বেসরকারি রেডিওর প্রতিনিধি বাংলাদেশ কমিউনিটি রেডিও অ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ ও শ্রোতাক্লাবের সদস্যরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিকেলে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান-এর সভাপতিত্বে এবং বিভিন্ন শ্রোতাক্লাব থেকে আমন্ত্রিত প্রায় ৩০০ প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে শ্রোতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ বেতারের শ্রোতারা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠান বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন। এসময়

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে বেতার শ্রোতাদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালকের বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র পরিদর্শন

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। টিলাগড়স্থ প্রেরণ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ এবং মিরের ময়দানস্থ দপ্তরের অডিটোরিয়াম নির্মাণ, টাওয়ার ভূমিস্থ পানির রিজার্ভার, স্টুডিও সংস্কার ও আধুনিকায়নসহ প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়নকাজ সমাপ্তকরণের জন্য প্রকল্প পরিচালক এস এম জিল্লুর রহমানকে তাগিদ প্রদান করেন। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পের বেশকিছু বিষয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এসময় কেন্দ্রের সার্বিক বিষয়ে মহাপরিচালককে অবহিত করা হয়। তিনি আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সময়োপযোগী অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারের উপর গুরুত্বারোপ

করেন। সেইসাথে নিউ মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রোতাদের আরো কাছে পৌঁছানোর জন্য অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। সরকারি গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতারকে আরো গণবান্ধব করে তোলার জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রে বিশ্ব বেতার দিবস উদ্‌যাপন

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. তারিখে বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবারের মত এবারও দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল ৯.৩০ মিনিটে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয় এবং র‍্যালি শেষে সকাল ১০.২৫ মিনিটে দিবসটিকে উপজীব্য করে বেতার প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল, সভাপতি, মহানগর আওয়ামী লীগ, রাজশাহী এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. আব্দুল খালেক, সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও উপদেষ্টা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এতে সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ হাসান আখতার। আলোচনা শেষে বেতার সম্পর্কিত পাওয়ার পয়েন্ট ও তথ্যচিত্র আমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া যাত্রানুষ্ঠান, বেতার দিবস নিয়ে কথিকা, বেতার নিয়ে শ্রোতাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান এবং শ্রোতাদের জন্য বিশেষ কুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুইজ বিজয়ীদের জন্য রাখা হয় বিশেষ পুরস্কার।

বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সারাবিশ্বে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে উদ্‌যাপিত হয়েছে বিশ্ব বেতার দিবস। 'বেতার ও শান্তি' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্র দিবসটি উপলক্ষ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক পরিবেশে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। বিশ্ব বেতার দিবসে চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী, কথক, শ্রোতা, কলাকুশলী ও শুভানুধ্যায়ীদের অংশগ্রহণে বেতার ভবনের সামনে বেলুন উড়িয়ে র‍্যালি ও বেতার দিবসের কার্যক্রমের শুভ সূচনা করা হয়। সকাল ১১টায় বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রামের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ মাহফুজুল হক, প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন কেন্দ্রের আবাসিক প্রকৌশলী ভাস্কর দেওয়ান। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোল্লা মোঃ আবদুল

হালিম। সভায় আলোচকবৃন্দ তাঁদের আলোচনায় আমাদের অহংকার মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর দেশের পুনর্গঠন এবং জাতীয় উন্নয়নে বাংলাদেশ বেতারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে বেতারের শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রামের ৪নং স্টুডিওতে 'বেতার ও শান্তি' শিরোনামে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সহিদ উল্যাহ। আলোচক হিসেবে ছিলেন কেন্দ্রের আবাসিক প্রকৌশলী ভাস্কর দেওয়ান, আঞ্চলিক পরিচালক এসএম মোস্তফা সরোয়ার, ও প্রেম গোপাল হালদার। এতে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রে বিশ্ব বেতার দিবস উদ্‌যাপিত

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রে বেলুন ওড়ানোর মাধ্যমে বিশ্ব বেতার দিবসের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আনন্দমুখর পরিবেশে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রা শেষে শ্রোতাদের অংশগ্রহণে কুইজ ও লেখা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে সনদপত্র ও ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়। এরপর বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে '৪র্থ শিল্প বিপ্লব: সম্প্রচার মাধ্যম হিসেবে বেতারের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' বিষয়ক

এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বেতার দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক নিতাই কুমার ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সবশেষে দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল এর আয়োজনে বিশ্ব বেতার দিবস উদ্‌যাপিত

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ বেতার বরিশাল এর আয়োজনে পালিত হয় বিশ্ব বেতার দিবস। সকাল ১০টায় বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন বরিশালের জেলা প্রশাসক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। পরে বেতার ভবন থেকে বের হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালি। র‍্যালি বেতার ভবন থেকে শুরু হয়ে বরিশালের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার বেতার ভবনে শেষ হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা, অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী/কথক, ঘোষক/ঘোষিকা, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ, আমন্ত্রিত শ্রোতা এবং বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে জেলা প্রশাসক বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার আজ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। বেতার শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বেতার জাতি গঠনেও অসামান্য অবদান রাখছে। আঞ্চলিক পরিচালক কিশোর রঞ্জন মল্লিক বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার আজ ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার বরিশাল বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম, মহান মুক্তিযুদ্ধ, দেশগঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা, সরকারী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, নারী ও শিশু অধিকার, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এসডিজি,

শুদ্ধ/সন্ত্রাস প্রতিরোধ, স্থানীয় সংবাদ, আবহাওয়াবার্তাসহ বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে সবার উন্নয়ন ও শান্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক প্রকৌশলী আবদুল্লাহ নুরুস সাকলায়েন, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক মুঃ আনসার উদ্দিন, উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মহসীন মিয়াসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ ও চুক্তিভিত্তিক অনিয়মিত শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন উপ-আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম। বিশ্ব বেতার দিবসের আয়োজনমালায় সবার অংশগ্রহণের ফলে বেতার চত্বর এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বিশ্ব বেতার দিবসে বাংলাদেশ বেতার রংপুরের বর্ণময় আয়োজন

বিশ্ব বেতার অঙ্গনের বর্ণিল আয়োজনের সাথে ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ বেতার রংপুরও যুক্ত ছিল রকমারি অনুষ্ঠান নিয়ে। দিনটিকে বর্ণিল করতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শ্রোতা সম্মেলন ও সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বেতার শ্রোতাগণের সাথে ফোনে শুভেচ্ছা বিনিময়, আনন্দমুখর পরিবেশে সপ্তাহব্যাপী খেলাধুলার জমজমাট আসর বসে। থেমে থাকা নয়, সুন্দর, কল্যাণ, শান্তির জন্য এগিয়ে চলা। তেমন বোধ নিয়েই বেলা ১১টায় বেতার অঙ্গন থেকে পায়ে পায়ে অগ্রগামী হতে থাকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আনন্দ কলহাস্যে সবাই বেতারের জয়ধ্বনি তুলে পথ পরিভ্রমন করতে থাকেন। ধ্বনি ওঠে বিশ্ব বেতার দিবস- সফল হোক সফল হোক, এবারের প্রতিপাদ্য বেতার ও শান্তি। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে, বাউল গানের সুরে সুর মেলাতে মেলাতে শোভাযাত্রা অতিক্রম করে রংপুরের বঙ্গবন্ধু চত্বর। সেখান থেকে আবার ফিরে আসে বেতারের প্রচার ভবনে। শোভাযাত্রায় বাংলাদেশ বেতার রংপুরের আঞ্চলিক পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, আঞ্চলিক প্রকৌশলী মোঃ আবু সালেহ, আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোঃ আল আমিন-সহ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোঃ সায়ফুজ্জামান ফারুকী।

র‍্যালি শেষে দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হয় শ্রোতা সম্মেলন ও সেমিনার। এতে রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৫৫ জন শ্রোতা যোগ দেন। উপআঞ্চলিক পরিচালক এ. এইচ. এম. শরিফ এর সভাপতিত্বে শ্রোতা সম্মেলন ও সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর আঞ্চলিক পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ। বিশ্ব বেতার দিবসের আয়োজনমালায় আরো ছিল 'বিনোদনে বেতার' নামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র, কেক-কাটা এবং কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী ও শ্রোতাদের অংশগ্রহণে খেলাধুলার পর্ব।

শ্রোতাক্লাবের সদস্যদের সাথে বেতার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ দিনটিকে আরো আনন্দময় করে তোলে।

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার কেন্দ্রে বিশ্ব বেতার দিবস উদ্‌যাপন

'বেতার ও শান্তি' এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে এ বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় বিশ্ব বেতার দিবস। বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার প্রাঙ্গণ থেকে সকাল ১০টায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এটি লিংকরোড মোড় ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হয়ে বেতার প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। বেতার কর্মকর্তা-কর্মচারী, অনিয়মিত শিল্পীসহ এই কেন্দ্রের অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ র‍্যালিতে অংশ নেন। এছাড়া কমিউনিটি রেডিও থেকে রেডিও নাফ ও রেডিও সৈকত এর প্রতিনিধি দল এতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালি শেষে আঞ্চলিক পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ কবির শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি নিউ মিডিয়ার যুগে বেতারকে আরো শ্রোতাগ্রাহ্য করে তোলার জন্য সহকর্মীদের সহযোগিতা কামনা করেন। বেতার যেন জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছায় এ বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। সবশেষে তিনি অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। আয়োজনে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান) কাজী মোঃ নুরুল করিম, সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক আরাফাত রহমান, সহকারী বেতার প্রকৌশলী মেহেরাজ আহমেদ, রেডিও নাফের দিদারুল হাসান এবং রেডিও সৈকত এর আনিকা তাসনিম তাফসি।

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ কেন্দ্রে বিশ্ব বেতার দিবস উদ্‌যাপিত

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ কেন্দ্রে বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩ উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ থেকে 'আমাদের বেতার' শিরোনামে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এটি একই সাথে ফেইসবুক পেইজে লাইভ সম্প্রচারিত হয়। এছাড়া একটি র‍্যালি এবং আঞ্চলিক পরিচালকের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল আয়োজনে কলাকুশলীদের সাথে কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক, উপআঞ্চলিক পরিচালকবৃন্দ, উপবার্তা নিয়ন্ত্রক ও সহকারী বেতার প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব বেতার দিবসে বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা কেন্দ্রের আনন্দ র‍্যালি

বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষ্যে বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে কথিকা পাঠ করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান

AIBD-তে বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার এর মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান এর বাণী রেকর্ডিং

বাংলাদেশ বেতার প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত

৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ বেতার প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হিসেবে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল ১৯৭১ সালে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ক্ষণ অনুযায়ী বেলা ৩.২০ মিনিটে বাংলাদেশ বেতারের আগারগাঁওস্থ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিল্পী-কলাকুশলীবৃন্দ জাতীয় বেতার ভবন প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণ শোনেন। এসময়ে অংশগ্রহণকারী সকলের হাতে ছিল ছোট আকারের জাতীয় পতাকা। ভাষণ প্রচার শেষে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। এর আগে সকালে বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তরে দিবসটি স্মরণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ধানমন্ডি ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

বাংলাদেশ বেতারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত

১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে আগারগাঁওস্থ জাতীয় বেতার ভবন অডিটোরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) এ এস এম জাহীদ, উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) মোঃ ছালাহ্ উদ্দিন ও প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মাসুদ ভুঁইয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বলেন, বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণ। যে সোনার বাংলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বিশ্বাসঘাতকদের হাতে সপরিবারে শাহাদাতবরণ করায় তার বাস্তবায়ন তিনি করে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়ার পথে দেশকে দক্ষতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জানান, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যখাতে উন্নতি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ আমরা ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর এখন আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছি। স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে স্মার্ট নাগরিক হওয়ার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতির পিতার নির্দেশনা মোতাবেক সকল সরকারি কর্মচারীকে পরিশ্রম ও একযোগে কাজ করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে যার যার সেক্টরে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি আহবান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, টুঙ্গিপাড়ার নিভৃত গ্রামের খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতাতে পরিণত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে এদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার আরো সহজে সকল শ্রোতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তিনি দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানান। সেইসাথে এই আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ বেতারের সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশ বেতারকে এগিয়ে নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতাকে নিবেদিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কলাকুশলীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকেও দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচারসহ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

শেখ মুজিবের ভাষণ

একাত্তরের মার্চে দেওয়া
শেখ মুজিবের ভাষণ,
যেই ভাষণে কেঁপেছিল
অত্যাচারীর আসন,
সেই ভাষণের জন্য তিনি
আজও স্মরণীয়,
জাতির কাছে প্রিয় খুবই
সবার বরণীয়।

তাইতো তাঁকে আজও সবাই
ভীষণ ভালোবাসে;
স্বাধীনতার সুখে সবাই
আনন্দে আজ ভাসে।

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম
২২নং ওয়ার্ড, ময়মনসিংহ মহানগর

প্রিয় স্বাধীনতা

স্বাধীনতা মুক্তিপাগল জনতার মিছিল
স্বাধীনতা গর্বিত বাঙালির জয়ের দলিল
স্বাধীনতা বাঙালি জাতির মুক্তির সোপান
স্বাধীনতা মুক্তির জন্য বাঙালির আত্মদান।
স্বাধীনতা লাল সবুজের পতাকার ইতিহাস
স্বাধীনতা তোমার আমার হৃদয়ে করে বাস
স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের রক্তস্রোতের নদী
স্বাধীনতা কাল থেকে কাল রইবে নিরবধি।

বারী সুমন
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

সাত তারিখের কবি

মার্চ মাসের অই সাত তারিখে
গণজোয়ার আসলো
সাত কোটি লোক নতুন গানে
সৃষ্টি সুখে ভাসলো।

এক আঙুলের কলম দিয়ে
কাব্য লেখেন কবি,
আজকে তাঁহার মুখটা ভাসে
আকাশজোড়া ছবি।

দৈববাণী শুনে শিষ্য
সাহস পায় যে বুকে,
যায় যদি যাক প্রাণটা তবু
শত্রু দেবে রুখে।

বঙ্গবন্ধুর এক ভাষণে
দেশটা হলো মুক্ত,
সাত তারিখের বজ্রকণ্ঠে
বীজটা ছিলো সুপ্ত।

বিজন বেপারী
ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি

মহান স্বাধীনতা

স্বাধীনতা তুমি দেশের জন্য
মুক্তির জয়োগান,
তোমার জন্য বিলিয়ে দিয়েছে
কত শত তাজা প্রাণ।

কত মহাবীর জেগে উঠেছিলো
মুক্ত কৃপাণ হাতে,
পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে
দেশকে স্বাধীন করতে।

স্বাধীনতা হলো মোদের জীবনে
বিজয়ের অহংকার!
মাথা উঁচু করে থাকবো দাঁড়িয়ে
সাড়াটি জীবনভর।

রক্তের বিনিময়ে হয়েছে গড়া
বাংলার জন্মভূমি,
তাইতো এদেশ মোদের কাছে
সোনার চেয়ে দামি!

এইচ. এম. কাওছার হোসাইন
আটঘরিয়া, পাবনা

স্বাধীনতার চিঠি

বীর বাঙালি যুদ্ধে নামে
দেশের জন্য অস্ত্র ঘামে
স্বাধীনতার চিঠি ছিলো
ঠিক তখনো বন্দি খামে।

তিরিশ লক্ষ জীবন লয়ে
বুকের তাজা রক্ত ক্ষয়ে
স্বাধীনতা এলো দেশে
লাল-সবুজের বিজয় বেশে।

দেশের জন্য অকাতরে
প্রাণ বিলিয়ে দিলো যাঁরা
লাল-সবুজের বৃত্ত মাঝে
স্মরণীয় থাকবে তাঁরা।

জোবাইদুল ইসলাম
বীরসরাই, চট্টগ্রাম

আমাদের পতাকা

বিবেকের তাড়নায়
গিয়েছিল যুদ্ধে
দেশমাতা সকলের
জীবনের উর্ধ্বে।

গুটি গুটি পায়ে চলে
কাঙ্খিত লক্ষ্যে
কত গুলি বোমা পড়ে
আমাদের বক্ষে।

তবু চলি ক্ষত নিয়ে
কোটি তাজা প্রাণ।
কানে বাজে মুক্তির
চিরচেনা গান।

শত ত্যাগ অবশেষে
খুঁজে পাই পথ
আমাদের পতাকা যে
উড়ে পত-পত।

সরোয়ার রানা
কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম

২৬শে মার্চ

২৬শে মার্চ, সেদিন গভীর রাতে
বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন পাকিসেনাদের হাতে।
গভীর রাতে পাকিস্তানির পিশাচ আক্রমণে...
ঘুমের মানুষ প্রাণ হারালো বাড়লো ব্যথা মনে।
সেই রাতেরই প্রথম প্রহর
খবর পেল গেরাম শহর
বঙ্গবন্ধু মহান নেতা
বললেন হও স্বাধীনচেতা
স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, ওয়ারলেসে হয় জানা
বঙ্গবন্ধুর বার্তা শুনে... যুদ্ধ বাঁধে দানা...।

স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ
যায় ছড়িয়ে তেপান্তর মাঠ
বীর বাঙালি যুদ্ধে গেল ২৬শে মার্চ প্রাতে
জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে...
বাঙালিরা বীর বিশেষে
দীর্ঘ ন-মাস লড়াই করে অস্ত্র নিয়ে হাতে।

বাঙালিদের দাপট দেখে
পাকিসেনা অস্ত্র রেখে
ডিসেম্বরের ষোল তারিখ করল সারেন্ডার
২৬শে মার্চ জাতির গরব
স্বাধীনতার সুখের পরব
বঙ্গবন্ধু জন্ম দিলেন নতুন পতাকার।

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান
ক্যাডেট কলেজ, সিলেট

অগ্নিঝরা মার্চ এসেছে

অগ্নিঝরা মার্চ এসেছে
চোখের জলে বুক ভেসেছে
ছেলেহারা মায়ের
ঘাত প্রতিঘাত সয়ে সয়ে
অনেক প্রাণের বিনিময়ে
দেশটা হলো তোমার আমার
মা বাবা আর ভা'য়ের।

ফুটল হাসি সবার মুখে
শান্তি ফিরে আসল বুকে
নেই যে হাহাকার
এই তো সবার চাওয়া পাওয়া
সুখের জলে একটু নাওয়া
কিছু নেই তো হারাবার।

এম হাকীবুল্লাহ
ঘাটাইল, টাংগাইল

জন্মভূমি

এই আমার জন্মভূমি
লাল-সবুজে ঘেরা
সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা
সোনার বাংলা সেরা।

নদীমাতৃক দেশ আমার
নদী দেশের প্রাণ
নদীতে হয় মৎস্য চাষ
নদী বাংলার প্রাণ।

কৃষকের হাতে কাদা-মাটি
কৃষক ফলায় ধান
কৃষকের শ্রমে ঘরে উঠে
সোনার বাংলার মান।

ছয় ঋতুতে সোনার বাংলা
কোথাও পাবে না
অপরূপ রূপে এই বাংলা
সব লোকের জানা।

রিপন্থু চৌধুরী
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

ভাষাশহিদদের প্রতি সাউথ এশিয়া রেডিও ক্লাবের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পাদদেশে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে সাউথ এশিয়া রেডিও ক্লাব (সার্ক) বাংলাদেশ এর শাহপরান শাখা, সিলেট। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ক্লাব সভাপতি মখলিছুর রহমানের নেতৃত্বে সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সাউথ এশিয়া রেডিও ক্লাব (সার্ক) বাংলাদেশ এর প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ বেতারের সাবেক পরিচালক ড. মির শাহ আলম, ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও রেডিও এক্টিভিস্ট দিদারুল ইকবাল, ভাইস চেয়ারম্যান তাছলিমা আক্তার লিমা, সিলেট মেট্রোপলিটন ল' কলেজের উপাধ্যক্ষ এডভোকেট ড. শহীদুল ইসলাম, জৈন্তাপুর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এ কে আজাদ ভূঁইয়া, এডভোকেট জেসমিন সিদ্দিকী, গণসংগীত শিল্পী ফকির মাহবুব

ও সংগীত শিল্পী মাহমুদা ফকির, ক্লাব সদস্য লাবীব ইকবাল প্রমুখ। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে ভাষাশহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

বেতার বাংলা'র গ্রাহকচাঁদা পরিশোধে
'নগদ' একাউন্ট নম্বর: ০১৮৪৮২৫৯৪০৪

ডাকমাশুল ও অনলাইন চার্জসহ বার্ষিক
৬টি সংখ্যার গ্রাহকচাঁদা: ১৮২/- টাকা মাত্র

পুরাতন গ্রাহকেরা রেফারেন্সে গ্রাহক নম্বর ব্যবহার করবেন। টাকা পরিশোধের পর বেতার প্রকাশনা দপ্তরের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/betarbangla.bb (বেতার প্রকাশনা দপ্তর) এ আপনার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যে নম্বর থেকে টাকা পরিশোধ করেছেন তার শেষ চার ডিজিট এবং ট্রানজেকশন আইডি মেসেজ করে নিশ্চিত করুন।

বেতারবাংলা

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
বাংলাদেশ বেতার

৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি ঢাকায় তথ্য ভবন মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার আগারগাঁওস্থ জাতীয় বেতার ভবন অডিটোরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন

৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ বেতারের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মোনাজাতে অংশ নেন। এসময় বাংলাদেশ বেতারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত মোঃ সাহাবুদ্দিনকে গণভবনে দলের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান

৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের দোহায় ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে সেদেশের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি'র সাথে বৈঠক করেন